উপহার।

অগণ্যসৌজন্যাদিগুণসম্পন্ন

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়

মহনীয় চরিতেষু।

মহাশয়!

আমি আপনকার এই অল্পবয়সে অনল্প দেশহিতৈষিতা, বদান্যতা এবং রসজ্ঞতাদি গুণগ্রাম সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সন্তোষ প্রকাশার্থ এই নব-নাটক স্বরূপ কুসুমমালা মহাশয়কে প্রদান করিলাম। ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ। মুক্তাফল অনুত্তম বা কৃত্রিম হইলেও মহতের কণ্ঠে মূল্যবানের শোভা ধারণ করে; অতএব এই কুসুমমালা সুরভিযুক্ত হোক বা না হোক এবং ইহার গ্রন্থনের পারিপাট্য থাকুক বা না থাকুক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেই ইহার গৌরবসৌরভ প্রবৃদ্ধ হইতে পারিবে এবং আমারও পরিশ্রম সফল হইবে।

কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ।

ভবদীয়ানুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দ।

গবেশবাবু ... গ্রাম্য জমীদার।
সুধীর ... সুপণ্ডিত।
বিধর্ম্মবাগীশ ... পণ্ডিতাভিমানী।
চিত্ততোষ ... তোষামোদকারী ব্রাহ্মণ।
গ্রাম্য ... প্রতিবাসী।
নাগর ... নগরপ্রবাসী।
দম্ভাচার্য্য ... দলপতি।
কৌতুক ... অনূঢ় প্রতিবাসী।
সুবোধ ... গবেশ বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র।
মদো ... ভৃত্য।
সাবিত্রী ... গবেশবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী।
চন্দ্রলেখা ... গবেশবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
অমলা, কমলা, বিমলা, চপলা ... প্রতিবাসিনীগণ।

নির্ম্মলা ... প্রতিবাসিনী বিধবা।
রসময়ী ... গোয়ালিনী।
সাবি }
ভগি } ... দাসী।

সংযোগ স্থান।

পুষ্করিণী সমীপ।
অন্দরের সামান্য পথ।
অন্দর মহল।
গ্রামের প্রান্ত বটবৃক্ষ সমীপে প্রকাশ্য পথ।
গবেশ বাবুর শয়ন-গৃহ।
গোলপাতার ঘরের উঠন।
গবেশবাবুর বৈঠকখানা।
গবেশবাবুর বাটীর বহির্ভাগ।
গবেশবাবুর বাটীর নিকট বৃক্ষের তলা।

নব-নাটক।

নান্দী।

সজ্জনগণপরিতোষনিদানং সুললিতবস নবনাটকগানং।
কর্ত্তুং বাঞ্ছতি ভবদবধানং ক্ষণমিহ ময়িকুরু করুণাদানং ॥

(নটী ও সূত্রধারের প্রবেশ।)

সূত্র। (দেখিয়া) প্রিয়ে দেখ দেখ, সভার কেমন শোভা হয়েছে।

নটী। (দেখিয়া প্রফুল্লনয়নে) হাঁ, তাই তো! এই যে সভ্যগণ সকলেই এসে বসেছেন!

সূত্র। প্রিয়ে, তবে এস নাটক অভিনয় করি, তা হল্যে এখন বেশ্ আমোদ হবে।

নটী। ক্ষতি কি?

সূত্র। এ সমাজে এক খানি নব নাটক অভি-নয় কর্‌লেই কিন্তু ভাল হয়, তা কোন্ নাটক অভিনয় করা যায় বল দেখি?

নটী। (সহাস্যবদনে) এ নব-নাটুকে দেশে নব নাটকের অপ্রতুল কি? কত চটক ওয়ালা নাটক এখন দিন দিন হয়ে উঠ্‌চে দেখ্‌চো না?

সূত্র। না—না, সে সকল নাটক এ সভাতে

অভিনয় করা হবে না; এ অতি সুবিজ্ঞসমাজ, এ সমাজে সদুপদেশ-পূর্ণ কোন বিশুদ্ধ নাটক প্রকাশ কর্‌তে হবে। উপদেশ দেওয়াই নাটক প্রকাশের উদ্দেশ্য।

নটী। এ যে দেখি ভাই তোমার বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো? অভিলাষটী তো সামান্য দেখ্‌চি নে, বিজ্ঞ সমাজে তুমি আবার কি সদুপ-দেশ দিবে?

সূত্র। কেন প্রিয়ে? আলোকরাশি-সূর্য্যকে লোকে কি দীপালোক প্রদানে পূজা করে না? আরো দেখ, দর্পণ নির্ম্মল হলেই তাতে প্রতি-বিম্ব পড়ে থাকে। তুমি স্ত্রীলোক, কি জান্‌বে বলো, উপদেশ দানে পাত্রাপাত্র বিবেচনা আছে, কিন্তু উপদেশ গ্রহণ সকলেরই নিকটে করা যেতে পারে। তা এঁরা বিজ্ঞোত্তম, আমরা সামান্য নট হলেও আমাদের নিকটে উপদেশ গ্রহণ কর্‌তে পারেন,—তাই আমিও মানস করেছি আজ্‌ নানা উপদেশ-কুসুমাঞ্জলিতে সভ্যগণকে পূজা কর্‌বো। তাতেই তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি কোন্‌ নাটকের অভিনয় করি।

নটী। তা এমন নাটক কি? (চিন্তা করিয়া)

ভাল, সম্প্রতি শ্রী রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় যে বহুবিবাহ বিষয়ক নবনাটক প্রণয়ন করেছেন সেখানি তো নিতান্ত মন্দ নয়, তাই কেন অভিনয় কর না ?

সূত্র। হাঁ, বেশ্ বলেছ, সেই নাটকই এ সভার যোগ্য বটে। তবে প্রিয়ে একটী সঙ্গীত কর।

নটী। কেন ? নাটক অভিনয় কর্‌বে তাই করো, এখন আবার গান কেন ?

সূত্র। সভ্যগণের মন একাগ্র কর্‌বার জন্যে অগ্রে সঙ্গীত করাই বিহিত, দেখ প্রিয়ে, বস্ত্র রঞ্জন কর্‌বার পূর্ব্বে অগ্রে তা কষায়িত কর্‌তে হয়।

নটী। ভাল, তবে একটী গাই।

সঙ্গীত।

মলয় নিলয় পরিহারপুরঃসর
দূর সমাগম ধীরে,
বিকচ কমলকুল-কলিকা পরিমল-
বাহিনী বহতি সমীরে।
বহু পরিণায়ক নাথ বধূ রব-
সীদতি সপদি শরীরে,

জ্বলদতিবিরহ কৃশানুকৃশা কিল
মজ্জতি লোচন নীরে॥

সূত্র। (সপরিতোষে) বেশ্, উত্তম সঙ্গীত। যেমন বিশুদ্ধ রাগরাগিণী সঙ্কলিত, তেমনি আবার যে নাটক অভিনয় কর্‌তে হবে তার উপযোগীও বটে। কিন্তু——

নটী। তবে আবার কিন্তু কি?

সূত্র। কিন্তু বল্‌লেম কেন? এ সঙ্গীতটী নাকি সংস্কৃত ভাষায় রচিত, সমাগত সভ্যগণ সকলে যদি না বুঝে থাকেন——

নটী। হাঁ! অমন কথা বলো না। এঁরা সকলে সংস্কৃত জানেন না এ কথা বল্যে যে এঁদের নিন্দা করা হয়। এদেশীয় অনেকে বলে থাকেন সংস্কৃত ভাষা এদেশের, তা ইউরোপে এক্ষণে সংস্কৃতের এমন চর্চ্চা হচ্যে, শুন্‌তে পাই, আর এঁরা সকলে সংস্কৃত জানেন না, এও কি কথা? বুঝেছেন বৈ কি। এসো,এখন আমরা সুসজ্জ হয়ে আসি গে।

সূত্র। তবে চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথমাঙ্ক।

(পুষ্করিণীসমীপ

সাবি দণ্ডায়মানা, বাসনহস্তে ভগির প্রবেশ।)

ভগি। (স্বগত) বাসন গুলো তো ধোয়া হলো—আবার যাই, অনেক কাজ গলায়, আর পারিও না—একজনে কি এতো পারে ? বামণ-বাড়ির চাক্‌রি—এটি পয়সা তো উপরি পাবার যো নাই, কেবল খেটেই মরো, ভাল চাক্‌রি পেয়েছি। (আগমন করত দেখিয়া)ও কেও—দাঁড়িয়ে, সাবি না ? (প্রকাশে) ও সাবি, সাবি, মর—কথা কন্‌না, অহঙ্কারেই গ্যালেন, এত ডাক্‌চি উত্তর নেই। ও সাবি—সাবি—মর ডাক্‌চি শোন্।

সাবি। (ফিরে দেখিয়া) কে, ভগিদিদি ডাক্‌ছিস্ ?

ভগি। মর—ডাক্‌চি তা কথা কোস্‌নে কেন ?

সাবি। এই দেখ্ দিদি, ঐ দিকে কে গান কচ্ছিল, তাই আনমনে শুন্‌ছিলাম, তুই ডাক্‌চিস্

টের পাই নি, তা দিদি মনে টোনে কিছু করিস্ নে।

ভগি। মনে কর্‌বো না কেন বোন, আমি তোকে সদাই মনে করে থাকি, বরং তুই ভুলে যাস্, তুই বড়মান্‌ষের চাকরাণী এই অহঙ্কারেই মরিস্।

সাবি। ও আবার তোর কেমন কথা লা? শুন্‌লে যে গা জ্বালা করে, চাক্‌রাণী তা আবার বড়মান্‌ষের ছোটমান্‌ষের কি?

ভগি। তা সে যা হোক্, আনন্দ লাড়ু গুলো একা খাবি নাকি?

সাবি। আনন্দ লাড়ু পাবো কোথা দিদি?

ভগি। ভাঁড়াস্ কেন? শুন্‌লেম তোর মনি-বের যে বে?

সাবি। (হাস্য করিয়া) তাই ঠাট্টা কচ্যিস্? দিদি, ও বে নয় বেহাল।

ভগি। বেহাল কেমন?

সাবি। বেহাল বই কি ভাই। সোনার সংসার ছার খার হবে তারি লক্ষণ। আহা, অমন কাত্তিকের মত ছেলেদুটি, রূপে গুণে যেন মাণিক জোড় গো মাণিক জোড়। সে সব সামগ্রী নয়

হবে। এমন যে গিন্নী সতী লক্ষ্মী পতিব্রতা, এই বয়সে তার গলায় একটা সতিন গেঁথে দেওয়া এ কি ভাল হচ্যে!

ভগি। তা কেন করে?

সাবি। আমরা কি করে্য বল্‌বো দিদি, আমরা চাকরাণী বৈ ত নয়, কিসের মধ্যে আছি! (অনুচ্চস্বরে) দিদি, বল্‌বো কি পোড়া কপালের কথা, এই দেখ্‌ মিন্সেকে যেন ভূতে পেয়েছে!

ভগি। তা সত্যি তো, তা নৈলে বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ কেন ধর্‌বে? তা গিন্নী শুনেছে?

সাবি। শুনেছে বৈ কি, শুনে অবধি মাগি অমনি ঘেন্নায় লজ্জায় মাটির ভিতর যাচ্যে। সে দিন——(দেখিয়া) দিদি, চুপ্‌ কর, ও কথায় আর কাজ্‌ নাই—ঐ যে কত্তা এ দিগে আস্‌চেন, বাগানে বুঝি যাবেন। চল ভাই, আমরা উদিগ্‌ দে পালাই।

ভগি। (যাইতে যাইতে) তা তুই চাকরী করে্য দিবি বলেছিলি তার কি হলো?

সাবি। যাস্‌ আমাদের বাড়ী, আর এক জন

মেয়েলোক আমাদের চাই, মা-ঠাকুরণকে বল্যে তোকেই রেখে দেবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

গর্ভাঙ্ক।

(সুধীর, চিত্ততোষ ও বিধর্ম্মবাগীশের সহিত গবেশবাবুর প্রবেশ।)

গবেশ। তা এই আমি যত দিন—এদেশের ধর্ম্ম কর্ম্মও তত দিন।

চিত্ততোষ। আজ্ঞে তা বটেই তো, আপনি না থাক্‌লে এত দিন যুগ উল্টন হয়ে যেতো। আজ্‌ও যে রাত্রিদিন হচ্যে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হচ্যে, রবিবারের পর সোমবার হচ্যে, সে আপনি আছেন বলেইতো, আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-অবতার।

বিধর্ম্ম। যথার্থ কথা। ভগবানেরই উক্তি

আছে "ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় ভবিষ্যামি যুগে যুগে।"

গবেশ। (হাস্যবদনে) আজ্ঞে তা আপনাদেরই অনুগ্রহ। (সুধীরের প্রতি) কৈ, ভট্চায্ যে কিছুই বল্‌চো না।

চিত্ত। তাইতো, তুমি চুপ করে্য রৈলে কেন?

সুধীর। ও অসঙ্গত কথার উত্তর কি কর্‌বো?

গবেশ। আমার কথা অসঙ্গত?

চিত্ত। বাবু যা আজ্ঞা কচ্যেন তা অসঙ্গত?

সুধীর। বাবু দেশের ধর্ম্ম রক্ষা কচ্যেন এ কি সঙ্গত কথা?

বিধর্ম্ম। তা নয়? তুমি বলো কি? তোমার কাণ্ডাকাণ্ড বোধ নাই? গ্রামমধ্যে যে একটা অধর্ম্মের অঙ্কুর স্বরূপ স্ত্রী-বিদ্যালয় হচ্ছিল, তা হল্যে এত দিন যে একার্ণব হয়ে উঠ্‌তো, ভাগ্যে বাবু সে বিষয়ে লেগেছিলেন তাতেই তো হতে পেলে না।

সুধীর। বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধকতা করায় কি দেশের ধর্ম্মরক্ষা হয়েছে? বরং তাতে ধর্ম্ম নষ্ট করাই হয়েছে বল্‌তে হবে।

বিধর্ম্ম। স্ত্রীজাতি লেখাপড়া কর্‌বে এইটেই বুঝি তোমার মতে ধর্ম্ম ?

সুধীর। অধর্ম্ম কি তাতে ?

বিধর্ম্ম। অধর্ম্ম নয় ? গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা অপে ক্ষাওটা অধর্ম্ম। হুঁঃ—তুমি দেখ্‌চি খৃষ্টান নাস্তিকের মত ধরেছ।

গবেশ। বলে কি, অঁ্যা ? মেয়ে মানুষে লেখা পড়া শিখ্‌বে ?

চিত্ত। তাও কি হয় মোশাই—যা বেদে কোরাণে নাই তাই হবে ?

বিধর্ম্ম। বলি ভায়া, অক্ষর যে ব্রহ্ম স্বরূপ— এই অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণ এ স্ত্রীলোকে শিক্ষা কর্‌বে ?

চিত্ত। পঞ্চাশৎ বর্ণ উদিগে থাক্ মোশাই, দুটো একটা শিখ্‌লে রক্ষা নাই। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা কেমন করে্য একটা অক্ষর শিখে ফেলেছে—এই আনো। আনো শিখে সর্ব্বদাই বলে আনো, যত সামগ্রী ঘরে নিয়া যাই আরো বলে আনো, আনো আনো করে্য বিষম ব্যতি-ব্যস্ত করে তুলেছে। একটা অক্ষর শেখাতেই এই বিপদ্ আর অধিক শিখ্‌লে রক্ষা আছে ?

সুধীর। আপনারা রহস্যই করুন্ আর যা করুন্, ফলতঃ স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়।

বিধর্ম্ম। প্রয়োজনটা কি? তারা কি চাকরী কর্য়ে টাকা আন্‌বে?

সুধীর। আপনি টাকাকেই পরমার্থ ভাবেন না কি?

বিধর্ম্ম। কি দায় হলো! ওদের লেখা পড়া শিখিয়ে চক্ষু ফুটিয়ে দিলে ওরা যে সাহেব বিয়ে কর্‌তে চাবে, তখন কি হবে?

সুধীর। (হাস্যবদনে) লেখাপড়া শিখ্‌-লেই সাহেব বিয়ে কর্‌তে চায়? আপনারা তো লেখাপড়া শিখেছেন কৈ বিবি বিয়ে কর্‌তে চান্ না কেন?

বিধর্ম্ম। (বিরক্তভাবে) আরে, এতো মহা-মূর্খের হাতে পড়্‌লেম!

গবেশ। ভট্‌চায্যি মোশাই, ক্ষান্ত হোন্। ও বালক, ওর সঙ্গে আর কেন? আসুন্ একটু বেড়ানো যাউক।

চিত্ত। আজ্ঞে তাই ভালো, ও কথায় কাজ কি?

গবেশ। শরীরের পক্ষে বেড়ানো বিলক্ষণ উপকারী।

বিধর্ম্ম। হাঁ তা বটে। "শ্রমাদগ্নিস্ততো-বলং।"

চিত্ত। বাবু, যা আজ্ঞা কর্‌লেন, তার আর সন্দেহ কি? বেড়ানোতে শরীর একেবারে নীরোগ হয়, কত শত কাণা কুটে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আরাম হয়ে গেল আমি চখে দেখিছি মোশাই।

গবেশ। কিন্তু, তাও বলি বেড়ানোতে আবার পিত্তিবৃদ্ধি করে।

চিত্ত। আজ্ঞে কেমন্ সে! আমি সে দিন একবার ও পাড়ায় বেড়াতে গিছিলাম, বাড়িতে এলে কম বেশ এক সের পিত্তি আমার মুখদে উঠ্‌লো। ও কি ভদ্রলোকের কর্ম্ম মোশাই? যত মুটে মজুরই, তো বেড়িয়ে থাকে।

বিধর্ম্ম। অধিক কিছুই ভাল নয় "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।"

গবেশ। এস, এই ঘাট্‌টাতে বসা যউক।

চিত্ত। আজ্ঞে, ঘাটেই তো বস্‌বেন। (অগ্রে গিয়া উত্তরীয় বস্ত্রে ঘাট পরিষ্কার)।

গবেশ। (বসিয়া) ওঃ, আজ্‌কেকার পরিশ্রমটা বড় হয়েছে।

চিত্ত। বাবু যে প্রকার পরিশ্রম করেন্ এর শতাংশের একাংশও অন্যে পারে না। (সকলের উপবেশন)।

গবেশ। আহা! কি সুন্দর বাতাস এখানে দেখেছ?

বিধর্ম্ম। বাবুর এস্থানটী বড় মনোহর।

চিত্ত। মোশাই, অনেক স্থান দেখেছি, বাবুর এই স্থানটীতে যেমন বাতাস এমন বাতাস কোথাও নাই। এখানে এলে শরীর জুড়ায়।

গবেশ। পুষ্করিণীটির কেমন শোভা হয়েছে, চতুর্দ্দিকে স্থলপদ্মের গাছগুলিতে ফুল ফুটেছে।

সুধীর। পুষ্করিণীর বাহ্যশোভা হতে অভ্যন্তরের শোভাই মনোহারিণী, জলটুকু অতি নির্ম্মল, চতুর্দ্দিগের প্রফুল্ল বৃক্ষগুলির প্রতিবিম্ব পড়েছে, নয়ন নিবেশ কর্য্যে দেখ্‌লে বোধ হয় যেন পৃথিবীর ভিতরে আর একটী জীবলোক!

গবেশ। ভট্‌চায্যি মোশাই, আপনারা আমার এ পুষ্করিণীর জল খান্‌না?

চিত্ত। খান্ বৈকি, এমন জল আর কোথায় পাবেন?

বিধর্ম্ম। না মহাশয়, আমরা ঐ মিত্রের পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করি।

গবেশ। আমার এ পুষ্করিণীর জলটুকু বড় মিষ্ট।

চিত্ত। মিষ্ট কেমন, এতে চিনি দিতে হয় না।

বিধর্ম্ম। আপনার পুষ্করিণীর জল ভাল না হবে কেন? "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং"।

গবেশ। আজ্ঞে, সে সব আপনাদেরই অনুগ্রহ, তবে কি না মিত্রদের পুষ্করিণীর জলও মিষ্ট বটে কিন্তু বড় ভারি।

চিত্ত। বিলক্ষণ ভারি। ওর এক ঘটী জল কার সাধ্য তোলে? (সকলের মৌনাবলম্বন ও শোভাদর্শন)।

সুধীর। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! বাবু যা বলেন তারই পোষকতায় অসঙ্গত কথাও বলে বস্‌চে। তোষামোদ না কর্‌লে দেবতারাও তুষ্ট হন না বটে, ঐ নিমিত্তে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা কৌশলেই তোষামোদ করো থাকেন; আর

যারা হস্তিমূর্খ অথচ যে-আজ্ঞা-উপজীবী, তারা ধনি-বাক্যেরই প্রতিধ্বনিস্বরূপ জল উচু নিচু বল্যে ফেলে। ওদের ঐ উপজীবিকা, না বল্যে কি করে? ওরা বলুক্, কিন্তু এমন সকল অসম্বদ্ধ প্রলাপে যাঁরা তুষ্ট হন তাঁরাও সামান্য নন্।

গবেশ। ভট্‌চায্যি মোশাই, একটা ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি।

চিত্ত। হাঁ, উত্তম আজ্ঞে করেছেন, বস্যে বস্যে কি হয়; একটা শাস্ত্রীয় কথা হোক না শুনা যাক্।

বিধর্ম্ম। আজ্ঞা করুন্, কি, সেই গরুটো মরেছে তাই——

গবেশ। আজ্ঞে না, তা নয়, স্ত্রী পুত্র সত্ত্বে কি বিবাহ কর্‌তে পারা যায় না?

বিধর্ম্ম। কেন পারা যাবে না? স্বচ্ছন্দে। বিবাহ ওটা রাগপ্রাপ্ত বৈ ত নয়, ইচ্ছা হলেই বিয়ে করা যেতে পারে।

গবেশ। তবে ঐ যে গ্রামে একটা কি সভা হচ্যে।

বিধর্ম্ম। রেখে দিন্ সভা; যত বেটা ভণ্ড

একত্র হয়েছে! কৈ কোন শাস্ত্রে তো তার নিষেধ নাই।

সুধীর। (স্বগত) এ সময় আর চুপ করে্য থাকা উচিত হয় না; খানিক বলে্য দেখি কি হয়। (প্রকাশে) স্ত্রীপুত্র সত্ত্বে বিবাহ কি করে্য হবে?

বিধর্ম্ম। কি করে্য হবে কি? পাল্‌কী চড়ে্য গিয়ে বিয়ে হবে, আর কি করে্য হবে? বাবুর প্রশ্নটাই প্রবিধান কর্‌লে না?

সুধীর। আজ্ঞে, প্রশ্ন তো কঠিন নয়?

বিধর্ম্ম। প্রশ্ন কঠিন নয়, কিন্তু উত্তর দেওয়া কঠিন; এ ট-টা-টি-টীর কর্ম্ম নয়। (গবেশের প্রতি) ওদিগে অষ্টরম্ভা (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দর্শান)। মনু লিখেছেন "ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্য্যঃ প্রাজা-পত্যস্তথাসুরঃ" আট্‌টা দশ্‌টা যত ইচ্ছা।

সুধীর। আট্‌টা দশ্‌টা যত ইচ্ছা, এই কি ও বচনের অর্থ?

বিধর্ম্ম। (সক্রোধে) তবে কি অর্থ?

সুধীর। ও বচনে আট প্রকার বিবাহ বিহিত হয়েছে, এক জনেই যে আট্‌টা বিবাহ কর্‌বে তা নয়।

বিধর্ম্ম। নয়? ভাল, তবে ও বচনে—

সুধীর। কোন্ বচনে?

বিধর্ম্ম। ঐ যে মর—স্মরণ হচ্যে না, কি ভাল, ব্রাহ্মণ ৪ টী বিবাহ কর্‌বে, ক্ষত্রিয় ৩, বৈশ্য ২, শূদ্র ১।

সুধীর। কি, "শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য" এই বচন?

বিধর্ম্ম। (নস্য গ্রহণ করিয়া) হাঁ হাঁ, ও বচনের কি?

সুধীর। ও ক্রমান্বয়ে, একেবারেই যে কর্‌বে তা নয়, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করে্য পরে যদি তার দেহাতিপাত হয় তবে ক্ষত্রিয়া কন্যাকে বিবাহ কর্‌তে পার্‌বে, আবার ক্ষত্রিয়ার লোকান্তর হল্যে বৈশ্যা কন্যাকে বিবাহ কর্‌বে। ও বচনে এইরূপ মীমাংসা কর্‌তে হবে।

বিধর্ম্ম। কেন, অমন মীমাংসা কর্‌বোই বা কেন?

সুধীর। না কর্‌লে "ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধন মেবচ" এই বচনের বিরোধ হয়।

বিধর্ম্ম। ও কি সাপের মন্ত্র কতগুলো আওড়ালে?

সুধীর। (সহাস্যমুখে) এটা সাপের মন্ত্র? তা সাপের মন্ত্র না হলে বিষ ঝাড়্বো কি করে্য?

গবেশ। ওর অর্থটা কি বলনা শোনা যাক্। মিছে বক্লে কি হবে?

সুধীর। আজ্ঞে, আপনি মনোযোগ করে্য শোনেন তবে বলি। মনু লিখেছেন ভার্য্যা মরিলে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক করে্য পরে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ কর্বে, এই অর্থ। আরো, স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয় কিম্বা কেবল কন্যা প্রসব করে, অথবা মৃতবৎসা হয়, তা হলে পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত স্ত্রীকে ধনাদি দে তার সম্মতি লয়ে দারান্তর পরিগ্রহ কর্তে পারে; তার প্রমাণ " অধিবিন্ন্যৈ স্ত্রিয়ৈ দেয় মাধিবেদনিকং সমং ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাং দত্তেত্বর্দ্ধংপ্রকল্পয়েৎ " এই মনুবচন।

গবেশ। (বিরক্ত হইয়া) আমি অতো ঢেঁকির কচ্‌কচানি শুন্‌তে চাইনে।

চিত্ত। আজ্ঞে তাইতো, মাথা ধর্‌লো যে। ওকি ভদ্রলোকের শোন্‌বার যোগ্য? ওর চেয়ে

বরং দুটো খোশগল্প হোক, কিছু হোক, ও কেন?

গবেশ। বহুবিবাহটা কর্ত্তব্য কিনা আমি এই কথাই জিজ্ঞাসা করি।

চিত্ত। বেশ্ কথা, এর পর আর কথা কি? বাবু যা আজ্ঞা কচ্যোন্ তারি উত্তর কর। এতে লাউ খেতে নেই, ঝিঙে খেতে আছে, এ সব গোল কেন?

সুধীর। বহুবিবাহ কখনই কর্ত্তব্য নয়।

গবেশ। তোমার মতে কি উটি যুক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য?

সুধীর। আমার মতে কেন? বুদ্ধিমান মাত্রেই বলেন ও বিলক্ষণ যুক্তি-বিরুদ্ধ।

বিধর্ম্ম। হুঁ, শ্রীপঞ্চমীর সঙ্গে তো মুখ দেখা-দেখি নাই দেখ্‌চি। তা নাই থাক্, ভাল, দেখি তোমার যুক্তিতে কতদূর দৌড়, কি যুক্তি-বিরুদ্ধ হয়ে উঠ্‌লো বল, তাই শুনি, হাত পা লেড়ে কতগুলো বক্‌লিই ত হয় না।

সুধীর। কৈ, আমি তো হাত পা নাড়্‌চিনে, আপনারা একটু অনুগ্রহ করে্য স্থির হয়ে শোনেন তো আমি বলি। দেখুন স্ত্রীজাতির

বৈষয়িক কার্য্যাতিপাত অধিক নাই, সাংসারিক যে কিছু কর্ম্ম তা সমাপন করে্য অনেক অবসর সময় ওদের নিরর্থক যাপন কর্‌তে হয়, তাতেই রিপুবিশেষের প্রাবল্যই প্রায় ঘটে উঠে, সুতরাং বহুস্ত্রীর নায়ক একটী পুরুষ হলে্য তাদের আন্তরিক অসন্তোষের আর সীমা থাকে না, এতাবতা বিবাহের একটী প্রধান উদ্দেশ্য যে পবিত্র প্রণয় তা বহুবিবাহে কোন রূপেই ঘটে না।

বিধর্ম্ম। এই বলে্য কি ইচ্ছা হলো দুটো চাট্টে বিয়ে কর্‌বো তা কর্‌তে পার্‌বো না?

সুধীর। নাই পার্‌লেন?

বিধর্ম্ম। তবেতো বড়ই যুক্তি দিলে? তোমার মতে কুলীন কায়স্থদের আদিরস করা উঠে গেল?

সুধীর। গেলই বা? তাতে তো কিছু পরকালের হানি হবে না? মহাশয়, আপনি অতি বিজ্ঞ, পণ্ডিত, আপনি বিবেচনা করুন্, একজন সামান্য করদ রাজা আপনার অধিকার মধ্যে কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত নিয়ম নিবদ্ধ করে্য গেছেন। তা এখন সে রাজা নাই, সে সময়ও নয়, তবে সে নিয়মটী চিরদিন চলে্য আস্‌বে কেন?

ধর্ম্মের সঙ্গে তো তার কোন সংশ্রব নাই, বরং তা পরিবর্ত্তন কর্‌লে অনেক মঙ্গল আছে। এক পত্নিব্রত এ একটী মহত্তের লক্ষণ, এতে ধর্ম্মও আছে, যশও আছে, সাংসারিক সুখও আছে।

বিধর্ম্ম। বহুবিবাহে অধর্ম্ম কি, অযশই বা কি, আর সাংসারিক অসুখই বা কি?

সুধীর। কি শুন্‌বেন? তবে শুনুন, এক ব্যক্তি ৫০।৬০ টে বিবাহ কর্‌লে, কর্‌য়ে সেই সকল স্ত্রীর কি সে ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌তে পারে?

বিধর্ম্ম। কেন? সে ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বে কেন? যার যার ধর্ম্ম তারা আপনারাই রক্ষা কর্‌বে, না করে তাদেরই পাপ।

সুধীর। তাদের পাপ হলেই তো স্বামির পাপ হলো, আপনার শাস্ত্রে আছে "শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা" স্ত্রীর পাপ পুণ্যের তুল্যাংশ স্বামির। সুতরাং ৫০।৬০ টী যে বিবাহ করেছে তার শরীরে আর পাপ ধর্‌লো না।

বিধর্ম্ম। কেন, তেমন পুণ্যের তো অর্দ্ধাংশ আবার আছে?

সুধীর। হাঁ আছে বটে, কিন্তু বিবেচনা

করুন, ঐ সকল স্ত্রী যত পাপ সঞ্চয় করে, পুণ্য সঞ্চয় কি তাদের দ্বারা তত হওয়া সম্ভব ?

বিধর্ম্ম। তার স্থিরতা কি ?

সুধীর। স্থিরতা আছে বৈ কি, ঐ স্ত্রী-দিগের অনেককেই স্বামি-বিরহ সহ্য কর্‌তে হয়। স্বামি-বিরহই পাতিব্রত্য নাশক··মনু বলেছেন। সুতরাং তাদের অধিকাংশেরই নানা দোষ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, স্ত্রীরা দূষিতা হয়ে ভ্রূণ হত্যাদি নানা পাপ সঞ্চয়ও কর্‌তে লাগ্‌লো, জগতে অযশ বিস্তারের ও ত্রুটি হলো না।

বিধর্ম্ম। (হাস্য করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ, অহে ভায়া হে, কুলীনের ছেলেদের ওতে অযশ হয় না হে ভাই। ঐ যে শাস্ত্রে লিখেছে "তেজীয়সাং নদোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।"

সুধীর। মহাশয়, ওতে যদি অযশ না হয় তবে অযশ হয় জগতে এমন কি আছে? আরো দেখুন, ঐ একটী স্বামীর মৃত্যু হলে ঐ ৫০।৬০ টী স্ত্রী সকলেই বিধবা হলো, বৈধব্যবেদনা তো সহজ নয়, পূর্ব্বে সহগমন প্রথা ছিল, এক্ষণে তা নাই, বিধবাবিবাহও সাধারণে চলিত হয়ে আজ-

ও ওঠে নাই, ঐ ৫০।৬০ টী স্ত্রীর দেহ বৈধব্য দাবানলে যে দিবানিশি দগ্ধ হতে লাগ্‌লো।

বিধর্ম্ম। তা স্ত্রীদিগের ক্লেশ হলো তা কুলীনদের কি? তাঁরা পয়সা পেলেন বিয়ে কল্‌লেন, ও ব্যবসায়ই কি মন্দ? ভায়া বিবেচনা করো না?

সুধীর। (হাস্যবদনে) হাঁ, ব্যবসায় মন্দ নয়, ওতে ইন্‌কম টাক্সও নাই, লাইসেন্সও নাই, সুখের ব্যবসায় বটে, কিন্তু মহাপাতক সঞ্চয়ও অমন আর কিছুতেই হয় না।

বিধর্ম্ম। হাঁ, তা যেন আমি স্বীকার কর্‌লেম, কুলীনদের আচারটী মন্দ বটে, অতো অধিক বিবাহ করা টা যেন অন্যায়, তা বল্যে ২।৪ টে বিয়ে কর্য্যে যদি তাদিগকে বাটীতে লয়ে এসে গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া হয়, তা হলে অধর্ম্ম কি, অখ্যাতিই বা কি?

সুধীর। হাঁ, ওরূপ কর্‌লে তাদৃশ অধর্ম্ম নাই, অখ্যাতি ও নাই বটে, কিন্তু সাংসারিক সুখ একেবারে সংসার হতে পলায়ন করে।

গবেশ। ভাল, আমি এর মধ্যে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে বহুবিবাহ ছিল না?

সুধীর। আজ্ঞে ছিল, সাধারণে ছিল না, রাজা রাজ্‌ড়ারা কর্‌তেন।

গবেশ। তোমার মতে তাঁরা নির্ব্বোধ, তাঁরা অযুক্ত কর্ম্ম করে্য গেছেন?

সুধীর। না নির্ব্বোধ নন, তবে কি না অযুক্ত কর্ম্ম করে্য গেছেন ফল দর্শনেই তা স্বীকার কর্‌তে হবে।

গবেশ। কি ফল দর্শন?

সুধীর। যিনি বহুবিবাহ করেছেন এই সুখময় সংসার তাঁর কখনই সুখে নির্ব্বাহিত হয় নাই, গৃহকন্দল-কুজ্‌ঝটিকাতে দিবানিশি তাকে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছে, সচ্চরিত্র লোকও অসচ্চরিত্র বলে্য লোকসমাজে পরিগণিত হয়ে গেছেন, আপনিওতো অনেক পুরাণ শুনেছেন।

গবেশ। পুরাণে বহুবিবাহের দোষ কি আছে?

সুধীর। কেন? রাজা উত্তানপাদ, রাজা দশরথ, এঁদের কি দুর্গতি না ঘটেছিল?

বিধর্ম্ম। (বিরক্ত হইয়া) মোশাই, আর কেন? ও কথায় প্রয়োজন কি? বেলা গেল।

গবেশ। হাঁ বেলা আর নাই বটে। থাক্, ও কথা থাক, এর পর তখন এক সময় তর্ক করা যাবে। ভট্‌চায্যি মোশাই, আপনার সঙ্গে যেরূপ কথা আছে; পুস্তক লয়ে সভাস্থ হবেন্ গে।

বিধর্ম্ম। আজ্ঞে আমি যাবোই, লগ্নটা গোধূলি এটা যেন স্মরণ থাকে।

গবেশ। আপনার তো চরণধূলি পড়্‌বে সেই আমার গোধূলি।

চিত্ত। (হাস্য করিয়া) আজ্ঞে, সেই গোধূলি বৈ কি?

সুধীর। (সহাস্যবদনে) বেশ্ কথাটী হয়েছে।

বিধর্ম্ম। (সক্রোধে) তুমি যে ঠাট্টা করো?

সুধীর। না, ঠাট্টা কেন, যথার্থ কথাই তো।

বিধর্ম্ম। হুঁ ভায়া, তুমিতো ও দলের মানুষ, তুমি বহুবিবাহে সম্মতি দিবে কেন?

সুধীর। আমার সম্মতিতে কি হবে? (স্বগত) হুঁঃ "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী," এঁর নিকটে নীতি প্রদর্শন ভস্মে ঘৃতাহুতি। কিছুই হবে না জানি, তবু একবার দেখ্‌লেম চেষ্টা করো, আরো একবার দেখি। (প্রকাশে) তবু একটী

কথা আমি বলি, বাবু, আপনি বিজ্ঞ, বিবেচক, ধর্ম্মিষ্ঠ, আপনি অসজ্জনের কুমন্ত্রণায় ও অপথে পদার্পণ কর্‌বেন না, কর্‌লে পরিণামে বিপদ্ ঘট্‌বে, আর—

গবেশ। (সক্রোধে) থাকুক্ থাকুক্ আমাকে আর তোমার উপদেশ দিতে হবে না। ওঃ ভারি বিজ্ঞ হয়েছেন!

সুধীর। তবে আর আমার এস্থানে থাক্-বারও আবশ্যকতা নাই।

গবেশ। (অত্যন্তক্রোধে) নাই—যাও, আমি তোমার মুখ দেখ্‌তে চাইনে।

সুধীর। যে আজ্ঞা!

[সুধীরের প্রস্থান।

গবেশ। ওঃ, ওটার ভারি অহঙ্কার হয়েছে।

চিত্ত। কেমন অহঙ্কার। মোশাই, বল্‌বো কি, লোকের অহঙ্কার হল্যে পৃথিবী শরা দেখে, ও খুরী দেখ্‌চে।

বিধর্ম্ম। "অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ-মন্যতে জগৎ" কোন কালে তো ও চাষ ছিল না, খান দুচ্চার বৈ পড়েছে, পুথি পড়্‌লে আর রক্ষা থাক্‌তো?

গবেশ। ওর কথা আবার শুন্‌তে হবে?

বিধর্ম্ম। শুন্‌বেন কেন? আপনার মন অতি নির্ম্মল, তাতে ও অসদুপদেশ অবস্থিত হবে কেন? নির্ম্মল আকাশ কি কখন ধূলিমুষ্টি গ্রহণ করে?

গবেশ। আমাকে উনি উপদেশ দেন?

চিত্ত। বাবুকে আবার উপদেশ? কি বল্‌বো, আপনি হুকুম দিতেন তো ওর মাথাটা উড়িয়ে দিতেম।

গবেশ। না না, ওকে হাতে মারা হবে না, ভাতে মাত্যে হবে।

চিত্ত। ভাতেই তো মার্‌বেন, হাতে মারা কি ভদ্রলোকের কর্ম্ম? ও যাতে শিক্ষা পায় তাই করা উচিত, জমীদারির ভিতরে ওর যে সব ব্রহ্মোত্তর পড়েছে সব ক্রোক করা যাউক, ও আপনার কাছে মাসে মাসে মাইনে পায়, ছেলে বাবুদের পড়ায়, সে কর্ম্মে থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হোক, ভোজ্য নৈবেদ্য সব বন্ধ করুন্‌, দেখি ওর অহঙ্কার কোথা থাকে?

বিধর্ম্ম। হাঁ, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।"

গবেশ। তা আমি সব কর্‌বো, এখন সে

কথা থাক্। চিত্ততোষক, তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

চিত্ত। যে আজ্ঞে, অবশ্য।

গবেশ। তবে তোমাকে আজ্ অবধি আমি মকরর কল্যেম, ঠাকুর পূজা কর্‌বে ছেলেদেরও পড়াবে।

চিত্ত। আজ্ঞে তা যা যা বল্‌বেন তাই কর্‌বো।

গবেশ। কিন্তু মাইনে ঐ দুটাকা বৈ আর দিতে পার্‌বো না।

চিত্ত। তাতেই যথেষ্ট!

গবেশ। ভাল, আমি আর একটা বিয়ে কর্‌লে কিছু হানিতো নাই?

বিধর্ম্ম। হানি কি?

চিত্ত। একটা কি? আপনি ১০ টা কর্‌লেও কর্‌তে পারেন্।

গবেশ। বয়সও যে নিতান্ত অধিক হয়েছে তাওতো নয়।

চিত্ত। বয়স কোথা? হদ্দ ৩০। ৩৫।

গবেশ। না না, ৫০ হয়েছে।

চিত্ত। তা হয়েছে বৈ কি? ৫০ হবার আটক

কি? এখন পেটে থেকে পড়্তে না পড়্তেই মানুষের ৫০ বৎসর বয়স হয়।

গবেশ। আর কুসুমপুরের মেয়েটীও অতি-উত্তম। মেয়ে বলি যারে।

চিত্ত। আজ্ঞে মেয়েইতো বল্‌বেন।

গবেশ। তবে কি জানো? তারা জেতে কিছু খাটো।

চিত্ত। তা তাদেরতো ভাত খেতে হবে না, বিয়ে কর্‌বেন তায় হানি কি?

বিধর্ম্ম। তা বটেতো, "স্ত্রীরত্নংদুষ্কুলাদপি"

গবেশ। তবে আর কি, চল, যাওয়া যাক্। দুর্গা শ্রীহরি। (গাত্রোত্থান)।

চিত্ত। চলুন্ তবে। (হাঁচি)।

গবেশ। আবার হাঁচ্‌লে কেন?

চিত্ত। ও কফো হাঁচি, চলুন।

গবেশ। ভট্টাচার্য্য মোশাই তবে যাবেন। আমি বাড়ির ভিতর থেকে বারাণসী জোড়াটা পর্‌য়্যে আর রূপার জাঁতিখানা কোমরে গুঁজে এসেই পাল্কীতে উঠ্‌বো।

বিধর্ম্ম। ভাল। [সকলের প্রস্থান।

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

অন্দরের সামান্য পথ।

(অমলা, কমলা, বিমলা, নির্ম্মলা ও চন্দ্র-
কলার প্রবেশ।)

বিমলা। শুনেছে বৈ কি, আমাদের সঙ্গে দেখা হল্যে কত দুঃখ কর্‌বে এখন।

কমলা। আহা, দুঃখ কর্‌বে না এমনো কথা! ওর চেয়ে আর দুঃখ কি আছে? একেতো নারীজন্মই দুঃখের জন্ম।

চন্দ্র। (হাস্যবদনে) কেন দুঃখের জন্মই কেন? আমরা কারও ধার করে্য খেয়েছি না কি?

কমলা। তা নয়? কতো গোহত্যে ব্রহ্ম-হত্যে করে্য নারীজন্ম পেয়েছি। আমাদের মত চিরদুঃখিনী কে আছে। চিরকাল মা বাপের গলগ্রহ হয়্যে রয়েছি, আমাদের উপর তো মা বাপের অনাদর হবেই, তোরা তো পাঁচ দিন বাদে শ্বশুরঘর কর্‌তে এসেছিস্, তোরাই মা বাপের কাছে কতো আদর পেয়েছিলি? ছেলের উপর মা বাপ যত স্নেহ মমত্ব করেন

মেয়ের উপর কি তাদের তত টুকু হয়? তেমন হলে অমন হেনস্তায় রাখ্‌বেন কেন? তা মা বাপ যে এমন সামগ্রী যার পর নাই, তাঁরা যদি অগ্রাহ্য কল্যেন তবে অন্যে কি না কর্‌বে বলো?

বিমলা। ভাল দিদি, কন্যা পুত্রতো সমান, তা মা বাপ কন্যার প্রতি এতোই হেনস্তা করেন কেন?

কমলা। কর্‌বেন না? বিয়েতে যে খরচ লাগে?

বিমলা। ছেলের বিয়েতেওতো লাগে?

কমলা। সে যে আনন্দের কর্ম্ম ভাই, আনন্দে আনন্দে তা হয়ে যায়, তাতে কথাটীও নাই। মেয়ের বিয়ের খরচেই আভার চিন্তা, সদাসর্ব্বদা মুখেও বলে থাকেন, শোননি? বলেন যো সো করে্য মেয়েটাকে ঘরথেকে বার কর্‌তে পাল্যে বাঁচি।

বিমলা। হাঁ, তা মুখেও বলেন আবার সেই ব্যবহারও করে্য থাকেন।

কমলা। তবে মেয়ে জেতের আর আদর কোথা ভাই?

অমলা। আমরাই যেন পোড়া সতিনের হাতে জ্বালাতন হচ্চি; ভালো, যাদের সতিনের কাঁটা নাই তারা তো শ্বশুরঘর কত্তে গে সুখী হয়?

কমলা। কারো যদি অদেষ্টে সুখ ঘটে-থাকে বল্‌তে পারিনে। কিন্তু ভাই, প্রথম ঘর কত্তে যাওয়া বড় কঠিন, দেখ যাদের সঙ্গে জন্মাবধি ঘর করা হয়নি, যাদের চক্ষেও একবার দেখনি। সেই সকল আকামানে কেয়ুটে বোড়ার সঙ্গে সংসার করা বিষম সমিস্যে। যাদের কি ভাব কি চরিত্র কিছুই টের পাওনি, একেবারে গিয়ে তাদের মোন যোগান ভাই সামান্যি কঠিন কম্ম? সকলে কি তা পেরে ওঠে? তাতে ভাই একো জন একো রকম, নতুন বৌ এলে সে তো বনের পাখি ধরে্য নিয়ে আসা হলো, তা তার প্রতি স্নেহ মমত্ব করা চুলোয় যাক, ঐ কি খেলে, ঐ কি কল্যে, কোথায় দাঁড়ালো, কার সঙ্গে কথা কৈলে, এই সকল কথা নিয়েই সংসারের ভিতর ধূম পড়ে যায়।

বিমলা। হাঁ দিদি, সত্যি কথা, আমাদের বিধু বলে তার অদেষ্টে ঐ রকম ঘটে ছিল,

আহা পেটভরে্য খেতেও দিত না, বিধুর যে শাশুড়ী ছিল মাগী যেন রায়বাঘিনী, ননদটীও কালনাগিনীর মত বড় ফেলা যান না, সব কথা গুলি শাশুড়ীর কাণে অমনি তুলে দিত, রাত্তিরে স্বামির কাছে শুয়ে কি কথাটী বলেছে আড়িপেতে শুনে তাও আবার সাতখানি করে্য লাগাত্তো।

কমলা। তা দেখ দেখি ভাই, কি যাতনার জন্ম মেয়ে জন্ম। কিন্তু তাও বলি, এত যে দুঃখ, এত যে যন্ত্রণা, তা জুড়াবার স্থান কেবল স্বামী, সংসারে হাজার দুঃখই পাউক, হাজার যাতনাই ঘটুক, স্বামির নিকটে গেলে সকল দুঃখই দূরে যায়, সুতরাং স্বামীই স্ত্রীর সকল সুখের মূল। এমন যে সামিগ্রী স্বামী সে স্বামী-ধনে যে রঞ্চিত তার চেয়ে অভাগিনী এ ত্রি-সংসারে কে আছে? ঐ যে কথায় বলে——

"পতি ধনে যেই ধনী সে ধনীই ধনী,
নিধন সে ধন বিনে বরঞ্চ বাখানি।"

নির্ম্মলা। (সজলনয়নে) আর বলিস্ নে কমলা দিদি, আর বলিস্ নে, বুক্ ফেটে যায়।

চন্দ্র। (সহাস্যবদনে) অলো একি লা? নির্ম্মলা যে কেঁদে ফেল্‌লে? ছিছি ওকি? ওমা আমি কোথা যাবো!

কমলা। আহা কাঁদ্‌বে না গা, ও যে ভুক্ত-ভোগী। তোদের কি বল্, তোদের উচক্যা বয়েস, স্বামী যে কি সামগ্রী তাতো জান্তে পারিস্‌নি, ঐ যে কথায় বলে "দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না" তোরা আপনার গুমরেই মরিস্ বৈ তো নয়। মিন্সে তোর জন্যে মরে, তুই তাকে অমনি লক্ষ্যস্থল দিস্ নে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিস্।

চন্দ্র। (হাসিতে হাসিতে) কর্‌বো বৈ কি, কর্‌বোইতো, তোর মত বুঝি পাদোদক খাবো?

কমলা। খাবিলো খাবি, দিন কত যাক আগে তারপর তার পাদোদক পড়্‌তে পাবে না, তখন বল্‌বি যে কমলাদিদি বলেছিল। তা ও সামগ্রীচ্চেয়ে আর কি আছে? তার কাছে যেমন আদর যত যত্ন যেপ্রকার স্নেহমমত্ব তাকি আর কারো কাছে হয়?

নির্ম্মলা। (নয়নজল মুছিয়া) তার আর জিজ্ঞেসা কি দিদি, দেখ এখন সেই সকলি আছে, সেই সংসারধর্ম্ম সব চল্‌চে, কিন্তু এক

জন বিনে সকলি শূন্যাকার।

চন্দ্র। আচ্ছা নির্মলা, তুই সত্যি করে্য বল দেখি, সে তোকে কেমন ভাল বাস্‌তো? তোর কি সে সব মনে হয়?

নির্মলা। (দীর্ঘনিশ্বাস) সে কি ভাই ভোল্‌-বার কথা—চিতের ভিতর না গেলে তা ভুল্‌তে পারবো না।

বিমলা। তা তার দুটো কথা বল্‌না চন্দ্রকলা শুনুক, পোড়ারমুখী দেখুক্‌ স্বামী কি সামগ্রী!

নির্মলা।

বলোনা বলোনা দিদি,
বিদরিয়ে যায় হৃদি,
সে সব কঠিন কথা তুলোনা গো তুলোনা।
ও কথায় কাজ নাই,
মনে ব্যথা লাগে ভাই,
পুরোণো দুঃখের দ্বার খুলোনা গো খুলোনা॥

বিমলা। নির্মলা, বলাটা ভাল, যত সে সব কথা পেটে রাখ্‌বি ততই মনের আগুনে পুড়ে মর্‌বি, তা বল সে কেমন মানুষ ছিল? তোকে

কেমন ভাল বাস্‌তো? বল্ নাই কেন? তাতে আর হান্ কি?

নির্ম্মলা। বল্‌বো কি দিদি, বুক ফেটে যায়। (সরোদনে)

তার কথা বল দেখি কার কাছে কই,
দিদি কার কাছে কই।
এমন মনের মত লোক মেলে কই,
বলো লোক মেলে কই॥
কি ছিলেম কি হলেম আর কিবা হই,
পরে আর কিবা হই।
কতবা যাতনা আর দিন দিন সই,
দিদি দিন দিন সই॥
চল্যে যেতে ব্যথা পেতো সেই গুণমণি,
দিদি সেই গুণমণি।
হৃদয় মাঝারে তুলে লইত অমনি,
মোরে লইত অমনি॥
প্রণয় কলহে যদি পাইতাম দোষ,
কিছু পাইতাম দোষ।
অধোমুখে রহিতাম কর্যে অতি রোষ,
আমি কর্যে অতি রোষ॥

সন্তোষ করিত কতো অমৃত বচনে,
মোরে অমৃত বচনে।
হাসি হাসি কাছে আসি ধরিত চরণে,
মোর ধরিত চরণে।
পড়িলে নয়ন জল কোঁচার বসনে,
নিজ কোঁচার বসনে।
মুছিয়া তুষিত কত বিনয় বচনে,
মোরে বিনয় বচনে।
এখন যদ্যপি আমি কাঁদি দিবা নিশি,
আমি কাঁদি দিবা নিশি।
কেহ না জিজ্ঞাসা করে নিকটেতে——

(রোদন।)

কমলা। নির্ম্মলা আর বলিস্‌নে, বলিস্‌নে, ার শুন্‌তে পারিনে, বুক্ ফেটে যায়; তা আর ক করবি বল? আর তো উপায় নাই। এখন িন কত কাল এই করেয়েই থাক, মাটীর ভিতর গলেই সকল দুঃখু ঘুচে যাবে।

বিমলা। ও কি সামান্যি জ্বালা? ও হাড়ের ালা। হাড় না মাটি হল্যে ও পোড়া যায় া, তা গিন্নীর কি দুঃখ মল্যে যাবে?

নির্ম্মলা। তা ভাই ও দিষ্টান্ত আর এতে খাটে না। কর্ত্তাবাবু বিয়ে কত্যেই গেছেন, তা গিন্নী পতিধনে বঞ্চিত হবেন কেন?

বিমলা। ও এক প্রকার বঞ্চিত বৈ কি ভাই, ভাগ্ তো দিতে হবে? দেখ, সব্ সামিগ্রীর ভাগ দেওয়া যায়—স্বামির ভাগ দেওয়া যায় না।

অমলা। সে কথা বটে—আর ভাগই ভাই কৈ পায়? এখন যিনি আস্চেন তিনি নতুন, নতুনের স্বাদ পেলে আর পুরোণোয় যাবে কেন? ঐ যে কি একটা গান আছে "নতুন পেলে পুরাতনে কে করে যতন—থাকে থাকে যায় যায় নাহি প্রয়োজন" তা তিনি এখন নতুন, তিনিই যে নিভাগা নেবেন।

চন্দ্র। (কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে) ভাই, ও কথা বলো না।

অমলা। (সহাস্য মুখে) কেন, তোমার গায়ে লাগ্লো না কি? (ঈষৎ ক্রোধে) তা তুমিও কি নিভাগা পাও নি? ভাই, বল্যেই তুমি রাগ্ করো—ঐ জন্যে আমরা ও কথার মধ্যে থাকিনে, কাজ্ কি? পরের কথায় থাকা আমাদের আবশ্যক কি?

চন্দ্র। কেন? বল না কেন? কি কথা বল্‌বে বল, আমি কি করেছি?

অমলা। কেন, না করেছই বা কি ভাই? মাগীর একেবারে ঘুচিয়ে পুচিয়ে নেছ।

চন্দ্র। কি ঘুচিয়ে পুচিয়ে নিছি——তোরা ভাই একটু দাঁড়া, অমলা বল্যে আমার সতিনের আমি একেবারে ঘুচিয়ে পুচিয়ে নিছি।

বিমলা। আর্ থাক্, পথের মধ্যে এখন মিছে ঝক্‌ড়ায় কাজ কি?

চন্দ্র। না দিদি, ঝক্‌ড়া নয়, উনি বল্যেন ঘুচিয়ে পুচিয়ে নিছি, তা পেয়েছি কি—যে ঘুচিয়ে পুচিয়ে নবো—ঐ যে বলে "আল্‌তার গুটি আর তুলোর মাকাটি" ওতে ভাই কি দরকার। ওয় কাজ্ কি? নিতু শোলোক করেছিল শুন্‌বি—

পুরুষ পরশমণি সত্যি দিদি বটে,
পরশে কাঞ্চন তার তাও লোকে রটে।
কিন্তু সে পরশে যদি অন্যে গে পরশে,
অমনি পরুষ হয়ে সে পরশ বসে।

নানা ফুলে মধু খেয়ে গুন গুন গায়,
নির্গুণের শিরোমণি ভৃঙ্গে কেবা চায়।
কদাচ কটাক্ষ পাত অন্যে যার নাই,
সহস্র বদনে দিদি তার গুণ গাই।
কাণা, খোঁড়া, কুজো, অন্ধ, হয় বা বধির,
অথবা নির্ধন কিম্বা কুৎসিত শরীর।
অন্য নারী-পিশাচীতে যে আবিষ্ট নয়,
তাহার রমণী ধন্য সর্ব্বলোকে কয়।

বিমলা। হাঁ লা চন্দ্রকলা, তোদের নিতু তো বেশ্ লেখা পড়া শিখেছে, এমন শোলোক্ তৈয়ের করেছে? বেশ্ হয়েছে, উত্তম বলেছে, মনের ভাবটী ঠিক প্রকাশ করেছে।

অমলা। ভাল ভাই, তাই যেন হল্যো, তা তুমি মাগীকে জ্বালা যন্ত্রণা দেও কেন?

চন্দ্র। আমি আবার জ্বালা যন্ত্রণা কি দিলাম?

অমলা। এই লোকে বলে শুন্‌তে পাই, আমি অতো জানিনে।

চন্দ্র। লোকে কি না বলে? লোকের তো বিবেচনা নাই। যে শেযে আসে সেই জ্বালা যন্ত্রণা দেয় লোকের এই একটী বিষম ভ্রম। কেন

ভাই, তোরাও তো চণ্ডীর পুথি পড়িচিস্? লহনা খুল্লনাকে জ্বালা যন্ত্রণা দিছিলো—না খুল্লনা লহনাকে দিছিল? তা ভাই ও সকল আর্শিতে মুখ্ দেখা বৈ তো নয়!

অমলা। আর্শিতে মুখ্ দেখা কি?

চন্দ্র। বুঝিয়ে দেবো, আচ্ছা ভাই, বল দেখি মনি ঋষিরে বনে তপস্যে করে, বাঘ ভালুকও সেখানে থাকে, তা তাদের কিছু বলে না, আর অন্য কেউ বনে গেলেই অমনি ঘাড় ভেঙে খায় কেন?

বিমলা। তা কি করে জান্‌বো?

চন্দ্র। এ আর জান্‌তে কি? মনেতে মনেতে পরস্পর একটী সম্বন্ধ আছে, সেটি ভাই সকলেরই সমান, যে যার প্রতি যেমন ভাবে চায়, সেও তার প্রতি সেই ভাবে চেয়ে থাকে। তা মনি ঋষিদের না কি মনে হিংসা নেই, তা বাঘ ভালুক তাদের প্রতি হিংসা কর্‌বে কেন? অন্য যে বনে যায়, তার তো সে ভাব নয়, সে বাঘ ভালুককে দেখ্‌লেই তাদের মাত্যে ইচ্ছা করে, তা তারা ছাড়্‌বে কেন? অম্‌নি ঘাড় মট্‌কে ধরে।

বিমলা। এ কথাটি ভাই চন্দ্রকলা ঠিক বলেছে, এটি লাক টাকার কথা। জ্বালা যন্ত্রণা দিলেই পেতে হয়। হাঁ লা চন্দ্রকলা, তবে তো তোদেরও কেউ সুখী নয়?

চন্দ্র। সুখ? সুখের দ্বারে আগড় দে বসেছি ভাই, আর সুখে কাজ নাই।

বিমলা। তা মহিনের বাপ্ তো তোদের নে ভারি ভুগ্‌চে?

চন্দ্র। ভুগ্‌বেই তো, খুব হচ্যে। "যেমন কুকুর তেমনি মুগুর" হবে না? দু নৌকোয় পা দিলে কি হয়ে থাকে?

অমলা। ভাল, মহিনের বাপ মহিনের মার পানে এখন একবার ফিরেও চায় না কেন, সেটিতো ভাই অন্যায়?

চন্দ্র। তা কেন চায় না? চাউক গে—আমার পানে চেয়ে কায নেই, আমি তো ভাই বলেইছি, আমার কাছে আসে কেন? ঐ যে বিদ্যে সুন্দরে লিখেছে "নইলে নয় তাই করি কষ্টেতে শয়ন, রোগী যেন নিম্ খায় মুদিয়ে নয়ন" তাই ভাই আমার অদেষ্টে ঘটেছে, ও ছেঁড়া চুলের খোপায় কাজ্ কি?

বিমলা। তবে তো তোদের সংসারে বড় গোল, দিবারাত্রি কি ঝক্ড়া কোঁদল হয় না কি ?

চন্দ্র। (সহাস্য বদনে) ঝক্ড়া কোঁদল কি ? দিবারাত্রি ভেল্কী লাগ্‌চে! দেখ্‌তে যেয়োনা কেমন মজা দেখ্‌বে।

বিমলা। ভেল্কী কেমন ?

চন্দ্র। ভেল্কী কেমন তাও কি তোমরা জাননা দিদি, সতিনের হাড় সামান্যি হাড় নয়! কামাখ্যার চণ্ডালিনীর হাড়, ও হাড় যে সংসারে থাকে সে সংসারে দিবানিশিই ভেল্কী লাগে, তা এখন বাবুর বাড়িতেও আবার দেখ্‌তে পাবে, তখন বল্‌বে যে চন্দ্র বলে ছিল বটে।

অমলা। না না, তা এবাড়িতে আর তত হবে না, গিন্নী ভাল।

কমলা। আরে হোক্‌গে ভালো, ভালো আবার কালো হয়ে উঠ্‌বে দেখো। বলে, " যমকে দেওয়া যায় তবু সতিন্‌কে দেওয়া যায় না।"

নির্ম্মলা। আমি এই যে যমকে দে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি।

চন্দ্র। যমকে দিলে নিশ্চিন্ত হবারই তো কথা, সব জ্বালা একেবারে ঘুচে যায়, তা তোর ভাই অদেষ্ট সুপ্রসন্ন, আহা কেমন দুখুনি হাত তেল পারা, বেশ, আমার কপালে তা ঘটে কৈ ? আর তা হলেও আবার সুবিদেও আছে, বিধু এই ফাগুনমাসে রাঁড় হয়ে ছিল এর মধ্যে সে দিন তার আবার বিয়ে হয়ে গেল।

নির্ম্মলা। (দীর্ঘনিশ্বাস) হবে না কেন ? ওদের যে বাড়ি ভাল। ওরা তো আর হাপা জুজুর ভয় করে না, যা মনে কচ্যে তাই কচ্যে, আমাদের কি তা হবার যো আছে ? আমাদের বড় বাড়ির বড় কথা। দন্তাচার্য্য, ঐ বিট্‌লে বামুন—মরণও নেই, পোড়া যোমের অরুচি—হুঁঃ দলাদলি কর্য্যে বেড়াচ্যেন। ঐ যে কথায় বলে "বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন" তাই. উনি আবার লোকের জাত্ মারেন। কেবল বাবুর অনুগ্রহে উনি তরে যাচ্যেন বৈ তো নয়, নৈলে ওঁর কি না আমরা জানি ?

অমলা। তা ও অমন কর্য্যে বেড়ায় কেন ? নৈলে যে এত দিন কত হয়ে যেতো।

কমলা। শাস্ত্রে কি রাঁড়ের বিয়ের বিধি আছে সত্যি ?

নির্ম্মলা। তুই দিদি কি বলিস্, শাস্ত্রে নেই ? স্বামী মল্যে স্ত্রীর অমনি একেবারে গঙ্গাজল ধুয়ে খেতে হবে,আর পুরুষ স্ত্রীথাক্‌তেও ১০।২০ যত ইচ্ছে বিয়ে কর্‌বে গে, এই বুঝি তোমার শাস্ত্রের বিধি ? ঐ যে বলে——

সেই তো ইন্দ্রিয়গণ, সেই দেহ সেই মন,
পুরুষের মত নারীগণ।
তথাপি বঞ্চিত সব, একি দেখি অসম্ভব,
এত শাস্তি কিসের কারণ॥
পুরুষ রমণী কাছে, দিবানিশি রহিয়াছে,
তবু হাত বাড়াতে না ছাড়ে।
ধন্য রে পুরুষ তোরা, জানালা খুলিলে মোরা,
পরিজনে কত গালি পাড়ে॥

কমলা। না ভাই, শুনিছি সকল শাস্ত্রে রাঁড়ের বিয়ের বিধি নাই। কোন কোন শাস্ত্রে নাকি আছে, তাই মতামতি হয়ে উঠেছে।

নির্ম্মলা। ঐ মতামতিতেই ওদের মাতা-

মাত্তি, মরুক্ গে, না হতে দিক্ হবেই এর পর, তবে আমাদের অদেষ্টে হলো না!

চন্দ্র। দিদি, তোরা শাস্ত্র শাস্ত্র কচ্যিস্ শাস্ত্রও তো ঐ নিষ্ঠুর পুরুষ জেতে করেছে. ওরা কি না কর্‌তে পারে? হতো আমাদের হাতে কলম্ তো দেখ্‌তে পেতিস; কেমন মনের সাধে শাস্ত্র কর‍্যে ফেল্‌তেম। (হাস্য)।

কমলা। তা তুই করিস্ এখন—চল, বেলা-গেল, বাবুদের বাড়ি থেকে আসি গে। অনেক কম্ম আছে—

অমলা। হাঁ, আজ্ আবার সোমবার।

[গবেশ বাবুর অন্দর মহলে সকলের গমন।]

(সাবির সহিত সাবিত্রীর প্রবেশ।)

সাবিত্রী। (দেখিয়া) একি চাঁদের হাট্ যে! এস এস, অনেক দিন আর এ বাড়িতে আসা হয় নি, আমাকে তোমরা এত ভাল বাস্‌তে, তাও ক্রমে ঘুচ্চে দেখ্‌চি। বসো বসো—সাবি, আসন্ দে আসন দে। (সাবির আসন প্রদান, বিমলা কমলা ও নির্ম্মলার উপবেশন)।

নির্ম্মলা। (সাবিত্রীর প্রতি) ঠান্‌দিদি, তুমি বস্‌বে না।

অমলা। (সপরিহাসে) ঠান্‌দিদিকে বিধাতাই বসিয়ে দেছেন, আর বস্‌বেন কি?

সাবিত্রী। কেন ভাই, অমন কথা বলো না, আমার সুবোধ সুশীলকে তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, ওরা বেঁচে থাক, আমার আবার দুঃখু কি? আমাকে কি বাড়ী থেকে বার্‌ করে দেবে? (নেপথ্যে টিকটিকির শব্দ) দেয় দেবে—তায় দুঃখু কি? আমি দুটি ছেলের হাত ধরে্য এখন নগরে ভিক্ষে করে্যই না হয় খাবো। তবে কি না সিংহ হয়ে এখন শৃগাল হত্যে হলো, এই দুঃখু, তা কি কর্‌বো। উনি স্বামী, পরম গুরু, ওঁর যদি এই বয়সে ও কর্ম্মে অভিরুচি হলো, হোক্‌। (সকলের উপবেশন)।

বিমলা। তা বটেই তো, ওঁর শরীরে তো দ্বেষ হিংসে নাই।

সাবিত্রী। দ্বেষ হিংসের প্রয়োজন কি মা? আমি তো এক্‌কাল ভোগ করেছি, এখন যে আস্‌চে সেই করুক্‌, আমি ঘর দ্বোর ধর্ম্ম কর্ম্ম সব এখন তারি হাতে দেবো।

বিমলা। তা যদি সে ভদ্রঘরের মেয়ে হয় তা হলে দুঃখুই বা কি? থাক্ না এসে, পরুক্, খাউক, মাখুক, অপ্রতুলতো কিছুরি নাই, রাজার সংসার।

অমলা। আজ্ বুঝি বরকন্যে আস্‌বে?

সাবিত্রী। (হাস্যবদনে) হাঁ দিদি, তোমরা বসো না, দেখে যাবে এখন।

অমলা। ঠান্‌দিদি, তুমি এই সময় একটী কম্ম করো্য রাখো।

সাবিত্রী। কি, তুক্‌তাক্? না ভাই, তা আমি পারবোনা, আবার কি কত্যে কি হবে।

অমলা। না আর কিছু নয়, একটী জীয়ন্ত বেলে মাচ্ আনিয়ে রাখো।

সাবিত্রী। কেন?

অমলা। ঠান্‌দিদি তাও জানোনা? যন্নাগ কর্‌বার সময় কন্যের হাতে ঐ মাচ্‌টী দিও তা হলে সে বোকা হবে কিছুই হাতগত কত্যে জান্‌বে না, তুমিই সব্বে সব্বা থাক্‌বে।

সাবিত্রী। মাচ্‌তো দিতেই হয় বটে, তা বেলে মাচ্ কেন?

অমলা। বেলে মাচ্ নাকি বোকা।

সাবিত্রী। (সবৈলক্ষহাস্য) হুঁঃ, দিদি যে বোকা তাঁর হাতে পল্যো——(দন্তে জিহ্বা কর্ত্তন) না ভাই কথাটা ভাল হলো না, স্বামী গুরুলোক। (নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি) আর ভাই বস্‌তে পাল্যেম না। তোমাদের সঙ্গে অনেক মনের কথা বল্‌বো, আর এক দিন সকলে এস। [সত্বর প্রস্থান।

অমলা। ঐ বুঝি বরকন্যে এলো? তবে চল্‌না আমরা ছাতের উপর গে উঠে দেখি।

কমলা। (উঠিয়া) চল যাই। (সকলের গাত্রোত্থান)। যা হোক, গিন্নী তো কথায় বাত্রায় এখন ভালো।

চন্দ্র। হাঁ, এখন কথায় ভাল বটে, এর পর কাজে ভাল হন্ তবে তো? কিন্তু সেটি দিদি সহজ নয়। ঐ যে কথায় বলে "মুখে মধু হৃদে ক্ষুর, সেইতো বিষম ক্রূর"। এই বেরাল বনে গেলেই বোন্ বেরাল হয় লো।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক ।

প্রকাশ্য পথ ।

(গ্রাম্য ও নাগরের প্রবেশ ।)

গ্রাম্য । কে হে নাগর না কি ?

নাগর । (দেখিয়া) হেল্লো, গুড্ মর্নিং । (সানন্দে করস্পর্শ) ।

গ্রাম্য । তবে এখন তোমার সে পীড়াটা সেরেছে ?

নাগর । হাঁ, এখন আমার হেল্থ মচ্ ইম্প্রূবড বটে, কিন্তু অনেক দিন এবার কলিকাতায় ছিলেম, টৌনের ভিতরটা না কি বড় ডার্টি তাতে তত ষ্ট্রং ফিল্ কচ্যিনে । তা ভাই তুমি একটু ওয়েট্ কর, আমার একটী ফ্রেণ্ড আস্‌বে, দেখি আস্‌চে কি না (পশ্চাদ্বর্ত্তনে প্রস্থান) ।

গ্রাম্য । (স্বগত) হরি বোল হরি ! ওঁর সে পীড়া সাল্যে কি হবে ? মাতৃভাষায় অরুচি, এই একটী মহৎপীড়ান্তর উপস্থিত । আর ওদেরও তত দোষ নাই, এখন এমন সময় হয়ে উঠেছে, যাঁরা ইংরাজি ছোঁয়নি তারাও অন্তত

দুচাটে অশুদ্ধ ইংরেজি কথা কয়ে বসে—তা এ সকল লোকের সঙ্গে আমাদের কথা বার্ত্তা কওয়া এখন ভারি কঠিন হয়ে উঠেছে, কথার মধ্যে যে দু একটা বুলি ছেড়ে বসে তাতেই চক্ষুঃ স্থির হয়ে উঠে।

(নাগরের পুনঃ প্রবেশ।)

নাগর। না ভাই তিনি এখনো এলেন না, আমি থিঙ্ক্ করি, তাঁর সে ডেঞ্জর এখনো হ্যাং কচ্চে; তা চল যাই আমরা খানিক ওয়াক্ করি গে। (কিঞ্চিদ্‌গমন)।

গ্রাম্য। তা ভাই বল দেখি, কলিকাতার নূতন খবর কি শুনি।

নাগর। কলিকাতার নিয়ুস্ এখন সকলি নিয়ু—অফ্‌কোর্স্, টাইম্ যত ফিচে তত সকল বিষয়েরই চেঞ্জ দেখা যাচ্যে, তা ভাই না হলেইবা ইণ্ডিয়ার ভালো কিসে হবে?

গ্রাম্য। (হাস্য করিয়া) তোমার আপনার কথার অর্থ আপনিই বুঝ্‌লে।

নাগর। কেন?

গ্রাম্য। কি করে্য বুঝ্‌বো? আমিতো ইং-

রেজি পড়িনি—তুমি যে মাঝে মাঝে এক একটী ইংরেজির বুক্‌নি দিচ্য।

নাগর। হাঁ, আমরা বাঙ্গলা কথার মধ্যে দু একটী ইংরেজি কথা ইয়ুজ্‌ করো্য থাকি—আমাদের ওরূপ হ্যাবিট্‌ বটে।

গ্রাম্য। ঐ আবার হলো—ভাই বাঙ্গালি ধুতি চাদর পর্য্যে একটী ইংরেজি টুপী মাথায় দিলে যেমন হাস্যাস্পদ হয় বাঙ্গলাভাষার মধ্যে ইংরেজি কথা দু একুটা প্রবেশ করালেও সেই রূপ হয়ে ওঠে, ও বড় খারাপ।

নাগর। হাঁ তা বটে, তা তোমারো তো হচ্যে, তুমি তসোর কাপড় পর্য্যে, পৈতে গলায় দে, ফোঁটা কর্য্যে, আবার মধ্যে মধ্যে দাড়িতে নুর রাখচ্‌ যে? খবর, খারাপ, এ সকল ফার্শির বুলিওতো তুমি বাঙ্গলায় ফোঁড়ন দিচ্য।

গ্রাম্য। হাঁ, বিলক্ষণ উত্তর দিলে। ঐ দেখ, ওটা কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে।

নাগর। তা আমাদেরই কি প্রাক্‌টিশ—মর অভ্যাস হতে নাই? আর তাও বলি, যুঠিয়ে উঠ্‌তে পারিনে কি করি।

গ্রাম্য। যোঠে নাই বা কেন?

নাগর। বিদ্যা কৈ ভাই? সেই গুরু মোশা-য়ের পাঠ্‌শালে শট্‌কে পড়্যেই শট্‌কে পড়িছি, বাবা বল্‌লেন আর কেন—বাঙ্গলায় কাজ কি? ইংরাজিতে পয়সা আছে, বল্যে ইস্কুলে ভরতি করে দিলেন। কি কর্‌বো, বাঙ্গলাতো ছেড়ে যেতে দেবেন না—তা বাঙ্গলা যে কেন ছাড়ালেন তা তিনিই জানেন।

গ্রাম্য। ঐ তো আমাদের দেশের দোষ, মাতৃভাষা শিক্ষা না করে্য অন্য ভাষা শিক্ষা করা এ আর কোথাও নাই। আর তোমাদেরও ভাই ইংরেজিতে বিলক্ষণ ভক্তি জন্মেছে, বাঙ্গলা জেনেও ইংরেজিতে বল্‌তে তোমরা ভাল বাসো।

নাগর। তাও সত্য কথা। তা বল্‌বোনা কেন? আমরা তো বহুরূপী হর্‌বোলার জাত্‌, যা দেখি তাই শিখি। দেখ যখন হিন্দুরাজা ছিল, তখন সেই ব্যবহারই করেছি, সংস্কৃত কথা বল্‌-তেম্‌, কুশাসনে বস্‌তেম, ধুতি চাদর পর্‌তেম, পরে যবনদের অধিকারে ফার্শিতে অনুরক্ত হয়ে ছিলাম, গদি, তাকিয়ে, মশলন্দ, আলবলা, গুড়্‌গুড়ি এ সকল ব্যবহার, স্ত্রীলোককে গৃহমধ্যে

রুদ্ধ করো্য রাখা তদবধিই তো আমাদের চল্যে আস্চে, এখন আবার ইংরাজের অধিকার, এখন চ্যার, চুরোট্, চাম্চে কেন না চল্‌বে? ইংরেজি ভাষাপ্রতি শ্রদ্ধাই বা কেন না হবে? আরো একটা কথা বলি বিবেচনা করো, ভাষান্তরের সঙ্গে যোগ না হলে ভাষা বৃদ্ধিও পায় না।

গ্রাম্য। হাঁ ভাই, সে কথা আমি মানি, কিন্তু তাতে একটী কথা আছে, বাঙ্গলাতে যে সকল কথা নাই, ইংরেজি থেকেই হোক, আর অন্যভাষা থেকেই হোক, সে সব কথা নিয়ে ভাষা-শরীর পরিপুষ্ট করা উচিত, কিন্তু তা বল্যে, যা বাঙ্গলাতে আছে, তার পরিবর্ত্ত কর্যে ভাষান্তরীয় কথা ব্যবহার কেন? বাবা না বল্যে ফাদর বল্যে ডাক্‌লে কি ভাল শুনোয়?

নাগর। হাঁ, সেটি অন্যায় বটে।

গ্রাম্য। নাগর, ভাল ভাই, এখন তো তুমি বেশ উত্তম বিশুদ্ধ বাঙ্গলা কচ্যো।

নাগর। তাতো পূর্ব্বেই বলেছি, আমরা যে নিতান্ত বাঙ্গলা জানিনে তা নয়, তবে কিনা ইংরেজি আয়ত্ত অধিক, আর কিছু ভক্তিও

থাক্‌বে। তা তুমি ইংরেজি জাননা তোমার সঙ্গে সাবধান হয়ে কৈতে হচ্চে।

গ্রাম্য। তবু আমি তোমাকে সাধুবাদ দিলাম, আমি ইংরেজি জানিনে বল্যেও যে সাবধান হয়ে কচ্চো সেটিও ভাল, অনেকে যে তা করে না, সে মাথা মুণ্ড বুঝুক্ আর না বুঝুক্, ও তো বল্যে বস্‌লো। তা সে কথা থাক্, তোমরা ভাই কলিকাতায় থাক, সাহেব শুভোর সঙ্গে আনুগত্যও আছে, রেলগাড়ি, তারে সম্বাদ, একি অলৌকিক ব্যাপার! অঁ্যা! ইংরেজেরা ওর কৌশল পেলে কেমন করে্য বল্‌তে পার?

নাগর। অলৌকিক কিছুই নয়, সে সকল বুদ্ধির পাউয়র—মর বুদ্ধির ক্ষমতা, বুদ্ধিবলে না হয় এমন কার্য্য কি আছে?

গ্রাম্য। অত্যন্ত আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে না কি নলরাজা ঐ প্রকার রথ প্রস্তুত কর্‌তে পার্‌তেন।

নাগর। হাঁ, পূর্ব্বে নলের শক্তি ছিল, এখন অনলের শক্তিতেই হচ্চে।

গ্রাম্য। ভাল বলেছ। তারে সম্বাদ দেওয়া কিরূপে হয়?

নাগর। উটি ভাই সহজ কথা নয়, আমরা ওর কৌশল কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি।

গ্রাম্য। ভাল, ঐ তারের ভিতরে কি ছিদ্র আছে?

নাগর। (হাস্যবদনে) না ভাই, রাজপুরুষ-দের কাজে কি ছিদ্র থাকে? ও যে অচ্ছিদ্র।

গ্রাম্য। নাগর, তুমি ভাই বিলক্ষণ সভ্যভব্য, উত্তম সুবক্তা, তোমার সঙ্গে কথা কৈয়ে আমি বড় সুখী হলেম। তা ভাই চলো, ঐ বাগানের ঐ দিগে যাই।

নাগর। আমার একটু বিশেষ কর্ম্ম আছে।

গ্রাম্য। কি?

নাগর। আজ রায়ের বাড়িতে বহু বিবাহ-নিবারিণী সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হবে, তাই দেখ্‌তে যাবো বল্যেই বেরিইছি—তা চল না দুজনেই যাই।

গ্রাম্য। আমি সেখানে গে কি কর্‌বো?

নাগর। কেন, যাতে সভার উন্নতি হবে, সভার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে, তোমরা না কর্‌বে তো কে কর্‌বে?

গ্রাম্য। আমার ও সব বিষয়ে ভাই অনুরাগ নাই, ও কি ভালো ?

নাগর। তা তোমাদের অনুরাগ থাক্‌বে কেন ? তোমরা লেখা পড়া জানো, অথচ দেশের হিতসাধনে চেষ্টা করো না, এ ভাই ভারি আক্ষেপের বিষয়।

গ্রাম্য। যা চিরকাল চল্যে আস্‌চে, সেটা উল্টে দেওয়া কি ভাল ?

নাগর। চিরকাল কিছুই চল্যে আসেনি, এক ঈশ্বরের নিয়ম তাই চিরকাল সমান চল্যে আস্‌চে, তা ছাড়া দেশকালপাত্র ভেদে ১০ জন একত্র হয়ে যা চালায় তাই চলে।

গ্রাম্য। তা এখন হবে কেমন করে ? এখনো যে বুড়োর দল বিলক্ষণ আছে।

নাগর। বুড়োকেও পারা যায়, কতক-গুলি যে খুড়ো আছে, তারা আবার বুড়োর বাবা, তাদের পারা কঠিন।

গ্রাম্য। সত্য কথা, দেখ গবেশ বাবু, দেশের জমীদার, ঐশ্বর্য্য-শালী, তিনি শুন্‌তে পাই ও বিষয়ে বড় বিরক্ত ; দন্তাচার্য্যের সঙ্গে

মন্ত্রণা করে্য যাতে ও সভা উঠে যায়, তারি চেষ্টা কচ্যেন।

নাগর। তিনি কর্‌বেন না কেন, তিনি নিজে যে আবার বিয়ে করেছেন।

গ্রাম্য। হঁা, করেছেন, বিলক্ষণ নাকালও হচ্যেন, লেজে গোবরে একেবারে, সাংসারিক সুখকে দেশান্তরে পাঠিয়েছেন।

নাগর। তাঁর বিষয় আশয়ও কি বিক্রী হয়ে গেছে শুন্‌লেম না?

গ্রাম্য। বিক্রী হয়ে যায় নাই, বিক্রী করে্য বেনামিতে আপনার ছোট স্ত্রীর নামে সব বিষয় ডেকে রেখেছেন।

নাগর। তাতে লাভ কি?

গ্রাম্য। লাভ—ছেলে দুটিকে ফাকি দেওয়া। তা হাজার ছেলেদের ফাকিই দিন, আর বড় স্ত্রীকে যন্ত্রণাই দিন, ছোট স্ত্রীর মন কিছুতেই সন্তুষ্ট কর্‌তে পার্‌বেন না।

নাগর। কেন?

গ্রাম্য। তা জান না, যেমন যক্ষ্মারোগ অপ্রতিবিধেয়, স্ত্রীলোকের সাপত্ন্য দুঃখও সেই-রূপ, কিছুতেই ও দুঃখ দূর হবার নয়।

নাগর। তা এতো ভাই তোমরা জানো, তবে ও কুৎসিত প্রথা যাতে উঠে যায় তার যত্ন কর না কেন ?

(চিত্ততোষের প্রবেশ।)

চিত্ত। (হাসিতে হাসিতে) বেড়ে বলেছে, বেশ বলেছে, আচ্ছা বলেছে।

গ্রাম্য। কে হে ভট্‌চায, কে কি বলেছে ? হাস্‌তে হাস্‌তে চলেছ কোথায় ?

চিত্ত। মোশাই, বাবুর একটা মোকদ্দমায় হার হয়েছে, তাই খরচা জমা দিতে কাছারি গিছিলাম, সে খানে এটি বড় মজার মোকদ্দমা আজ্ হয়ে গেল, তা সেই গল্পটী বাবুকে বল্‌তে হবে, বেড়ে মজার কথা।

গ্রাম্য। কি মজার কথা, আমরা শুন্‌তে পাইনে।

চিত্ত। হুঁ, পাবেন না কেন, যার সঙ্গে দেখা হচ্যে তুধারি বল্‌চি !

নাগর। কাছারি কি মেজেষ্টরের কাছারি ?

চিত্ত। হাঁ মোশাই,ঐ বসুজোর বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, সেই চোরের মকদ্দমা আজ হলো। মোশাই, চোরটি বেড়ে রসিক মানুষ।

নাগর। হাঁ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাঙ্গলা ও নাকি বেশ্ জানেন?

চিত্ত। হাঁ, সে কথাও বড় রঙের কথা। তাঁর বাঙ্গলা শুন্‌ল্যে নীল-দর্পণ নাটক মনে হয়।

নাগর। কিরূপ?

চিত্ত। বল্‌বো শুন্‌বেন, চোরের এজেহার আরম্ভ হলো। সাহেব বল্‌লেন "তুমি কে আছো, তোমার নাম কি আছে, তোমার ঘর কোথা থাকে, কেন তুমি চুরি করিতে গেলো, তুমি বড় বুরা কাজ করেছে, আমি তোমাকে মেয়াদ দেবে" আর সকল মনেও হয় না। এইরূপ বাঙ্গলায় বিলক্ষণ বিদ্যে (হাস্য)। উনি কি কর্য্যে যে বাঙ্গলায় পাস কর্য্যে এসেছেন তা বলা যায় না, বোধ হয় পাশ কাটিয়ে এসে থাক্‌বেন। (হাস্য)।

গ্রাম্য। তা সে যা হোক, চোর কি বল্যে বলো।

চিত্ত। চোর দেখ্‌লেম বড় মজার মানুষ, চোর বল্যে ধর্ম্মাবতার? নাম গোত্র চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধে কাজ কি? ভদ্রসন্তান দেখ্‌চেন, লেখা পড়া অষ্টরম্ভা কিছুই করিনি, বাপ পিতমর

বিষয় নাই, দেশে মন্বন্তর, ৪ টাকা চেলের মণ; তাই চুরি কত্যে গিছিলাম, কিছুই চুরি কত্যে পারিনি, অমনি ধরা পড়্লেম—এখন আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, বিবেচনা করো যে দণ্ড দিবেন তাতেই আমি সম্মত আছি, কিন্তু যেন লঘু পাপে গুরুদণ্ড না হয়। সেরেস্তাদার জিজ্ঞাসা কর্লেন কি গুরুদণ্ড? চোর বল্যে কুকর্ম্ম করেছি, যদি ফাঁশি দেন আচ্ছা হয়, পোড়া পেটের ভাবনা একেবারে ঘুচে যায়, আর যাবজ্জীবন ম্যাদ দেন সেও মন্দ নয়, জেলে বস্যে মজা করো জামাই আদরে ভূজ্যি উচ্ছুগ্য কর্বো, কিন্তু আমার দুটো বিয়ে দিবেন না, এই আমার প্রার্থনা।

নাগর। (সহাস্যবদনে) চোরটি তো দেখি বিলক্ষণ মজাড়ে মানুষ। তা—সাহেব কি বল্লেন?

চিত্ত। সাহেব সেরেস্তাদারকে জিজ্ঞাসা কর্লেন, "ও কি বলে?" তার পর সেরেস্তাদার পেস্কার মহাফেজ সকলিই জিজ্ঞাসা করো উঠ্লো "সে কি? সে কি?" চোর বল্যে, "মোশাই, আমি পেটের দায়ে এঁর ঘর ঢুকেছিলাম,—পরে জান্তে পার্লেম ওঁর দুটী স্ত্রী,

তাদের সতিনে সতিনে যেরূপ ভাব হতে পারে, তা কে না জানে, কেউ কারও মুখ দেখে না। ইনি কলিকাতায় চাকুরী করেন, এক খানি ঘর, তাতে দুজনকে দুটি কামরা কর্যে দেছেন, তারা দুজনে ভিন্ন খায় দায় থাকে, ইনি শনিবার বাড়িতে এসে শনি রবি দুদিন দু জায়গায় পালা খাটেন, এই রূপেই এক প্রকার চল্‌ছিল, অদৃষ্টের ভোগ, গত সোমবার কি কারণে ছুটী ছিল, বোধ হয় তাতেই পালার গোল জন্মেছে, এ শনিবার কর্ত্তা আস্‌বেন বল্যে দুজনেই পরস্পর সব আয়োজন কচ্যে; আমি তো তা জানিনে, জান্‌লে কোন্‌ শালা ওঁর ঘর ঢুক্‌তো। সন্ধ্যের সময় ঘরে ঢুকে বস্যে আছি, ভাব্‌চি—বলি ওরা এখন খেয়ে দেয়ে ঘুমুলিই অমনি ঘট্যে বাট্যে যা পাই হাত্‌য়ে পালাবো—এমন সময় দেখি কর্ত্তা বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন। হল্যে দুই সতিনেই বল্‌তে লাগলো, এখানে এসো, এখানে এসো—কর্ত্তার "ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ" কি করেন, আহা আগে যদি ভেবে চিন্তে আস্‌তেন তা হলে যা হয় একটা হয়ে যেতো, তা উনিতো দাঁড়িয়ে ভাবুন, ভেবে চিন্তে কর্‌বেন এত বিলম্ব সয় কৈ,

স্ত্রী দুটী দুদিক্ থেকে দৌড়ে এসে ওঁর দুটী হাত ধল্যে ; ধর্যে এই যেমন বিরুর মদনগোপালের দোল হয়—একবার এদিক একবার ওদিক—টানাটানি ছেঁড়া ছিঁড়ি—কর্ত্তা মরুন্ আর বাঁচুন্ তাদের কি ? একবার হিড হিড় কর্যে একজন ওদিকে টেনে নিয়ে যায়, আবার আর একজন হিড় হিড় কর্যে এদিগে টেনে নিয়ে এসে, আমি তো আর হাসি রাখ্তে পারিনে, দুই ঘরের ভাত ব্যঞ্জন গুলো তো শেয়াল কুকুরে খেয়ে গেল, সমস্ত রাত্রি এই পর্ব্ব, কর্ত্তার দুটী হাত ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠ্লো ঐ দেখুন না, এখনো চুণে হল্দের দাগ আছে, আহা ! আমার দুঃখ হতে লাগ্লো, বলি আমি না হয় গিয়ে ভাল মানুষের ছেলেকে ছাড়িয়ে দি, তা আমি যে চোর, ছাড়িয়ে দিতে গেলে যে ধরা পড়্বো। তা কি করি, অমনি চুপ্ করেই থাক্তে হলো, পালাতেও অবকাশ পেলেম না, রাত্রি পুইয়ে গেল অমনি ধরা পড়িছি, তাই নিবেদন কর্লেম, আমাকে যে সাজা দিতে হয় দিন, কিন্তু দুটো বিয়ে দেবেন না, তার চেয়ে সাজা আর পৃথিবীতে নাই।

নাগর। বাহবা! বেশ্ রসিক চোর তো! তবে তার কি হলো?

চিত্ত। চোরের এজেহার শুনে কাছারি শুদ্ধ হেসে উঠ্লো, সাহেব তাকে বেকসুর খালাস দিলেন। এই গল্পটী আমি বাবুকে শোনাতে যাচ্যি।

নাগর। উচিত বটে, যাও যাও।

গ্রাম্য। এক্ষণে কর্ত্তব্য, কিন্তু তিনি এখন বাগানে গেছেন।

চিত্ত। তবে এখন গে কি হবে?

নাগর। চল সকলেই সভা দেখ্তে যাই।

চিত্ত। না বাবা, আমার কর্ম্ম নয়, বাবুর ও সভার উপর যে রাগ, ও দেখ্তে গেলে কি রক্ষা আছে? অমনি চাকুরীতে জবাব হবে; এত খোষামোদ কর্যে কর্ম্মটুক পেয়েছি। আমি বাড়ী চল্যেম্। (চিত্ততোষের প্রস্থান)।

নাগর। দেখ্লে ভাই, কেমন, বহুবিবাহ প্রথা রাখ্তে আর ইচ্ছা হয়? যাতে এ পাপ প্রথা দূরীকৃত হয়, তা কর্তেই হবে।

গ্রাম্য। হাঁ উচিত বটে, তা আজ্কেকার সভায় কি হবে?

নাগর। প্রথম সভার দিন রাঢ়ি ব্রাহ্মণদের বল্লালদত্ত নিষ্কর তালুক বাজেয়াপ্ত হবার প্রস্তাব হয়েছে। গবর্ণমেণ্টে এক খানি দরখাস্ত কর্‌তে হবে, তারিই আজ্ বিবেচনা করা হবে।

গ্রাম্য। তবে চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কৌতুকের প্রবেশ।)

কৌতুক। (স্বগত) হুঁঃ, এমনি হয়েছে ঘোর কলি, কারও দুধে চিনি কারও শাকে বালি, কেউ বিশ্ পঞ্চাশটে বিয়ে কচ্যে, কারও প্রজাপতির গন্ধও একবার গায়ে লাগ্‌লো না! কি করা যায়? পিতৃলোক আমি মল্যে আর জলগণ্ডূষ পাবে না, তা আমি কি কর্‌বো, আমি তো কশুর করিনি, ৪ বৎসর কার্ত্তিক পূজো কর্‌লেম, তবু তো ছেলে হলো না! বৌ না থাক্‌লে কার্ত্তিক পূজোয় কি হবে? তা যাই এখন পেটের চেষ্টায়, বেলা টা হয়েছে। ওহো, আজ্ যে একাদশী হরিবাসর—তবে তো বেড়ে মজা হয়েছে, (হাস্য বদনে উদরে হস্তাবমর্ষণ) হুঁঃ, মাসে দুটী করে্য একাদশী আছে, তাই পিত্তিরক্ষে হয়। ঘরে

ময়দা তো আময়দা আছে, এখন ভায়া কালীঘাট দে হয়ে আসেন তবেই তো আচ্ছা হয়। (সচিন্ত ভাবে) মিষ্টির কি হবে?—যা হয় হবে এখন, কোথায় আবার গুড়গুড় কর্য়ে মর্‌বোগে—তবে একটু দুধের দরকার বটে। (দূরে দেখিয়া) ঐ না দুধ বেস্তে যাচ্যে? (উচ্চৈঃস্বরে) ও মাগী ২।

(রসময়ী গোয়ালিনীর প্রবেশ।)

রস। কি গো! দাদা ঠাকুর! কি বল্‌চো বলো।

কৌতুক। (অপ্রস্তুত ভাবে) কেও রসময়ি? তুমি, তা জানিনে, কর্ম্মটা ভাল হয় নাই, অমনি রূঢ় কথা টা বল্যে ফেল্লেম।

রস। কি বল্যে ফেলেছ—বল না ভাই, এত শিষ্টচারিই হচ্যে কেন?

কৌতুক। তা শুন্‌তে পাওনি, তবে আর ও কথায় কাজ নেই।

রস। বল না ভাই, আমার মাথা খাও বলো, কি বলেছ।

কৌতুক। (হাস্যমুখে) তোমাকে মাগী বল্যে ফেলেছি।

রস। তা এখন হয়েছি মাগী তা বল্‌বে না কেন? অবশ্যই তো বল্‌বে?

কৌতুক। এখন মাগী হয়েছ, আগে কি মিন্সে ছিলে?

রস। তা কেন ভাই, আমার যখন সে দিন-কাল ছিল, তখন আমার কাছে সকলে মাগ্‌তো, এখন তো আর আমার তা নাই; এখন আমিই মাগী।

কৌতুক। বা, বা, বেড়ে মজার কথা।

রস। কেন মজার কথা কি? কাকে আবার আমি মজালেম।

কৌতুক। তা নয়, বলি তোমার কথা গুলি বড় মিষ্টি।

রস। (হাস্যবদনে) তুমি না কি নিজে মিষ্টি লোক, তাই আমার কথা তোমার মিষ্টি লেগেছে, ঐ যে কথায় বলে "জহুরী না হল্যে জহর চিন্তে পারে না।" তা ডাক্‌ছিলে কেন?

কৌতুক। আজ্‌ শেরটাক্‌ দুধ দিতে পারো?

রস। পার্‌বোনা কেন ভাই? দুধ চাও যা চাও সব দিতে পারি।

কৌতুক। সব কেমন?

রস। বলি দুধ চাও, দই চাও——

কৌতুক! (সকৌতুকে) দই ত তুমি সকলকেই দিয়ে বেড়াচ্যো।

রস। (হাস্যমুখে) হাঁ ভাই, দই দিতে হয় বটে, আবার সময় বিশেষে ঘোল খাওয়াতেও ছাড়িনে।

কৌতুক। তা খাওয়াবে না কেন? কেমন জেতে জন্ম, এমন যে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্ তাঁকেও তোমরা ঘোল খাইয়ে ছিলে।

রস। হাঁ ভাই, সে সব তোমাদের আশী-র্ব্বাদ।

কৌতুক। সত্যি দুধ আছে?

রস। থাক্‌বে না কেন ভাই, অভাব কি!

কৌতুক। তা অভাব নাই বটে, পাঁজিতে এবার ২০ আড়া জল লিখেছে।

রস। আমরা আড়া ফাড়া বুঝিনে, আমরা বে আড়া জল দিয়ে থাকি। জল দেওয়া আমাদের ব্যবসা কি না; এই দেখনা ভাই, এমন যে যৌবনধন তাতেই জল দিয়ে বসিছি।

কৌতুক। রসময়ি, তোমায় কথায় পারা ভার।

রস। (হাস্যমুখে) কাজেই কোন্ পারো?

কৌতুক। বেশ বেশ, এই সকল কথা আমি শুন্‌তে বড় ভাল বাসি তা তোমাকে পাই কৈ? শনিবার দিন কত তত্ত্ব করেছিলেম তা পেলেম না।

রস। (সকৌতুকে) পাওনি? সে হয়েছে ভাল, শন্ মোঙ্গলবার তুমি পেলে কি রক্ষে আছে ভাই?

কৌতুক। যা হোক ফাকি দে গালাগালিটে দিয়ে নিলে।

রস। নিলেম কৈ ভাই, দিলেম তাই সত্যি।

কৌতুক! ইঃ, ছল ছাড়া যে কথা নাই।

রস। কেন ভাই, আমার আবার কি ছল পেলে? তা দুধ কি নেবে সত্যি না মিছে রঙ্গ কচ্যো?

কৌতুক। পেলেই নি।

রস। এখন ভাই হবে না, আমি এখন বাড়িতে গে দিয়ে আস্‌বো কিন্তু এটু বেলা হবে——

কৌতুক। আমার বেলা—বেলা হবে বৈকি, অন্যের বেলা তা হয় না।

রস। না ভাই তা নয়, একবার বাবুর বাড়ী যাচ্যি এসে তার পর দে যাবো।

কৌতুক। কেন, বাবুর বাড়ী এখন কেন?

রস। বাবুর বাড়ী যে বড় ধূম লেগে গেছে শোননি।

কৌতুক। কোন কর্ম্ম কাজ না কি?

রস। কর্ম্ম কাজ আর সে কাল নাই—সতিনে সতিনে ভারি গোল।

কৌতুক। তাতো হবেই, গবেশ বাবুর যেমন নাম সেই অনুসারেই কর্ম্ম করা হয়েছে, অমন পতিব্রতা স্ত্রী, অমন সুবিনীত সন্তানগুলি, এসব থাক্‌তে যখন আবার গলগ্রহ করেছেন তখন ওতো ধরাই আছে—কি দুর্ব্বুদ্ধি, এখন শিং ভেঙে বাছুরের পালে ঢুকেছেন, সে দিন দেখি বাগানে যাচ্যেন, পোশাক দেখেই তো আমার হাসি পেলে, বলি আবার বুঝি যৌবন ফিরে এলো, না যযাতি রাজার মত কারও কাছে যৌবন ধার কর্য্যে নেছেন।

রস। তা ভাই পুরুষের তো ও যাবার নয়,

এ তো পোড়া নারীর যৌবন নয় যে আড়াই দিনের বাদসাই। ঐ যে কথায় বলে——

"কালি ছিলেম্ বস্যে স্বর্ণ পীঁড়ে,
আজ্ বসেছি আস্ত কুঁড়ে"।

কৌতুক। এ শ্লোক কি তোমার তৈয়েরি না কি?

রস। ভাই, কত তৈয়ের কর্‌লেম এই বয়সে।

কৌতুক। কেমন কথার ভঙ্গী দেখেছ, সত্যি, রসময়ি তোমাকে আর দেখ্‌তে পাইনে কেন?

রস। দেখ্‌তে পাও না? চাল্‌শে বেঁধেছে না কি?

কৌতুক। না না, তা নয়, তোমাকে দেখ্‌তে পাইনে তাই বল্‌চি, আমি কাণা নই।

রস। কেন দাদাঠাকুর—বালাই, কাণা হবে কেন? কত লোককে কাণা কল্যে তুমি, তা ভাই তা বল্‌চিনে, বলি তুমি সব দেখ্‌তে পাও কেবল আমাকেই দেখ্‌তে পাও না? সে আমার কপাল। তা ভাই যাই এখন।

কৌতুক। যেয়ো এখন তাড়াতাড়িই কেন? সেখানে তোমার কি দরকার?

রস। ভাই, তুমি কি ভাবো আমার এক ব্যবসা?

যেই দিগে পড়ে জল সেই দিগে ধরি ছাতি।
তা নৈলে লোকে কেন বল্‌বে মোরে রসবতী॥

আমি অনেক রকম জানি শুনি, ছোটো-গিন্নী আমাকে কতো ভালো বাসে, তার আমি কত যে উপকার করে্য দি তা সেই জানে, আমার গুণ তোমরা জান্‌বে কি ভাই।

কৌতুক। স্বামীবশ করাও এসে না কি?

রস। সব রকমই এসে, গোটাকতো সামগ্রী পেলে আমি না কর্‌তে পারি এমন কর্ম্ম নাই।

কৌতুক। কি সামগ্রী? বল্‌না শুনি।

রস। শুন্‌বে তবে শোন:—

বেঙের মাথার ঘিয়ে,
প্রদীপ তাহে জ্বালিয়ে,
মড়ার মাথার খুলি,
তাহাতে কাজল তুলি,
ত্রিমাত্রা পথের ধূলি,
নৌকার জলেতে গুলি,
পানের শিকড় পেলে,
নখে তা ছিড়িয়ে তুলে,

কনক ধুতুরা ফুল,
হিরাকশি শতমূল,
গোময়ের ঠুলি কর্য়ে,
এ সকল তাতে পুর্য়ে,
পুড়িয়ে করিয়ে ছাই,
ভাই আমি যা মনে করি তাই পাই।

কতো বল্‌বো—বেলা হলো, আমি চল্‌লেম আর দাঁড়াব না। (হাস্যমুখে রসময়ীর প্রস্থান)।

কৌতুক। তবে আমিও এখন লক্ষ্মীপূজোর চেষ্টা করিগে।

[কৌতুকের প্রস্থান।

ইতি প্রথম প্রস্তাব।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(সুধীরের প্রবেশ।)

সুধীর। (দেখিয়া স্বগত) হাঁ, রৌদ্র কতক কমে গেছে, বটবৃক্ষের তলাটীও এসময় বড় মনোহর, তবে এস্থানে ক্ষণকাল সুশীতল সমীরণ সেবন করি। আজ্ কিছু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, আবেদন পত্রে অনেকের স্বাক্ষর করান হলো, তা যদি সভার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় তা হলে এ পরিশ্রম সার্থক (বৃক্ষতলে উপবেশন)। বঙ্গভূমির অবস্থা এক্ষণে প্রশংসনীয়ও বটে—আবার শোচনীয়ও বল্যে বলা যায়, অপেক্ষাকৃত কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের দেশহিতৈষিতার উদয় হওয়ায় নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হচ্যে; অনুষ্ঠান হচ্যে সত্য, কিন্তু আবার কুসংস্কারাবিষ্ট প্রাচীন দলের প্রাবল্যও অদ্যাপি বিলক্ষণ, কোন সৎকার্য্যটী সমীহিতরূপে সুসম্পন্ন হয়ে উঠ্চে না। স্বপ্নাবস্থায় কোন বস্তু যেন ধর্তে যাচ্যি, ধর্তে পাচ্যিনে বল্যে যেমন অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে,

এতেও সেইরূপ ব্যাকুল হচ্যে। বহুবিবাহ নিবারিণী সভাতে দেশের অনেক মঙ্গলোদয় হবে নিশ্চয় জেনে কায়মনোবাক্যে তার প্রতি যত্ন কচ্যি, কিন্তু অভিমান পরতন্ত্র প্রাচীন দল তার উন্মূলনে কৃত-সঙ্কল্প হয়েছে, যত্ন করা নিরর্থক হচ্যে।——(দেখিয়া) এই যে এক জন সেই দলের প্রধান।

(দম্ভাচার্য্যের প্রবেশ।)

দম্ভ। (স্বগত) আরে ছি ছি ছি,—ওর মরণও নাই, যে আপদ্ যায়। (দেখিয়া) কে হে তুমি এখানে বস্যে?

সুধীর। আমি।

দম্ভ। আমি কি? আমি কি তোমার নাম?

সুধীর। নাম নয়, আপনি চিন্তে পার্‌বেন বলেই নাম বলিনি, আমার নাম সুধীর।

দম্ভ। সুধীর আবার কে?

সুধীর। দক্ষিণ পাড়ায় আমার বাড়ী।

দম্ভ। দক্ষিণ পাড়ায় সুধীর, কার পুত্র?

সুধীর। ৺বেচারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র।

দম্ভ। দক্ষিণ পাড়ায় আবার বেচারাম কে? কৈ আমি তো চিন্তে পার্‌লেম না। আমি চিন্তে পারিনে এমন লোক কে আছে? ভাল, তোমার পিতামহের নাম কি? শুনি দেখি।

সুধীর। ৺ কেনারাম ভট্টাচার্য্য।

দম্ভ। ও হো! কিনুর পৌত্র তুমি? তুমি আমাকে জান্‌বে কি? তোমার পিতামহ আমার বিদ্যা ব্রহ্মণ্য কতক জান্‌তো।

সুধীর। (স্বগত) উঃ! কি দাম্ভিক! দাম্ভিক লোককে প্রশংসা কর্‌লে কত প্রকার কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়, তা একটু করি না। (প্রকাশে) হাঁ, আমি আপনাকে বিশেষ জানি, আপনার মত লোক তো এ দেশে দেখ্‌তে পাইনে, আপনি অপূর্ব্ব জ্ঞানী* পণ্ডিত।

দম্ভ। (সপরিতোষে) তবে তুমিও আমাকে বিশেষ জানো? ভাল, ভাল, তুমি দেখ্‌চি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, তবে একটা রহস্যের কথা বলি শোন,——আমি সে দিন কলিকাতায় গিছিলাম, বাগবাজারের ঘাটে এক প্রাচীন অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, লোকটী দেখ্‌লেম

---

* অপূর্ব্ব জ্ঞানী অর্থাৎ অজ্ঞানী।

বিলক্ষণ চিকণ, ব্যাকরণে ব্যুৎপন্নকেশরী, কাব্যশাস্ত্রে বিশারদ, স্মৃতির ব্যবস্থাগুলি কণ্ঠবর্ত্তী, ন্যায়েও অদ্বিতীয়, বেদান্ত সাঙ্খ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি সমুদয় দর্শনগুলিরই মত উপস্থিত, বিলক্ষণ কবিও বটে—কৈ এমন লোক তো আমার চখে ঠেকে না, কি নামটি ভাল—(চিন্তা)।

সুধীর। (স্বগত) এত বড় দাম্ভিক এ যে আবার পরের প্রশংসা কচ্যে, এ কি?

দম্ভ। না স্মরণ হলো না,—কি পঞ্চানন, তা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল্যে, বল্লে না প্রত্যয় হবে—আমি একটী শাস্ত্রীয় কথা তাকে এই যেমন জিজ্ঞাসা করেছি অমনি চক্ষুঃ স্থির, আর বাছার মুখে কথা নাই। হুঁঃ, শর্ম্মার কথার উত্তর করে পৃথিবীতে এমন কে আছে? একি আর কেউ। তা তুমিও বিলক্ষণ সুবোধ বট, বেঁচে থাক, বড় তুষ্টই কর্‌লে, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, একটা সামগ্রী এখানে ফেলে গিছি দেখি পাওয়া যায় কি না। (ইতস্ততঃ অন্বেষণ।)

সুধীর। (স্বগত) ওঃ, কি দাম্ভিক! প্রবোধ

চন্দ্রোদয়ের সেই দম্ভই কি সাক্ষাৎ অবতীর্ণ! পিতামহ ঠাকুরের নাম না বল্লে্য উনি আমাকে চিন্তে পার্‌লেন না, আমি ওঁর নাড়ি নক্ষত্র সকলি জানি। তাই তো, আমিও আশ্চর্য্য হয়ে ছিলেম, বলি এ যে আবার পরের প্রশংসা কচ্চ্যে, আত্মশ্লাঘা কর্‌বার জন্যে বটে? আত্মগুণ ব্যাখ্যা-মহাপাতক কি বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করে? কেন কর্‌বে? তার প্রশংসা করে এমন লোক যে অনেক আছে, আর যার গুণ ব্যাখ্যা করবার লোক নাই সেই আপনার গুণ সহস্রগুণে অধিক কর্যে তুলে বসে, গুণ না থাক্‌লেও মিথ্যা আরোপ কর্যেও বল্যে থাকে; ইনি সেই ধাতুর মানুষ। (প্রকাশে) পেলেন কি? কি ফেলে গেছেন?

দম্ভ। না, পেলেম না, ও এমন কিছু নয়, গোটা পাঁচ ছয় টাকা, তা গেল গেলই, দূর হোক্‌গে।

সুধীর। (স্বগত) কথাগুলো খুব লম্বা, এ দিগে ঘরে অন্ন নাই। (প্রকাশে হাস্যবদনে) যাক্ মোশাই, অমন ১০।৫ টা টাকা গিয়েই থাকে। তা ফেল্যে গেলেন কেমন কর্যে?

দম্ভ। বল্‌বো কি হে দুঃখের কথা, একে-বারে জ্বালাতন করেছে।

সুধীর। কে? আপনাদের চাকোর?

দম্ভ। না, না, ঐ কর্ত্তা কর্ত্তা, মিন্সের আক্কেলও নাই, অকুবও নাই।

সুধীর। কে আপনার ঠাকুর?

দম্ভ। হাঁ হাঁ, কি বল্‌বো একটা সম্বন্ধ আছে—নৈলে শর্ম্মা এর উচিত কর্‌তেন।

সুধীর। অমন করো বল্‌বেন না, একে বাপ্‌ তায় বয়সের বড়ো—ঠাকুরদাদা হন পরিহাস কর্‌তে পারি।

দম্ভ। আরে রেখে দেও তুমি, বাপ্‌, অমন বাপ্‌ ঢের দেখা আছে। বাপ হল্যেন তবে আর কি, যে আমার বাধ্য নয় আমি তার মুখাব-লোকন করি না, বাপ্‌ আছেন বাপই আছেন, উনি আমাচ্যেয়ে বড় কিসে? বিদ্যা বুদ্ধি তো আমার অগোচর নাই। আমার বাপ্‌ হয়েছিলেন তাই তর্য্যে গেলেন, তা নৈলে ওকে চিন্তো কে?

সুধীর। তিনি করেছেন কি?

দম্ভ। আরে বল্‌বো কি হে মাথা মুণ্ডু!

সে কি বল্‌বার কথা? মিন্সের কর্ম্ম শুনেছ, পুরোণ বাড়ীর মেজো কর্ত্তার ছোট ছেলেটা না কি জলে ডুবে ছিল, তা আমাদের ঐ বুড়োটা দেখ্‌তে পেয়ে জলে পড়ে সেই ছেলেটাকে তুলেছে, তুলে আবার ওদের বাড়িতে কোলে করে্য নে গে দিয়ে এসেছে।

সুধীর। তা এ কুকর্ম্ম কি? ভালই তো করেছেন।

দম্ভ। (বিরক্ত হইয়া) আরে তুমি জাননা শোননা, বল্যে ভালই তো করেছেন, জান্‌লে আর একথা বল্‌তে না, তারা যে আমার শত্রু-পক্ষ, মচ্ছিল বেশ হচ্ছিল, তাকে বাঁচানো?

সুধীর। ওঁরা আপনার শত্রুপক্ষ কেন?

দম্ভ। দলাদলিতেই শত্রুতা আর শত্রুতা কিসে হয়?

সুধীর। বহুবিবাহনিবারিণী সভা লয়ে যে দলাদলি?

দম্ভ। হাঁ হাঁ, তুমি যেন আকাশ থেকে পড়্‌লে, জান না কিছু? সত্যশীল মুখুয্যে ঐ পাপ সভার অধ্যক্ষ, পুরোণ বাড়ীর ওরা সেই সত্যশীলের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গে খেয়েছে,

আমাকে অপমান করেছে, দেখি না চুনোপুঁটি কে কোথা যাবে, গবেশ বাবু আমার পক্ষে আছেন, আমি কি ছাড়্‌বো? যখন ফাট্‌কা কলে আট্‌কা পড়্‌বে, তখন জান্তে পার্‌বে, আমার নাম দম্ভাচার্য্য চূড়ামণি।

সুধীর। হাঁ, আপনি দলাদলির কৌশল বিলক্ষণ জানেন।

দম্ভ। কোন্ বিষয়ে আমাকে খাট দেখ্‌লে?

সুধীর। না, আপনি আবার খাট কিসে? তা নয়, ভাল আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনারা দলাদলি করে্য বেড়ান, ওতে লাভ কি? আমরা তো বুঝি দলাদলি করাতে কেবল নিরর্থক সময়যাপন আর আত্মবিচ্ছেদ, আর তো ওতে কিছুই ফল দেখ্‌তে পাইনে।

দম্ভ। (হাস্য বদনে) হুঁঃ, ভায়া, যার বুদ্ধি নাই সে কি দলাদলি বোঝে? এ আট পিটের কর্ম্ম, ঐ যে বলে "আটে পিটে দড়ো, তবে ঘোড়ার উপর চড়ো।"

সুধীর। হাঁ, বুদ্ধি চাই বৈ কি। তা বল্‌চিনে, বলি ওতে সুখটো কি?

দম্ভ। এর সুখ তুমি কি বুঝ্‌বে? যে দলাদলি

করে্য বেড়ায় সেই জানে এর কত মজা।
দলাদলির গোটাকত শ্লোক আমি রচেছি শুন্‌বে ?

সুধীর। বলুন্ না শুনি।

দম্ভ। বলি তবে শোন :—

দলাদলি বড় মজা অন্যে কে বুঝিবে।
যে করেছে, এর মজা সেই তো জানিবে॥
দৈববশে যদি দেশে দলাদলি ঘটে।
তবে সে দেশের খ্যাতি সর্ব্ব দেশে রটে॥
বস্যে গিয়া করি ঘোট আপনার কোটে।
যে পারে বলিতে ভাল সেই মজা লোটে॥
যখন আপন পক্ষ সব এসে যোটে।
বিষয় বুঝিয়া তবে কথা কই চোটে॥
যেমন গরুর পাল চল্যে যায় গোঠে।
কত শত অনুচর হুকুমেতে ছোটে॥
মুখের কথায় মোরা রাজা উজির্ মারি।
কি আছে এমন কর্ম্ম না করিতে পারি॥
হুকুমে হাকিম চলে দাপে কাঁপে ধরা।
দলপতি হয়ে দেখি পৃথিবীকে শরা॥

সংসারের কর্ম্ম আর কেবা দেখে চোকে।
চালি নাই বল্যে মাগি মরে বোকে বোকে॥
দলের ঘোটেতে বস্যে নাহি হয় ক্ষুধা।
পর কুচ্ছ শুনিতে শ্রবণে লাগে সুধা॥
রাত্রি জেগে করি ঘোট মশা খায় অঙ্গ।
কখনো আহ্লাদ মনে কখনো আতঙ্ক॥
তবু কি ছাড়িতে পারি দলাদলি সুখ।
রসিক কখনো হয় রসেতে বিমুখ॥

কেমন শুন্‌লে তো? আরো কতগুলো আছে, স্মরণ হয় না। কি ভালো——হাঁ হাঁ—

দলাদলি ঢলাঢলি, হয় তাতে হাড়কালি,
চূণকালি পড়ে মুখে শেষে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপাপত্তি, সেইটী ইহাতে সত্যি,
তিষ্ঠিতে না দেয় কারু দেশে॥

এইরূপ আরো অনেক আছে, তা দেখ, এতে মজাও আছে আবার মজানো আছে, দলাদলি না হলে দোষি লোক জব্দ হবে কিসে?

সুধীর। দোষী জব্দ হয়—তা হল্যে হানি নাই।—ভাল, আপনি যাদের দোষী বল্‌চেন তাঁরা কত ঘর আর আপনারাই বা কত ঘর?

দম্ভ। তারা ঘর ৫০।৬০, আমরা ১৬ ঘর।

সুধীর। তবেই তো, তাদের জব্দ করা কৈ হয়, বরং দল পুষ্ট থাকায় তাদের স্পর্দ্ধাই তো বাড়্‌তে পারে।

দম্ভ। অহে, কাণা গরু এক পাল থাকা-চেয়ে দু একটী কপিলা ধেনু থাকাও ভাল, তারা যে দূষী।

সুধীর। বহুবিবাহ নিবারিণী সভা করেছেন বল্যে তাঁরা দূষী—তা আপনার দলের লোকের মধ্যে কি কেউ দূষী নাই।

দম্ভ। আমার দলের লোকের আবার দোষ

সুধীর। আমি কি জানিনে? বলি কেম করো, লোকের কুচ্ছ কথা কৈতে নাই।

দম্ভ। তা স্পষ্ট না বল্‌তে পার সঙ্কে বলনা শুনি, আমিও সঙ্কেতে উত্তর দিব এখন

সুধীর। (হাস্যমুখে) বল্‌বো তবে—ও টোলওয়ালা বিটোলের বৌবাজারে যাওয়া কথাটা?

দম্ভ। হাঁ হাঁ বুঝিছি, বৌবাজারে গিছিল বটে, তা টেঁক্‌শাল দে না এলে তো পা পেতো না?

সুধীর। পশ্চিম পাড়ার গর্ভ ?

দন্ত। তাতে তো গর্ভে লোক্‌সান নাই।

সুধীর। মাণিকের বিষয় ?

দন্ত। মাণিক লোক বড় ভাল, ওর অন্তঃকরণটা অতি উত্তম, এই দেখ, সেদিন এই এত বড় একটী নদীয় গাড়ু আর দুইটী টাকা আমাকে দিলে, তা--তাও বলি, মেয়েটা ছেলেটা কোথায় কি কচ্চ্যে ও সকল তোমাদের অনুসন্ধান করা অতি অন্যায়, তা বল্যে কি এখন বহুবিবাহ নিবারিণী সভায় যাবো—না খানা খাবো ?

সুধীর। হাঁ,—একই কথা বটে। তা সে যা হোক্, এতে কর্য্যে বোধ হচ্চ্যে, আপনাকে কিছু দিলেই আর দোষ থাকে না ?

দন্ত। তা থাক্‌বে কেন ? আমি যে দলপতি, প্রায়শ্চিত্ত হলেই পাপ গেল।

সুধীর। তা সভার সভ্যেরা বুঝি আপনাকে কিছুই দেন নাই।

দন্ত। এক পয়সা ? আমি ওতে প্রচ্ছাব কর্য্যে দি।

সুধীর। আচ্ছা ভাল, যদি কিছু পান আপনি ?

দন্ত। আঁ, আঁ, (মস্তক কণ্ডুয়ন)। তা, তা

হবে না কেন বলো ? কেনারাম বাচস্পতি দাদার পৌত্র তুমি, সুতরাং আমারো পৌত্র হও, বিলক্ষণ সুবোধও বট, তা তা হবে কি সত্যি ?

সুধীর। হবে বৈ কি, অবশ্য হবে।

দম্ভ। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখ ভায়া তা হয় তো যেন কিছু বিশেষ হয়, আমার ভাই ঘরে আজ্ চালি নাই—তোমার কাছে অধিক বল্‌বো কি ?

সুধীর। ভাল, আপনি এখন যাউন, আমি যা হয় কর্‌বো।

দম্ভ। ভাল ভাল, তবে আমি এখন যাই—আমি ও বিষয়ে কেবল গবেশ বাবুর অনুরোধেই আছি। তা তুমি এট্টু মনোযোগ কর্য়ো দেখো যেন ঢোঁড়া না হয়। (গমন করত প্রতিনিবৃত্ত) তা—আমি যাই, আর একটা কথা বল্যে যাই—সভ্যদের যেন একবার আমার কাছে যাওয়া হয়।

সুধীর। তা হবে।

দম্ভ। আর কিছু দেওয়া টা——

সুধীর। তাও হবে, ওঁরা না দেন আমিই দোবো।

দম্ভ। দেবে বৈকি, তুমি বেঁচে থাক,—এই দেখ বহুবিবাহনিবারিণী সভা যাতে খুব্ জেঁকে ওঠে তাই কর, ওতে বিস্তর উপকার আছে। আমার তিনটী কন্যা একটা কুলীনকে দিতে হয়েছে, তার আবার এক শ দেড় শ বিবাহ, একবার উঁকি মেরে দেখে না, দুঃখের কথা বল্‌বো কি? মেয়েদের যাতনা দেখ্‌লে বুক্ ফেটে যায়।

সুধীর। এ তো আপনি ভাল বুঝেছেন?

দম্ভ। ভাই, বুঝি সব, কেবল অভিমান বৈত নয়, তা আমি এখন চল্‌ল্যেম—তোমার প্রতিই সব ভার। (দম্ভাচার্য্যের প্রস্থান।)

সুধীর। (স্বগত) এই তো দলাদলির আঁটা আঁটি—এসকল লোককে কিছু দিলেই হলো, আর যাদের ঐশ্বর্য্য আছে, তাঁরা মান চান, তাঁদের নিকটে একবার গেলেই মানরক্ষা হলো আর কোন দোষ নাই। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! হে অভিমান-ইন্দ্রজাল, তোমার মহিমাতে জগৎ মুগ্ধ হয়ে আছে। যাই এখন সন্ধ্যা হয়ে এলো, ঐ পুরোণ শানবাঁধায় সন্ধ্যা কর্য্যে এসে তার পর বাড়ীতে যাব। (সুধীরের প্রস্থান)।

(কিঞ্চিৎ পরে সুবোধের প্রবেশ।)

সুবোধ। (স্বগত) সন্ধ্যা তো হয়ে এসেছে—এ স্থানটীও দেখ্‌চি নির্জ্জন, তবে এখানে বরং একটু বসি, এখনো গাড়ি আস্‌বার অনেক বিলম্ব, এ অবধি ষ্টেশনে যাওয়া উচিত নয়, অনেকের সঙ্গে তা হলে দেখা হয়ে পড়্‌বে। গাড়ি আসে আসে এমনি সময় গে অমনি চলে যাবো – সেই ভাল। (বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস) ওঃ কি যাতনা! আমার অদৃষ্টে এত দূর ছিল এতো আমি স্বপ্নেও জানিনে। অন্তরাত্মা এমনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে যে এখন আর আমার কোন বিবেচনাই নাই; যাতনার আতিশয্যে মনের এমনই চঞ্চল-ভাব যে কি কর্‌বো, কোথা যাবো, দেশান্তর অথবা দেহান্তর অবলম্বন কর্‌লে ভাল হয়, এর কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্যিনে। সেই বিষম দুর্ব্বাক্যগুলি এখনো যেন আমার কর্ণকুহর বিদীর্ণ কচ্যে? ওঃ, কি দুর্ব্বাক্য! দুর্জ্জনের দুর্ব্বাক্য কি অসহনীয় পদার্থ! হলাহল! তুমি না জগতে আপনিই দুঃসহ বল্যে গর্ব্ব কর্‌তে? বাড়বা-নল! তুমিই কি অধিক সন্তাপদায়ী বোধ করো? সুশাণ কৃপাণ! তোমার ধারই কি এত

তীক্ষ্ন? কখনই নয়; দুঃশীলের দুর্বাক্য নিকটে তোমরা সকলেই অতি সামান্য, তোমাদের সকলকেই পরাভব মান্‌তে হয়। জগদীশ্বর রসনাতে অস্থি দেন নাই, অতি কোমল উপাদানেই রসনা নির্ম্মাণ করেছেন, অতএব ওহতে কোমল সামগ্রীই নির্গত হওয়া সম্ভবে; কিন্তু দুঃশীল লোকেরা ঐ কোমল রসনা হতে কি কঠোর বাক্য উদ্গার করে্য থাকে, আর তা কর্‌তেও পারে, কেননা নবীন সজল জলদ হতে বজ্রপতনও তো দেখা যাচ্যে। (অধোমুখে উপবেশন)।

(সুধীরের প্রবেশ।)

সুধীর। (স্বগত) সন্ধ্যা আহ্নিক তো সারা হলো—তা এখন ঘরে যাই—আহা! এ স্থানটী বড় মনোহর, এখান থেকে যেতে ইচ্ছা করে না। (বৃক্ষতলে আগমন ও দেখিয়া প্রকাশে) কে ও ওখানে বসে?

সুবোধ। (সবিষাদে স্বগত) একি? এখানে আবার পণ্ডিত মোশাই এলেন! তবেই তো আমার যাওয়ার ব্যাঘাত হয় দেখ্‌তে পাই! (আত্মগোপনেচ্ছা)।

সুধীর। ও কে হাঁ?—কথা কয়না যে, লুকো-বার চেষ্টা কচ্যে, বৃত্তান্ত কি? (সত্বর নিকটে আসিয়া হস্তধারণ) কে তুমি - আঁ—সুবোধ?

সুবোধ। আজ্ঞে হাঁ।

সুধীর। কেন, তুমি রাত্রে একাকী এখানে কেন বস্যে আছ?

সুবোধ। না, আজ্ঞে না, তা নয়, এইদিগে অমনি বেড়াতে বেড়াতে এলেম।

সুধীর। না—এমন হবে না; কোন কারণ থাক্‌বে—অধোবদন, কুণ্ঠিতস্বর, বোধ হয় যেন রোদন কচ্ছিলে। একি! আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম কথা কৈলে না? বৃত্তান্ত কি বল দেখি—— (দেখিয়া) এ আবার কি, একটা ব্যাগ্‌, জিনিশপত্র, একি কোথাও যাবে মনে করেছ না কি? বল না, বল, আমি তোমার গুরু, আমার কাছে কিছু গোপন কর্‌তে নাই, যথার্থ বল কি হয়েছে।

সুবোধ। (সজলনয়নে) ছোট মা আজ্‌ বিস্তর দুর্বাক্য বলেছেন্, তা আমি মানস করেছি আর বাড়ীতে থাক্‌বো না; লক্ষ্মণৌতে আমার মামা আছেন তাঁরি কাছে গে লেখাপড়া কর্‌বো;

আমার যাওয়াতে আপনি প্রতিবন্ধক হবেন না। (চরণ ধরিয়া রোদন)।

সুধীর। ছাড় ছাড়, ও কি ও কি? ভাল,যেয়ো তার আশ্চর্য্য কি? এত ব্যাকুল হচ্যো কেন? অঁ্যা! ছোট মা কি বলেছেন তাই অভিমান হয়েছে? (সহাস্যবদনে) হুঁঃ ছেলে মানুষ—আজও তো জ্ঞান হয় নাই! মা বাপ শাসন করেন, ভালোর নিমিত্তই তো, অবশ্য কোন বিশেষ অপরাধ পেয়ে থাক্‌বেন, তাতে কি অভিমান কর্‌তে আছে বাপু? ছিঃ, রোদন করোনা—তবু কাঁদ্দে লাগ্‌লে——একটু স্থির হও, স্থির হও।

(সাবির প্রবেশ।)

সাবি। (স্বগত) এ রাত্রে আমি কোথায় তাঁর তত্ত্ব পাবো? কোথায় বা যাই? যে অন্ধকার কোলের মানুষ দেখা যায় না।

সুধীর। কে গা?

সাবি। কে, পণ্ডিত মোশাই? আঃ বাঁচ্‌লুম গো, আমি ভয়েতে সারা হচ্ছিলুম।

সুধীর। সাবি? কোথায় গিছিলে তুমি এ রাত্রে?

সাবি। ওগো, আমাদের সুবোধ বাবু এ দিগে এসেছেন দেখেছ?

সুধীর। সুবোধ! এই যে এখানে বস্যে আছেন, কেন গা? সুবোধ কি রাগ করে এসেছেন?

সাবি। হাঁ গো, হাঁ। (দেখিয়া) এই যে।

সুধীর। কি হয়েছে?

সাবি। পণ্ডিত মোশাই, বল্‌বো কি মাথা মুণ্ডু, যেমন সংসার ছিল তেমনি ছারখার হয়ে গেল, তখনও আমরা ছিলুম দেখিছি আবার এখনও দেখ্‌চি, সংসারতো নয় রাবণের চুলো, দিবানিশিই জ্বল্‌চে, চালে আর কাগ্ বস্‌তে পায় না, কি কুক্ষণে যে ছোট মাঠাকুরণ ঘর ঢুকেছেন তা বলা যায় না।

সুধীর। কেন? বড় বৌমার সঙ্গে কি তাঁর সর্ব্বদা কলহ হয়?

সাবি। পণ্ডিত মোশাই সে কথা বল্‌বো কি, বলবার নয়। আহা! ভাল মানুষের মেয়েরে লক্ষ্যস্থল দেন না গো লক্ষ্যস্থল দেন না। এতো হেনস্তা কি মানুষেরে মানুষ কত্যে আছে? করুন্, উনিই সোন, ওপরে যিনি আছেন তিনি

তো সবেন না। আর তাও বলি, এখন ঘোর কলি, এখন কি আর দেবতা বামণ আছে? তা থাক্‌লে বড় মাঠাকুরণের দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদ্দ না।

সুধীর। কেন, এতো করেন কেন?

সাবি। পণ্ডিত মোশাই, এমন পোড়া আমি দেখিনি। এই দেখ, আমার নামে আর বড় মাঠাকুরণের নামে না কি এক, তাই বল্যে বড় মাঠাকুরণ আমাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, ঐ নিমিত্তে আমাকে তাড়াবার জন্যে কতই হচ্যে, তা আমি কি কর্যে বেরুই বলো—ঐ সুবোধ সুশীল, ওদের দুটিকে কত কর্যে মানুষ মনুয করেছি, ওদের মুখ্ দেখ্‌লে (সরোদনে) আমার সকল দুঃখ দূরে যায়, আমি ওদের ফেলে কোথাও কি থাক্‌তে পার্‌বো? আমার সুশীল এখন মামার বাড়ী গেছে, তাকে না দেখ্‌তে পেয়েই যার আমার দিবানিশি প্রাণ কাঁদ্‌চে তা যাবো কেমন কর্যে বলো।

সুধীর। তুমি যাবে কেন? প্রাচীন মানুষ।

সাবি। বাছা, সাধ কর্যে কি যেতে চাই—ছোট মাঠাকুরণের যে মুখ বাপু, মুখ্‌খানি তো নয়

যেন ক্ষুর খানি, কট্ কট্ করে্য যে বলেন। আমা-দের ছোটলোকের ঘরে অমন মুখ দেখিনি। উনি একেবারে যেন উড়ে এসে যুড়ে বসেছেন, কাকেও গ্রাহ্যির মধ্যে করেন্ না, কত্তাকেই কি মানেন্?

সুধীর। কেন? কর্ত্তা সাধ করে্য বিয়ে করে-ছেন।

সাবি। হাঁ; যেমন করেছেন তেমনি হয়েছে। তিনি এতো যে করে্য মরেন্, এতো সামিগ্রী পত্র, অমন সকল অলঙ্কার প্রতিকার, কিসে মন তুষ্ট হবে, কি কল্যে ভাল হবে, এই করে্য করে্য সারা হলেন, তা কিছুতে তো ওর মন তুষ্ট হয় না, এই দেখ যেন খাঁচাভাঙ্গা উড়্ক্ষু পাখী, পোষ-মানবার নয়, কর্ত্তাবাবু অমন ঘণ্টার গরুড়ের মত রয়েছেন। (চতুর্দ্দিগ দেখিয়া) এখানে তো কেউ নেই, বাপু শুন্‌লে আর রক্ষে থাক্‌বে না, এই দেখ পণ্ডিত মোশাই (অনুচ্চস্বরে) কত্তাকে যেন ছুঁড়ী কি করেছে, কত্তা হতভম্ব হয়ে পড়েছেন, যা বলেন তাই ব্রহ্মার বেদ। তা করুন্ গে, ওঁরা যা করেন তাই শোভা পায়। আজ্ ওঁদের ছবি নে কি বকাবকি হয়ে ছিল, আমি তাতো জানিনে, আমি বাইরের

কম্মে ছিলুম, এসে দেখি ছোট মাঠাকুরণ যেন একেবারে মনসাঠাকুরণ হয়ে বসেছেন, রাগ্ কি! তা কত্তাবাবু কাছে গে এই যেন গাজোনের সন্ন্যাসী শিবের মাথার ফুল কাড়ায় এমনি মাথা কোটাকুটি, কত পায় ধরাধরি, কতই বা সাধ্যি সাধনা, তার আর অবধি নাই; এত কল্যেন, তার পর কি ফুস্ ফুস্ করে্য কথা হলো, হল্যে কর্ত্তাবাবু একেবারে রেগে দুই চক্ষু লাল করে্য আমাকে বল্লেন্ সাবি, সুবোধকে শীঘ্রি ডেকে আন্ তো, তা আমি সবেমাত্র বলিছি এ রেতের বেলা কোথায় ডাক্‌তে যাবো, অমনি রেগে মেগে আমাকেই মাত্যে এলেন, তা কি করি—সুবোধবাবুকে খুঁজে বেড়াচ্যি, কিন্তু তাও বলি, সুবোধ বাবু, বাবা, তোমার এখন সেখানে গিয়ে কাজ নি, কি জানি বলো, সাতখানি করে্য কি লাগ্‌য়েছে ভাঙিয়েছে, যদি রাগের মাথায় এখন দুর্বাক্য বলেন কি মারেন, তা আমি গে বরং বলি তিনি কোথায় গেছেন আমি এতো খুজ্‌লুম পেলুম না—সেই ভাল।

সুধীর। হাঁ, ভাল বলেছ।

সাবি। তবে আমি চল্‌লুম্। এই দেখ পণ্ডিত

মোশাই, আমার মাথা খাও একথা যেন প্রকাশ না হয়।

(সাবির প্রস্থান।)

সুধীর। সুবোধবাবু, চলো আমার বাড়ীতে চলো।

সুবোধ। আমিতো প্রথমেই নিবেদন করেছি, মহাশয়, আমাকে আপনি লক্ষ্ণৌ যেতে বারণ কর্‌বেন না, আমার অত্যন্ত যাতনা হয়েছে।

সুধীর। তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি; আর এতোদূর যে হবে তাও আমি পূর্ব্বেই জানি।

সুবোধ। কেবল আজ্ যে দুর্বাক্য বলেছেন তাতো নয়, সর্ব্বদা বলে থাকেন। আহার কর্‌তে গেলে আহার কর্‌তে পাইনে, বিছানাতে জল ঢেলে দে রাখেন; কেন যে এমন করেন্ কিছুই বল্‌তে পারিনে। আমাকে দেখ্‌লে যেন উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করেন্ এর কারণ কি?

সুধীর। কারণ তুমি সপত্নীসন্তান, দেখ সুবোধ! তোমার ছোট মাকেও তাতে আমি নিতান্ত দোষি নে, সাপত্ন্যদুঃখ থাক্‌লে সচ্চরিত্রও অসচ্চরিত্র হয়ে ওঠে, তা ও সকল তুমি সহ্য করো,

কি করবে? এ সকল মানসিক দুঃখ প্রকাশ করল্যে লোকের নিকটে মানহানি হয় তা তো জানো?

সুবোধ। আজ্ঞে তা আমি জানি, কিন্তু কি করে্য সহ্য করি? আমাকে দুর্বাক্য বলুন্, যাতনা দিন,তাও সহ্য করতে পারি, কিন্তু আমার মাকে যে ক্লেশ দিচ্যেন তা দেখ্লে পাষাণহৃদয়ও দ্রব হয়ে যায়। সম্প্রতি শুনচি আমার মায়ের না কি বাইরে ঘর বেঁধে দেবেন, তা এ কি আমি চক্ষে দেখ্তে পারবো? মহাশয় আমার প্রতিবন্ধক হবেন না, দেশান্তর হওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ নতুবা আমি দেহ ত্যাগ করবো। মায়ের এত দুর্গতি আমি সন্তান হয়ে চোকে দেখ্বো?

সুধীর। সুবোধ, তোমার বিদ্যা হয়েছে বটে, কিন্তু বাপু আজও বালকত্ব দূর হয় নি। তোমার কি হিতাহিত বোধ নাই? গৃহের সামান্য কন্দলে তুমি এই অসামান্য কার্য্য করবে? ভাল,বিবেচনা করো দেখি, তোমার মায়ের এত যাতনা হয়েছে তবু তিনি যে এতোতেও দেহ ধারণ কচ্যেন তার কারণ কেবল তোমরা আছ বল্যে বৈ তো নয়। তা এ অবস্থাতে তুমি যদি তাঁকে পরিত্যাগ করে্য দূর দেশে যাও তা হলে তিনি কি বাঁচ্বেন? মাতৃবধভাগী তুমিই যে হবে তা

বিবেচনা কর না? কি করবে একটু সহ্য করো থাক, সহিষ্ণুতাই ওর প্রতিক্রিয়া। তা আজ্ দুর্বাক্য বল্লেন কেন? আজ্ কি কোন অপরাধ করেছিলে? করে থাক্‌বে, আপনার দোষ্ তো আপনি বুঝ্‌তে পারা যায় না।

সুবোধ। অপরাধ কি করেছি তা আপনি শুনুন্। আজ্ কএক জন ভদ্রসন্তান আমাদের বৈঠক খানায় এসে বস্‌বেন কথা হয়েছিল, তা আমি ভাব্‌লেম কলিকাতা থেকে পিতা ঠাকুর আমার নিমিত্তে যে ছবিখানি এনেছিলেন সেখানি ছোট মায়ের ঘরে খাটানো আছে, তাঁর কাছ থেকে সেইখানি চেয়ে এনে বৈঠকখানায় দি, এইটী ভেবে তাঁর ঘরে গেলেম, কিন্তু সেখানে তখন তিনি নাই; তা ভাবলেম বলি নিয়ে যাই, বিরক্ত হন আবার এনে দেব, ভেবে সবে মাত্র ছবিখানিতে হাত দিছি এই সময় তিনি এসে পড়্‌লেন, এস্যে ক্রোধ করো আমার হাত মুচ্‌ড়ে ছবি কেড়ে নিলেন। তা আমি বল্‌লেম, মা, একবার নিয়ে যাই আবার এনে দেব, বল্যে তিনি আমাকে একটা কটু কথা বল্‌লেন, তাতেও আমি রাগ্ না করো হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেম যার বাপের সামগ্রী তারি

জোর, মা এতো তোমার বাপের সামগ্রী নয়। এই কথা বল্যে তিনি আমাকে যে দুর্বাক্য বল্‌লেন তা মনে হল্যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমাকে বলুন্ আমি অপরাধ করেছি তা আমার মা কি অপরাধ কর্‌লেন? তাঁকে যে সকল কথা বল্‌লেন তিনি তা শুন্‌লে প্রাণ রাখ্‌বেন না।

সুধীর। সুবোধ,ও কি ও? সামান্য সংসারের কথা। ঝটিকাতে কি কখন পর্ব্বত টলে? তুমি এমন ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যশালী, এমন বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে এই সামান্য বিষয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছ? ছি, ছি, চল আমার বাড়ীতে চল, রাত্রি হলো। ভাল, বিদেশে যদি যেতেই হয় যেয়ো তখন, এখন ওঠ।

সুবোধ। আপনি পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা কচ্চ্যেন যাই চলুন, কিন্তু আমার অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না।

সুধীর। অদৃষ্টে কি থাক্‌বে? ভয় কি? সাংসারিক অবস্থা সকল দিন সমান থাকে না।

[উঠিয়া উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক।

গবেশ বাবুর শয়ন গৃহ।

চন্দ্রলেখা শয়ানা।

(চপলা ও চন্দ্রকলার প্রবেশ।)

চন্দ্রলেখা। (দেখিয়া হাস্য মুখে উঠিয়া) এ কি? চাঁদের উদয় যে দেখি!

চন্দ্র। (হাস্যমুখে) হাঁ, চাঁদের কাছেই চাঁদের উদয়। একবার ভাই দেখা কত্যে এলেম।

চন্দ্রলেখা। দেখা দিতে এলেম বলো। (হাস্য বদনে) বসো বসো! আমার আজ্ কপাল সুপ্রসন্ন; সকাল সকাল চাঁদ দেখ্‌তে পেলেম।

চন্দ্র। ভাই আকাশ নির্ম্মল থাক্‌লে সকাল সকালই চাঁদ দেখা গে থাকে।

চন্দ্রলেখা। সে কথা ভাই সত্যি, কেন বল-দেখি এত গলাগলি ভাব তোর সঙ্গে আমার হলো?

চপলা। সে কথা আমি বল্‌তে পারি।

চন্দ্র। বল দেখি কি বল্‌বে?

চপলা। এই চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই।
(সকলের হাস্য।)

চন্দ্রলেখা। হাঁ রে চন্দ্রকলা, এ মানুষটী কে? কোথা পেলি? এ টি যে দেখ্‌চি উত্তম রসিক। বসো বসো। (সকলের উপবেশন)।

চন্দ্র। ভাল না হলে ভাই তোমার কাছে আন্‌বো কেন? ওটী বেশ মানুষ, কিন্তু বড় মনের দুঃখ পাচ্যে।

চন্দ্রলেখা। কি মনের দুঃখ?

চন্দ্র। ও যে কুলীনে পড়েছে।

চন্দ্রলেখা। হাঁ গা, তুমি কি কুলীনে পড়েছ?

চপলা। আর পড়িছি বৈ কি, পড়িছি তো পড়িছি, একেবারেই হাত পা ভেঙে—
(হাস্য।)

চন্দ্রলেখা। (সহাস্য বদনে) হাত পা সব গেছে?

চপলা। থাক্‌লে কি এত যাতনা পেতেম?

চন্দ্রলেখা। সতিন আছে?

চন্দ্র। তা শত্রুমুখে ছাই দে অনেক গুলি।

চন্দ্রলেখা। কয়টী?

চপলা। এই দু কুড়ি তেরটী, এমন অধিক নয়, আরো দুটী চাড্ডি এখনো হবে।

চন্দ্রলেখা। উঃ, তবে তো ভারি পোড়া।

চপলা। পোড়া আবার কি?

চন্দ্রলেখা। এই সতিনের পোড়া, যাতে আমরা পুড়ে মচ্চি।

চপলা। তাতো কৈ আমি কিছু টের টোর পাই নে।

চন্দ্রলেখা। সতিনের পোড়া টের পায় না সে কি?

চন্দ্র। ঐ যে কথায় বলে "ঘর নাই তার উত্তর শিউরী" ভাতার দেখ্‌তে পায় না তা সতিনের জ্বালা কি জান্তে পার্‌বে? ওরা যে কুলীনের মাগ্, ওদের সে জ্বালা বড় পেতে হয় না।

চন্দ্রলেখা। কেন? তিনি কি কখনো এসেন না?

চপলা। আসেন বৈ কি।

চন্দ্রলেখা। কবে এসেছিলেন?

চপলা। সেই যে, বিয়ে কত্তে।

চন্দ্রলেখা। সেই বিয়ে কত্যে? তার পর আর এসেন নি? দেখাও হয় না বুঝি?

চপলা। হয়েছিল বৈ কি, শুভদৃষ্টির সময়; সেই সময়ই ঠাউরে একেবারে দেখে নিছি, আর কি নিত্যি (হাস্য)।

চন্দ্রলেখা। এ তো বেশ মানুষ। (উচ্চৈঃ-স্বরে) ভগি, অরে পান এনে দে। (চন্দ্রকলার প্রতি) হাঁরে চন্দ্রকলা, তোকে এখন এতো কাহিল দেখ্‌চি কেন? মুখ খানি শুকিয়ে গেছে।

[আসিয়া তাম্বূল দিয়া ভগির প্রস্থান।

চন্দ্র। কেন, কৃষ্ণপক্ষের হাতে পড়্‌লে চন্দ্রকলা যে ক্ষয় পেয়ে যায়, তাও কি ভাই জান না?

চন্দ্রলেখা। তুই তো ভাই কৃষ্ণপক্ষে, আমি এই যে একেবারে রাহুগ্রাসে পড়িছি।

চন্দ্র। কেন, তোমার আবার ভাবনা কি? টাকা হাতে আছে, রসো গোয়ালানী তোমার কি না কর্য়ে দিলে, বাড়ির বাইরে বড় গিন্নীর গোল পাতার ঘর পর্য্যন্ত হয়ে গেল। (তাম্বূল গ্রহণ ও চপলাকে প্রদান)। আর কত দূর হবে?

চন্দ্রলেখা। (হাস্য বদনে) হাঁ, তা হয়েছে, ছেলে দুটোকেও দেশ ছাড়া করে্য দিছি।

চন্দ্র। হাঁ, তা শুনেছি।

চন্দ্রলেখা। কিন্তু ভাই, এখনো মিন্সেকে ভাল করে্য হাত কত্যে পারিনি, তারি নিমিত্তে গোয়ালা দিদিকে বলেছিলেম, তা সেও আবার এক রকম্ ঔষধ দে বলেগিছিল এতেই ও বিষয়ের শেষ হবে। তা তাও খাইয়ে দিছি, দেখি যদি এতে কিছু হয়।

চন্দ্র। আর কি তোমার হাত্ কত্যে আরো বাকি আছে? ঐ যে বলে "বস্‌তে পেলে শুতে চায়", তাই তোমার।

চন্দ্রলেখা। না ভাই, মিন্সের এখনো ও দিগে টান্‌টী বিলক্ষণ আছে।

চপলা। হাঁ থাক্‌তে পারে, পুরোণ পিরীত কি না? ওকি শীঘ্রি ভোল্‌বার——

চন্দ্রলেখা। কাল্ বড় রঙ্গ হয়েছিল।

চপলা। কি? বড়গিন্নীর ঘরে গিছিলেন না কি?

চন্দ্রলেখা। হাঁ, তা কি পারে? সে গুড়ে বালি।

চন্দ্র। রঙ্গটা তবে কি হয়েছিল?

চন্দ্রলেখা। এই দেখ্ ভাই, মাগী কাল বিকেল বেলা কাঁদ্‌চে, অমন মায়া কান্না মাজে মাজে হয়ে থাকে, আমি জানলায় বস্যে শুন্‌চি, বলি খুব হয়েছে, হবে না? ছেলে নিউদ্দেশী হয়ে গেছে, উত্তম হয়েছে, যেমন মন তেমনি ধন। চন্দ্রকলা, বল্‌বো কি? এই দেখ, ওর কান্না শুন্‌তে আমার বড় মিষ্টি লাগে——তা মিন্সে করেছে কি, কান্না শুনে বুঝি দুঃখ হয়েছে তাই দুটো কথা বল্যে শান্ত কর্‌বার জন্যে বটুকখানা থেকে আস্তে আস্তে ওর ঘরের কাছে গে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছে আর আমি অমনি খড়খড়ি খুল্যে বলি কি ও? (হাস্যবদনে) অমনি মিন্সে অপ্রস্তুত হয়ে—ভাই তুই যদি রঙ্গ দেখ্‌তিস্, বলে—না না কিছু নয়, আমি এদিগে যাচ্যি, আমি তো ওর ঘরের কাছে যাই নি। আমি বলি বটে "ঠাকুর ঘরে কে, না আমি কলা খাই নি" আমি সব বুঝিছি, বল্যে অমনি রাগ কর্যে গে দ্বোর দে শুলেম, রাত্তিরে এত ডাকা-ডাকি, কত সাধ্যি সাধনা, কোন মতেই দ্বোর খুলে দিইনি।

চন্দ্র। বেশ করেছ, কেন দেবে ?

চন্দ্রলেখা। অমনগুলোকে অমন কর্‌য়ে জব্দ না কর্‌লে কি হয় ?

চন্দ্র। তা বটেই তো।

চন্দ্রলেখা। না ভাই তুমি বিবেচনা করো, যদি এখনো ওরপ্রতি তোর এমন টান্‌, আমার কাছে আস্‌বার প্রয়োজন কি ? যা, ওরি কাছে থাক্‌ গে—একথা আমি বল্‌তে পারিনে ?

চন্দ্র। এ কথাই তো।

চন্দ্রলেখা। এখন তোমরা আমাকে যা বল্‌তে হয় বল, আমি কি অন্যায় বলেছি ? তা ঐ যা গেছেন, আর যদি ওর ত্রিসীমায় যান্‌ তা হলে যা মনে আছে তাই কর্‌বো।

চন্দ্র। তা করো কৈ ভাই ? আমি তো সর্ব্বদা বলি, তা তোমার তা মত নয়।

চন্দ্রলেখা। কেন, তা কর্‌বো কেন ? বুকে বস্যে দাড়ি ছিঁড়্‌বো, দেখি না গয়লা দিদি এবার কি কর্‌য়ে তোলে। তুই ভাই যা বল্‌চিস্‌ তা কচ্যিনে কেন—তা হলে যে কলঙ্ক হবে।

চন্দ্র। ইনি আবার নেকা হলেন। হুঁঃ আমরা যে চাঁদের জাত্‌, কলঙ্কে আমাদের

ভয় কি? চন্দ্রে কলঙ্ক না থাক্‌লে কি তার শোভা হয়ে থাকে? (হাস্য) তা যা হোক্‌ ওসব কথা তো বারমাসই আছে। আমি এই মানুষটীকে নিয়ে এসেছি দুটো গান শোন।

চন্দ্রলেখা। গাইতে পারেন? তবে এতক্ষণ বলিস্‌ নি কেন? গাও তো ভাই, একটী গাও।

চপলা। গাবো—তা কেউ তো কিছু বল্‌বে না?

চন্দ্রলেখা। কে কি বলে?

চপলা। কত্তা।

চন্দ্রলেখা। আমাকে আবার কিছু বল্‌বে? হাঁ, তা কিছু বলে না, আমি মাথায় নাথি মাল্যেও কথা কয় না।

চন্দ্র। কথা কন বৈ কি, বলেন আহা তোমার পায়ে কত লেগেছে; বল্যে, আবার তোমার পায়ে চূণে হল্‌দে দেন। (হাস্য)।

চন্দ্রলেখা। সে কথা সত্যি, তা তো ভাই তামাসা নয়, ও সুখটী আমার বেশ আছে। তবে একটা গান হোক। এই দেখ ভাই, নিধু বাবুর টপ্‌পা একটা গাও।

চপলা। আমি পরের গান গাইনে, আপনার গানই গেয়ে থাকি, তাই একটা শোনাই।

সংগীত।

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরী।

মন ধৈর্য্য না ধরে।
কি হলো বলো আমারে॥
যৌবন ব্যাধি প্রবল, কুপথ্য মলয়ানিল,
বিরহ বিষম দাহ দহে অন্তরে॥
উপায় বল কি করি, এ রোগে জীবনে মরি,
কান্ত-কবিরাজ বিনে শান্ত কে করে॥

চন্দ্রলেখা। আহা হা হা, দিব্য গলাটী, যেন বাঁশী, আর একটা ভাই গাইতে হবে।

চপলা। যদি ভাল লাগে তবে গাই।

চন্দ্রলেখা। আমার তো ভাই খুব্ লেগে-গেছে। (হাস্য)।

চন্দ্র। না ভাই লাগেনি, লাগ্‌লে কাঁদ্দে, হাস্‌বে কেন?

চন্দ্রলেখা। এ কাঁদ্‌বারই গান সত্যি। গাও ভাই, আর একটী ভাল দেখে গাও।

চপলা। (পুনঃ সংগীত।)

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

মুখ হেরিব না আর ২।
সে শঠ লম্পটমুখ হেরিব না আর ॥
আমি যাহার অধিনী. যে জন বিনা নাহি জানি,
পরের প্রণয় আশে মানস তাহার।
সরলা পিরীতি রীতি, জানিবে কি সে কুমতি,
এ হেতু তাহার প্রতি, নাহি মন আমার ॥
নবীনা নলিনী আমি, ভ্রমরা কুপথগামী,
কুমুদিনী বনে ভ্রমি করয়ে বিহার ॥

চন্দ্রলেখা। (হাস্যবদনে) বেশ্ বেশ্, এটী আবার আগেকার চেয়ে খুব্ ভাল।

(নেপথ্যে রোদনধ্বনি সকলে সশঙ্ক)।

চন্দ্রলেখা। না ভাই, আমার আর গান শোনা হলো না। ঐ কাঁদ্চে।

চন্দ্র। কে কাঁদ্চে, কে কাঁদ্চে?

চন্দ্রলেখা। সেই অভাগী কাঁদ্চে।

চন্দ্র। তা সে কাঁদুক্ না কেন? তা গান্ শোনার বাধা কি?

চন্দ্রলেখা। চন্দ্রকলা, তুই কি জানিস্? এ গান বা কি মিষ্টি, এর চেয়েও ও কান্না শুন্তে

আমার মিষ্টি লাগে। তা ভাই উপরের ঘরে গে
জান্‌লায় বস্যে আমাকে ওর কান্না শুন্‌তে হলে
(গাত্রোত্থান।)

চন্দ্র। তবে আমরা আজ যাই।

চন্দ্রলেখা। কিন্তু কাল্‌ই আবার ভাই ওটীকে
নিয়ে আস্‌তে হবে।

চন্দ্র। তা আস্‌বো তখন, এখন চল্‌লো
আয় লো আয়। [সকলের প্রস্থান

গর্ভাঙ্ক।

সাবিত্রীর গৃহসমীপ অঙ্গন।

(সাবিত্রী মূর্চ্ছিতা—সাবির ব্যজন।)

সাবি। (স্বগত) এ কি হলো আঁ? এ বা
যে আর অনেক ক্ষণ জ্ঞান হলো না। (উচ্চৈ
স্বরে) ও মাঠাক্‌রুণ, মাঠাক্‌রুণ! কৈ, কথা ক
না যে! নিশ্বেস পড়্‌চে কি? (নাসিকায় হ

প্রদান) কৈ, কিছুই তো বুঝ্‌তে পারি নে ; কি
হবে, কাকে ডাকি ? কত্তা বাবুকে ডাক্‌লে ত
আস্‌বেন না, তবে কাকে ডাক্‌বো ? কে এসে
দেখ্‌বে ?

(সত্বর বিমলা ও কমলার প্রবেশ।)

বিমলা। কি হয়েছে, কি হয়েছে ?

কমলা। কেন, কেন, ও সাবি, অমন কচ্যিস্‌
কেন ?

সাবি। (সরোদনে) ওগো, তোমরা দেখ
গো, ওগো মাঠাক্‌রুণ কেমন হলেন তোমরা
দেখ, আর নড়েনও না চড়েনও না, নিশ্বেসও
পড়ে না।

বিমলা। কেন, কেন ? এমন হলো কেন ?
হঠাৎ কোন ব্যামো হলো না কি ?

কমলা। কৈ, এই যে সকালে আমার সঙ্গে
কথা কৈলেন।

সাবি। (সরোদনে) ওগো ব্যামো টেমো
কিছুই হয় নাই, ছোট মা ঠাক্‌রুণের সঙ্গে
বকাবকি হচ্ছিল এই দুপর বেলা গো—দুপর
বেলা। আহা ! মাঠাক্‌রুণ তিন দিন আজ্‌

উদরে অন্নজল দেন নাই, আজ্ কতো বলা-কওয়ায় দুটো চাল চড়িয়ে ছিলেন, এমনি সময় ঝগড়া হলো, ছোট মাঠাক্রুণ ইট মেরে ঐ দেখ হাঁড়িটী ভেঙে ফেলে দিলেন।

বিমলা। ওমা, তাই তো, ওকি ?

কমলা। (সবিস্ময়ে নাসিকায় হস্ত দান) এ কি ? এতোই কি কত্যে হয় গা ?

সাবি। হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে বল্‌লেন তুই খাবি কি ? তোর সুবোধ মরেছে, খবর এসেছে। এই কথা শুনে মাঠাক্রুণ অমনি কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে রৈলেন, তার পর আবার জ্ঞান হয়েছিল, আবার কতক্ষণ চেঁচালেন, তার পর আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, এবার আর কিছুতেই জ্ঞান হচ্যে না।

কমলা। বটে বটে, স্থির হ, স্থির হ, মূর্চ্ছা গেছে, তুই শীঘ্রি জল আন্ জল আন্।

বিমলা। হাঁ, যা যা, দে আমি বাতাস কচ্চি (তালবৃন্ত গ্রহণ)।

সাবি। (সত্বর উঠিয়া) ওগো তোমরা তবে দেখো আমি জল আনি গে।

[জলানয়নে গমন।

কমলা। আহা, কেন এমন হলো?

বিমলা। (ব্যজন করিতে করিতে) হবে না গা, একে ত আহার নাই, নিদ্রা নাই, দুঃখের অবধি নাই, সন্তান কোথা গেছে বল্যে কতই ভাব্না, কতই চিন্তে, তাতে আবার (ত্রস্তভাবে চতুর্দ্দিক অবলোকন) না দিদি, কেউ কোন দিক থেকে আবার শুন্‌বে, ও সব কথায় আমাদের কাজ্ কি?

কমলা। আহা! অভাগিনি, তোমার অদেষ্টে এত দূর ছিল! (সাবির জলানয়ন।)

সাবি। এই জল নেও, জল নেও, তা জল কি এখন খাওয়াতে পারবে? দেখ দেখি।

কমলা। (জল লইয়া সাবিত্রীর মুখে সবলে নিক্ষেপ, সাবিত্রীর চৈতন্য) ভয় নাই, ভয় নাই, আছে আছে, বিমলা, তুই একটু খুব বাতাস কর। সুবোধের মা! ও সুবোধের মা! সুবোধের মা! ও কি? ওঠ ওঠ—অমন কচ্যো কেন? শরীর কি কেমন কচ্যে? বল দেখি, বল, এট্টু জল খাবে? (অঙ্গুলি দ্বারা মুখে জল প্রদান)—(সাবিত্রী চৈতন্য পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস)।

কমলা। সুবোধের মা! ও সুবোধের মা! কেন, অমন কচ্চ্যো কেন?

সাবিত্রী। (সরোদনে) কি বল্যে দিদি? আমি কি সুবোধের মা? আমার সুবোধ আর কি আছে? (অত্যন্ত রোদন)।

কমলা। বালাই—ও কি কথা, ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস, অমন অমঙ্গুলে কথা বল্‌চো কেন?

বিমলা। তাই তো, সে কি? ও কথা মুখে আন্‌তে আছে?

সাবিত্রী। হাঁ গা তোমরা সত্যি কর্যে আমার মাথায় হাত দে বল দেখি, সুবোধ আমার বেঁচে আছে?

কমলা। বেঁচে আছে বৈ কি?

সাবিত্রী। আমার দিব্বি তোমরা যথার্থ বলো, আমার সুবোধ তো মারা পড়ে নি—আবার ঘরে এসে আমাকে মা বলে ডাক্‌বে?

বিমলা। হাঁ গা সুবোধের মা, তুমি হলে কি? পাগল হলে? অমন কর্যে সুবোধের অমঙ্গলের কথা বল্‌চো কেন?

কমলা। তাই ত, ও কি সুবোধের মা? বলি ঝগড়া কোঁদল কোন্ ঘরে নাই? তা গাল্

:দছে বলেই কি পাগল হয়ে উঠেছ? এমনও হাবা মেয়ে। ছি! অমন করে বল্‌তে নেই, ওঠ।

সাবিত্রী। না, কেবল গালি দিয়েছে বলে য়, আমার মনে নিচ্যে যেন আমার সুবোধ নাই। (রোদন)।

বিমলা। আবার তবু ঐ কথা?—কাল্ যে লক্ষ্মণৌ থেকে চিঠী এসেছে শুন্‌লেম।

সাবি। হাঁ, তা তো এসেছে, সুবোধ আমায় চিঠী লিখেছে, ওবাড়ির ঠাকুরপো আমাকে বল্‌লেন, আবার চিঠী পড়েও শোনালেন।

কমলা। তবে আর কেন অমঙ্গুলে কথা বল?

সাবিত্রী। বল্‌বো কি দিদি, যে অদেষ্ট এতে নব সম্ভবে। আর তাও বলি, আমার কিছু নন্দেহ হয়েছে, এই দেখ দিদি, ঐ যে চিঠী দিয়ে :গল, ডাকের পেয়দা বুঝি তাকে বলে, ঐ ডাকের পেয়দাকে আমি কত মাথার দিব্বি দে সুবোধের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, তা সে তো কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না।

কমলা। সে কি? সুবোধ কেমন আছে তাও বল্যে না?

সাবিত্রী। না, কিছুই বল্যে না, অমনি চিঠী

খানি দে চলে গেল। তাই কালি রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌লেম—বলি ও কিছুই বল্‌লে না কেন?

কমলা। তবেই তো ভাবনার কথা বটে।

বিমলা। কমলা দিদি, তুমিও দেখি তেমনি, ওরা কি জানে? ওরা যে কোম্পানির চাকর, চিঠী বেঁটে বেড়ায় বৈ তো নয়, ওরা তো আর সে খান থেকে আসেনি।

কমলা। না ভাই, আমি এতো জানি নে, তোরা জানিস্ শুনিস্ সকল।

বিমলা। না, তায় কোন ভয় নাই।

কমলা। না, ভয়ই বা কি? এখনকার যে কলের গাড়ি হয়েছে, এখন কত লোক যে কত কাশী গয়ায় যাচ্চে, তা এই লক্ষ্মণৌ বৈ তো নয়।

বিমলা। (ঈষদ্ধাস্য) কমলাদিদি, তুই ভাই সেকেলে মানুষ, কিছুই বুঝিস্‌নে। কাশী গয়া-চ্চেয়ে যে লক্ষ্মণৌ অনেক দূর।

সাবিত্রী। (সশঙ্কিত ও সবিষাদে) তাই তো গো—আমার অদেষ্টে যে কি ঘটেছে তা কি করে বল্‌বো। দেখ দিদি, আমার চেয়ে হতভাগিনী কি ত্রিসংসারে আর কেউ আছে?

আমি কি ছিলেম কি হলেম, আরো যে কি আছে কপালে তা কি করে্য জান্‌বো। দিদি, তাকেই বলে দুঃখী—সকল থাক্‌তে যে সকলে বঞ্চিত। আমি যে সকল সুখে সুখী ছিলাম, দিদি, চিরকাল যে সুখভোগ করে এসেছি! এখন অদেষ্ট ক্রমে একেবারে দুঃখের সাগরে পড়্‌লেম! যদি প্রথমে সুখী না থাক্‌তেম তাহলে তো এত দুঃখ টের পেতেম না। মা বাপের কাছেই বা আমি কত সুখে ছিলেম, মায়ের আমার তিনটী ছেলে হয়ে মরে্য গিছিল তার পর কত দেবতা বামণকে মেনে বার ব্রত করে্য আমি হয়ে বেঁচে ছিলাম বলে্য কতই আদরের হয়ে ছিলেম, আদর করে্য বাবা আমার সাবিত্রী নাম রাখ্‌লেন, বাবা বল্‌তেন সাবিত্রী আমার বড় স্নেহের সামিগ্রী, সাবিত্রীকে আমি এমনি ঘর বর দেখে বিয়ে দেবো যেন সাবিত্রী আমার চিরকাল সুখে থাকে, কখনও যেন দুঃখ না পায়; তা দিদি দেখো তাওতো দিছিলেন, মা আমাকে ছেলেবেলা শিবপূজো করাতেন, করায়ে বল্‌তেন, নমস্কার কর, বর নে, বল—ঠাকর, যেন আমি সতীলক্ষ্মী হই, নারায়ণ—

মত যেন আমার স্বামী হয়, আর যেন আমি কুন্তীর মত পুত্রবতী হই। তা দিদি তোমরা বিবেচনা করে্য দেখ—আমার কি না হয়েছিল, সকলই তো হয়েছিল, তা আমার অদেষ্টই আমার সকল নষ্ট কর্‌লে! (সরোদনে)

কি বলিব দিদি মোর কপালের গুণ
দেখ কপালের গুণ লো কপালের গুণ।
নগরে উঠিতে লাগে বাজারে আগুন
দিদি বাজারে আগুন লো বাজারে আগুন॥
করিব সংসার সুখে বড় ছিল সাধ
মনে বড় ছিল সাধ লো বড় ছিল সাধ।
সে সাধে বিসাধ হলো ঘটিল প্রমাদ
তাতে ঘটিল প্রমাদ লো ঘটিল প্রমাদ॥
সুবোধ সুশীল দুটী হয়েছে সন্তান
দুটী হয়েছে সন্তান লো হয়েছে সন্তান।
স্বামির সোহাগে মোর বাড়িবে সম্মান
বড় বাড়িবে সম্মান লো বাড়িবে সম্মান॥
ছেলেদের বিয়ে দিয়ে নব বধূ নিয়ে
দুটী নব বধূ নিয়ে লো নব বধূ নিয়ে।

থাকিব গৃহিণী হয়ে সুখে ভর দিয়ে
দিদি সুখে ভর দিয়ে লো সুখে ভর দিয়ে॥
নানা মত ক্রিয়া কর্ম্ম যা আছে মানসে
দিদি যা আছে মানসে লো যা আছে মানসে।
হইবে কেননা হবে স্বামী আছে বশে
মোর স্বামী আছে বশে লো স্বামী আছে বশে॥
এই ভেবে মনে মনে ছিলাম গর্ব্বিণী
আমি ছিলাম গর্ব্বিণী লো ছিলাম গর্ব্বিণী।
সে গর্ব্ব করিল খর্ব্ব রাক্ষসী সতিনী
মোর রাক্ষসী সতিনী লো রাক্ষসী সতিনী॥
সতিনী গরলে ভরা সাপিনীর প্রায়
কাল সাপিনীর প্রায় লো সাপিনীর প্রায়।
হৃদয়ে নিদয় হয়ে দংশায় আমায়
সদা দংশায় আমায় লো দংশায় আমায়॥
বিষম বিষের বেগে শরীর ঘেরিল
মোর শরীর ঘেরিল লো শরীর ঘেরিল।
মণি মন্ত্র মহৌষধি কিছু না খাটিল
তাহে কিছু না খাটিল লো কিছু না খাটিল॥
অবশ হয়েছে অঙ্গ অস্থির পরাণ
মোর অস্থির পরাণ লো অস্থির পরাণ।

তথাপি রহেছে দেহে না করে প্রয়াণ
কেন না করে প্রয়াণ লো না করে প্রয়াণ॥
চিরদিন কিবা সুখে এ দেহে রহিবে
বলো এ দেহে রহিবে লো এ দেহে রহিবে
নিরবধি কত আর যাতনা সহিবে
বলো যাতনা সহিবে লো যাতনা সহিবে॥

(অত্যন্ত রোদন।)

কমলা। সুবোধের মা, আর কেঁদোনা, কেঁদোনা, মারা পড়্বে যে—আত্মহত্যা হবে?

সাবিত্রী। (সকাতরে) দিদি, এ অভাগিনীর কপালে কি বিধাতা মরণ লিখেছে তা তোমরা আমার মরণের ভয় কচ্যো?

কমলা। না, না, অমন করে্য আপনার মিত্যু আপনি ইচ্ছে কত্যে নেই। স্থির হও, চলো আমাদের বাড়িতে নে যাই, সেখানে এখন পাঁচ জনের সঙ্গে দেখা শুনা হবে কথাবাত্রা কবে।

বিমলা। সেই ভাল চলো, ওঠো, ভয় কি? ছেলে বিদেশে গেছে আবার আস্‌বে, ওঠো। আহা! সুবোধকে সুবোধ কে বলে, এম্‌নি করে্য মাকে ফেলে কি পালাতে হয়—পাগল ছেলে।

কমলা। আহা! সেও কি সাধ কর‍্যে গেছে গা? মনের ঘেন্নায় অমনি বেরিয়ে পড়েছে।

বিমলা। এমনো মনের ঘেন্না গা, এ দিগে যে মাতৃহত্যা হয় তার কি? (সাবিত্রীর হস্ত ধারণে উত্তোলন) চলো—

সাবি। কর্ত্তাবাবু কি নিষ্ঠুর হয়েছেন; তাঁর মনে এত ছিল?

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চমাঙ্ক।

বৈঠকখানা ঘর।

(গবেশবাবু একাকী সচিন্ত উপবিষ্ট।)

গবেশ। (স্বগত) শরীর টে কেন এম
হয়ে উঠ্‌লো? এ কি পীড়া? বৈদ্যে কিছু
স্থির কর্‌তে পাচ্যে না। কত রসাসিন্ধু, ক
বিষ্ণুতেল, কতই বা চতুর্মুখ, কিছুতেই কিছু উপ
শম হলো না। (উদ্গার তুলিয়া) উঃ, উদরট
যেন ক্রমে ফুলে ফুলে উঠ্‌চে। (দীর্ঘনিশ্বাস
কেমন গ্রহবৈগুণ্যই যে আমার হয়ে উঠে
কিছু বলা যায় না; সকল দিকেই বিভ্রাট্‌, সর
পুরের ক ঘর প্রজা পালালো, খাজানা একট
পয়সাও পেলেম না, আপনার বিষয় বিক্র
করে্য বেনামি করে্য রাখ্‌বো এ সূত্রে রমে
রায়ের সঙ্গে মোকদ্দমায় একেবারে সর্ব্বস্বা
হয়ে উঠ্‌লেম, সমুখে শশমাই উপস্থি
তফিলে টাকা নাই, তালুক খানিও বু
রাখ্‌তে পার্‌লেম না। (দীর্ঘনিশ্বাস) দীন

বন্ধো,তোমার ইচ্ছা! (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে এএএ—
হরে এএএ? ও মদো ওওও, মদো ওওও
(বিরক্তভাবে) কোন বেটাই শোনে না। হুঁঃ,
আমার যেমন সময় উপস্থিত! সংসারে সকলে-
রই কেমন কেমন ভাব হয়ে উঠেছে। পূর্ব্বে
কি ছিলো এখন কি হলো, আমার প্রতাপে
বাঘে গরুতে একত্রে জল খেতো! এখন আমাকে
কেউ গ্রাহ্যই কচ্চে না। পূর্ব্বে এই বৈঠকখানা
দিবানিশিই প্রায় লোকারণ্য থাক্‌তো, এখন
কেউ আর আসে না। এ কি! সেই সংসারের
দশা এখন কি এই হয়ে উঠ্‌লো? হা বিধাতঃ!
সাবিত্রী তখন তখন আমাকে কত ভক্তি শ্রদ্ধা
কর্‌তো, কত শুশ্রূষা কর্‌তো, কতইবা আমার
প্রতি যত্ন কর্‌তো, তা সে সুখেও আমাকে
বঞ্চিত হতে হয়েছে। আমার সুবোধ তো
অতি সুবোধ সন্তানই ছিল, তার গুণে আমার
মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল,সে অভিমানভরেই নিরুদ্দেশ
হলো, কোথা গেল, আছে কি না তারও সম্বাদ
পাইনে। তা এমন যে শোচনীয় অবস্থা
আমার ঘটেছে তার কারণই তো আমি, আমা
হতেই তো সকল হলো! (দীর্ঘনিশ্বাস ও

চিন্তা) তা যার জন্যে আমি এই সোণার সংসার ছার খার কর্‌লেম, যাকে পরিতুষ্ট কর্‌বার জন্যে আমি এই সকল অকার্য্য করেছি, যার প্রণয়পিপাসায় এই প্রবীণ বয়সেও আমি নবীনজনসেব্য পরিচ্ছদ পরিধান করে থাকি, যার জন্যে বিসদৃশ সামান্য আলাপ, সামান্য কথা লয়ে বালকের মত এখন রহস্য কর্‌তে হচ্চে, এমন কি, এ অবস্থায় নিধুর টপ্পার বই পর্য্যন্ত কিনিছি, আর আপনার পূজা আহ্নি কের সময়কেও সঙ্কোচ করে্য সেই অসা ঘৃণিত পুস্তক কণ্ঠস্থ করেছি, যার জন্যে এ দূর পর্য্যন্ত হলো সেই বা আমার প্রতি প্রস কৈ? সেই আনন্দ-শারিকাকে হৃদয়-পিঞ্জ আবদ্ধ কর্‌বার নিমিত্ত প্রণয় পাশ বিস্তার কর্‌তেও তো ত্রুটি করা যাচ্চে না, কিন্তু কৈ, সে তে কিছুতেই ধরা দেয় না, সে কুমতি পক্ষ আশ্র করে্য নিয়তই উড়ে বেড়াচ্যে। একি? (সুদীর্ঘ নিশ্বাস, পুনর্ব্বার অত্যুচ্চস্বরে) অরে এএ, মদো ওওও, অরে তামাক দিলিনে?

(নেপথ্য হইতে বিরক্তভাবে) আঃ, যাদি এই যে, তমাক চাইলেন তা আর গৌণ সয় না

এমন চাকুরীর মুখে ছাই, এবাড়ি থেকে পালাতে পার্‌লে বাঁচি।

গবেশ। (দীর্ঘনিশ্বাস) হুঁঃ "দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ সসর্পেচ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ" আমার অদৃষ্টে এখন সকলি ঘট্‌লো। (অধোমুখে চিন্তা)।

(চিত্ততোষের প্রবেশ।)

চিত্ত। (হাস্য করিয়া) বেশ্ হয়েছে, বিলক্ষণ হয়েছে, উত্তম হয়েছে। এমন না হলে কি যজমান? ঐ যে বলে "দেয় থোয় রাখে মান তারি নাম যজমান"। হুঁঃ হবেই তো, সেই সময়ই বারণ করেছিল বলে ওবাড়ির চাক্‌রী কাজ নাই, তা শুনি নি তারই এ প্রতিফল। এখন বাই আর কাজ নাই, কর্ত্তার কাছে জবাব দে পালাই। (নিকটে গিয়া) কর্ত্তাবাবু?

গবেশ! কি ভট্‌চায্, প্রাতঃ প্রণাম (কুড়ুলে নমস্কার)। কি খবর?

চিত্ত। আজ্ঞে খবর ভাল, আচ্ছা খবর। তিন বৎসর মাইনের দরুণ কিছুই পাইনি, সেই আধ্‌সের করো আলোচাল্, সে আবার

ভিজে, আর এক একটা বেঁড়ে ঠটে কলা, এতেই চল্‌ছিল, কিন্তু আজ্‌ বিলক্ষণ পেয়েছি।

গবেশ। কোথা পেলে?

চিত্ত। আজ্ঞে এই যে পীটে (পৃষ্ঠপ্রদর্শন)।

গবেশ। কি পেয়েছ ভাল করেই বল না শুনি; কে দেছে?

চিত্ত। আজ্ঞে, আপনার ছোট স্ত্রী। আচ্ছা দেছেন, কম্‌ বেশ্‌ আড়াইহাত লম্বা হালি-শহুরে খেঙুরা—খুব্‌ ঘা পাঁচ ছয়।

গবেশ। সে কি? সে কি?

চিত্ত। আর সে কি! এই দেখুন্‌ না, এখনো দুটো চাট্যৈ কাটি ফুটে আছে।

গবেশ। কি, রকম কি?

চিত্ত। রকম আবার কি? ঝাঁটার বাড়ি বিষ কি পঞ্চাশ পর্য্যন্ত ঝেড়ে দেছেন। তা আর চাকুরী কাজ নাই মোশাই, আমি চল্‌লেম। (গমনে উদ্যত)।

গবেশ। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, শুনি না বৃত্তান্তটাই কি? আঁ্যা! তিনি বড় দুর্ম্মুখী বটে, তাঁর মুখ খানিই চলে জানি——

চিত্ত। আজ্ঞে, হাত্‌খানিও বিলক্ষণ চলে, কেন আপনি কি আজও টের পান নি?

গবেশ। তা তোমাকে মাল্যেন কেন?

চিত্ত। জান্‌বো কেমন কর্য়ে? আমি দুধ্ রাখ্‌তে গিছিলেম।

গবেশ। (আত্মগত) এ কেমন হলো? আমিতো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্যিনে।

(তমাক লইয়া মদোর প্রবেশ।)

(প্রকাশে) ওরে মদো, তমাক থাক, ভগিকে শীঘ্র ডেকে আন্‌তো।

মদো। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

গবেশ। (তমাক টানিতে টানিতে) বৃত্তান্ত টা কি? ভট্‌চায্, বলো দেখি শুনি, তুমি কিছু বলেছিলে?

চিত্ত। আজ্ঞে কিছুই না, শীতল দিয়ে দুধ্ টুকু আপনার ঘরে রাখ্‌তে গিছিলেম।

গবেশ। না, উঁহুঁঃ, কিছু হয়ে থাক্‌বে, এমন মার্‌বেন কেন?

(ভগির প্রবেশ।)

ভগি। কত্তাবাবু কি আমাকে ডাক্‌চেন?

গবেশ। ভগি, এ কি রে? ব্রাহ্মণ, পুরো-হিত, আবার নিরপরাধী, এঁর প্রতি এতদূর অত্যাচার?—এ দিগে আয় না, বৃত্তান্তটা কি বল না শুনি?

ভগি। না, ও এমন কিছুই নয় (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) হাঁ গা দাদাঠাকুর! পীটে একটু তেল এনে দেবো?—দিলে ভাল হতো, (গবে-শের প্রতি সহাস্যবদনে) এই দেখুন্ বাবু মোশাই বল্‌বো কি গো অভাগ্যির কথা বল্‌বো কি! বামুনের ছেলের গেরো গো গেরো! কেমন কুক্ষণে বাড়ীথেকে আজ্ পা বাড়িয়ে ছিলেন, ছোটো মা ঠাকুরণ ঠাওর পান্‌নি, তাঁরো নিতান্ত দোষ নাই, অন্ধকারে কি দেখা যায় গা, ওটা আপনাকে ভেবেই হয়েছে। তা যা হোক, ওঁর উপর দেই গেছে, ভাগ্যিস্ আপনি যান্‌নি, এই কাহিল শরীর, ব্যামো-শ্যামো, না গেছেন হয়েছে ভাল।

গবেশ। (বিরক্ত হইয়া) কি হয়েছে কথা-টাই বল না শুনি?

ভগি। আজ্ঞে সব তবে বলি শুনুন্। আজ সেই দুপর বেলা বড় মাঠাকুরণ যখন কাঁদেন

তখন তাঁকে শান্ত কর্‌তে আপনি তাঁর ঘরে গিছিলেন কি না?

গবেশ। (ঈষৎ ক্রোধে) হাঁ গিছিলেম, যাবোই তো, স্ত্রীলোকটা একেবারে মারা পড়ে, আমার কি শরীরে দয়াধর্ম্ম নাই?

চিত্ত। (স্বগত) তাতো যথেষ্টই আছে।

ভগি। তাতেই ছোটমাঠাকুরণ বড় রেগে-ছেন্,সেই অবধিই বল্‌চেন শুন্‌চি,আজ্ মিন্সেকে স্বহস্তে ঝেঁটাপেটা কর্‌বো। তা আমরাও কতো বলেছিলুম গো বলেছিলুম—বলি ও কথা কি বল্‌তে আছে পাগোলের ঝি? যার পর নাই স্বামী পিতৃতুল্‌—মর গুরুলোক, অমন করে্য বল্‌তে নেই। তা এই দেখ বাবু, বলেন্ কি? বলেন কিসের গুরু? বল্যে আরো যে এক্টা দুর্ব্বাক্যি বল্‌লেন সে কথা আর আপনার কাছে বল্‌বো কেমন করে্য, শুনে আমরা কাণে হাত্ দে পালালেম। তার পর খেলেন দেলেন, ও বাড়ীর চন্দ্রকলা ঠাকুরণ এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে কত হাসি তামাসা হলো, আমরা ভাব্‌লেম বুঝি ভুলে গেছেন, তা উনি আপনাকে মার্‌বেন বল্যে যে অন্ধকারে খেঙরা নিয়ে বস্যে আছেন,

তা তো আর জানি নে, আমি ঠাকুরঘরে বাসন আন্‌তে গিছিলেম, এসে দেখি এই পৰ্ব্ব, পুরুত ঠাকুর শীতলের দুধ্ রাখ্‌তে ওঁর ঘরে সবে মাত্র ঢুকেছেন, অমনিই হয়ে গেছে, তা এমন অধিক হয় নাই, ঘা পাঁচ ছয়।

[হাসিতে হাসিতে ভগির প্রস্থান।

চিত্ত। না অধিক হয় নাই, আরো মানস থাকে আবার এখানে আস্‌তে বলো।

গবেশ। থাক্ থাক্, ও কথায় আর কাজ নাই। (বাক্স খুলিয়া) এই নেও, তোমায় পারিতোষিক কিছু দিলাম। (১০ টাকা প্রদান)।

চিত্ত। (টাকা লইয়া আহ্লাদে স্বগত) ঘা ছুচ্চেরেই ৫।৬ মাসের মাইনে আদায় হলো।

গবেশ। না, তোমার বড় লাগে নি।

চিত্ত। আজ্ঞে না, কিছুই না।

গবেশ। ও মিষ্টি ঝাঁটা।

চিত্ত। আজ্ঞে, তার আর জিজ্ঞাসা কি? অমন মিষ্টি ঝাঁটা যে না খেয়েছে তার জীবনই বৃথা।

গবেশ। এই দেখ, একটা কথা বলি, এ কথা

যেন প্রকাশ না হয়, প্রকাশ হল্যে লোকে আমাকে স্ত্রৈণ বল্‌বে।

চিত্ত। হাঁ! ও অখ্যাতিটি কিন্তু আপনার কেউ কর্‌তে পার্‌বে না।

গবেশ। স্ত্রৈণ হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম।

চিত্ত। আজ্ঞে, তা বটেই তো।

(নেপথ্যে রোদনচ্ছলে সংগীত।)

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী,—তাল আড়াঠেকা।

আমার কি দশা হলো।
এই কি এ অভাগিনীর্ কপালে ছিলো॥
ব্যথার ব্যথী কেবা আছে,
জুড়াব আর্ কার্ কাছে,
যারে প্রাণ! সব আমার যেখানে গেলো।
দুখিনী জীবন ধন,
সোণার সুবোধ মম,
কাটিয়ে স্নেহ বন্ধন, কোথা লুকালো॥
আর কেন মিছে মায়া,
ত্যেজিয়ে এ পাপ কায়া,
চিতানলে চিতানল করি শীতলো॥

গবেশ। (শঙ্কিতভাবে) ও কি, কে কাঁদে?

চিত্ত। (স্বগত) কাঁদ্‌বার লোকের অপ্রতুল কি আছে? আপনার এতো বাড়ী নয়, শ্মশান ভূমি বল্‌লেই হয়।

গবেশ। ভট্‌চায্, তুমি দেখে এসো, দেখে এসো। অত্যন্ত কাঁদ্‌চে যে।

চিত্ত। আজ্ঞে, আমি দেখে আসি গে, কিন্তু বাড়ির ভিতরে যেতে ভয় করে আবার তো হবে না। [প্রস্থান।

গবেশ। (স্বগত) চন্দ্রলেখা আমাকে মাত্যে পান্‌নি বল্যে সাবিত্রীকেই কি গে মার্‌লেন নাকি। আহা! তা হলে মাগী আর বাঁচ্‌বে না, একে পুত্রশোকে কাতর, অতিশীর্ণ হয়েছে। (অধোমুখে চিন্তা)।

(চিত্ততোষের পুনঃ প্রবেশ।)

(প্রকাশে) ভট্‌চায্ কি ও? কে কাঁদে?

চিত্ত। না না, ও কিছু নয়। একপ্রকার হলো ভালো, ঐ ঘরটা এখন গোলঘর হবে।

গবেশ। কোন্ ঘরটা

চিত্ত। ঐ সুবোধ বাবুর মাকে যে গাল-পাতার ঘর বেঁধে দিছিলেন।

গবেশ। সে তবে কোথায় থাক্‌বে ?

চিত্ত। তিনি গেছেন।

গবেশ। কোথা গেল ?

চিত্ত। এত দিনের পর আপনার সকল যন্ত্রণা দূর হয়েছে, তিনি গলায় দড়ি দে মরেছেন, তাই সাবি কাঁদ্‌চে ঐ যে, শুন্‌চেন না ?

গবেশ। বলো কি ? বলো কি ? গলায় দড়ি দে মরেছে ?

চিত্ত। এই আমি দেখে এলেম, তা আপনি এত ব্যস্ত হচ্যেন কেন ? চাকরেরা দড়ি কেটে বার্‌ করেছে। আপনি ও সামান্য কথায় কাণ দেন কেন ?

গবেশ। (উঠিয়া সবিষাদে) কি সর্ব্বনাশ হয়েছে !

চিত্ত। না না, আপনি কেন উৎকণ্ঠিত হন ? এতো কষ্ট করে্য আপনার যাবার প্রয়োজন কি ? (গবেশের সত্বর প্রস্থান) যাবেন না—যাবেন না, গেলেন——তবে আমিও যাই, দেখি গে।

[চিত্ততোষের প্রস্থান।

ইতি পঞ্চমাঙ্ক।

ষষ্ঠাঙ্ক।

গবেশ বাবুর বাটীর বহির্ভাগ।

(গ্রাম্যের প্রবেশ।)

গ্রাম্য। (স্বগত) শুন্‌লেম গবেশবাবু অত্যন্ত পীড়িত হয়েছেন, তা একবার দেখে আসা উচিত হয়, দেশস্থ বড়মানুষ, যাই এক-বার। (কিঞ্চিদ্গমন)।

(চিত্ততোষের প্রবেশ।)

চিত্ত। আহা একেবারে যেন সর্ব্বনাশ হয়েছে।

গ্রাম্য। (শঙ্কিতভাবে) কি হয়েছে? কি হয়েছে?

চিত্ত। (সহাস্যবদনে) আর কি হয়েছে! মোশাই—ঐ দেখুন্ না—ব্রাহ্মণ একেবারে মাথা ধর্য়ে বসেছে। এই সবে স্বস্ত্যেন কর্‌তে আরম্ভ করেছিলেন, আহা নৈবিদ্যির মোণ্ডাটা কাগে কলা দেখিয়েছে (অত্যন্ত হাস্য)। ব্রাহ্মণের ছেলের আভার চিন্তা উপস্থিত, যেন তালুক নিলেম হয়ে গেছে। (পুনর্ব্বার হাস্য)।

গ্রাম্য। (বিরক্ত ভাবে) আরে সে রহস্য থাক্ এখন, বাবু কেমন আছেন বল দেখি শুনি?

চিত্ত। বাবুর পীড়া বাড়াবাড়ি।

গ্রাম্য। বলো কি?

চিত্ত। আর বলো কি, ডাক্তার জবাব দে গেছে।

গ্রাম্য। উঃ, এত দূর পর্য্যন্ত হয়ে উঠেছে? রোগটা কি কিছুই স্থির হলো না?

চিত্ত। ডাক্তার কি একটী ইংরেজি নাম বল্লে বুঝ্তে পার্লেম না।

গ্রাম্য। দিশী চিকিৎসা কিছু বিশেষ কর্যে করা হয়েছিল?

চিত্ত। না—এই এখন আমাকে ব্যাধিনাশন সেনকে ডেকে আন্তে বল্লেন, তাই যাচ্যি।

গ্রাম্য। হাঁ, যাও যাও, তিনি বিলক্ষণ বিজ্ঞ বটেন। তা এখন বাবুর কাছে কে কে আছে?

চিত্ত। না আর কেউ নাই, কেবল সুধীর সেখানে বস্যে আছেন।

গ্রাম্য। সুধীর বাবুর কাছে গেছেন?

চিত্ত। তিনি প্রথমে যেতে চান্নি, তার

পর বাবুর অত্যন্ত আকিঞ্চন, লোকের উপর লোক, তাই এই আজ্ সবে গেছেন।

গ্রাম্য। সুধীর গেলে বাবু তাঁকে কি বল্‌লেন?

চিত্ত। বাবু তাঁর নিকটে কত দুঃখ কল্যেন, তার পর আর সকলকে বাইরে যেতে বল্‌লেন। এখন তাঁদের দুজনে কি বিশেষ কথা হচ্যে।

গ্রাম্য। কোন বিষয় আশয়ের কথা হবে—তবে এখন সেখানে আমার যাওয়া উচিত নয়। তা তুমি যাও, কবিরাজ মোশাইকে ডেকে আনো গে।

চিত্ত। হাঁ, আমি যাই, আমাকে শীঘ্র যেতে বলেছেন। (চিত্ততোষকের প্রস্থান)।

গ্রাম্য। (স্বগত) রোগ টা বাড়াবাড়ি হয়েছে? উঃ, সম্বাদটা শুনে অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। যা হৌক, এতো কষ্ট পেয়েও যদি বাঁচেন তা হলেও ভাল। কিন্তু যে রোগের কথা শোনা যাচ্যে সে তো বড় ভয়ানক কথা। কেউ কোন ঔষধ খাইয়েছে তাতে উদরে এক প্রকার কুষ্মাণ্ডাকৃতি উদ্ভিৎ পদার্থ জন্মেছে। তা এ কথা যদি সত্য হয়,

তা হলে জীবনে সন্দেহ বটে। তা হবারও বিচিত্র কি? সংসারে সাপত্ন্য দোষ থাক্‌লে কি না ঘট্‌তে পারে? শুনেছি উভয় স্ত্রীই পরস্পর বিলক্ষণ মনোদুঃখে ছিলেন, জ্যেষ্ঠা ক্লেশ সহ্য কর্‌তে না পেরে উদ্বন্ধনে জীবনপর্য্যন্ত ত্যাগ করেছেন। তা কা হতে যে কি হয়ে উঠেছে তা কে বল্‌তে পারে? যা হোক, ঈশ্বরেচ্ছায় এখন বাবু আরোগ্য হলে বাঁচা যায়। তা এখন তবে আমি যাই আর এক সময় আস্‌বো। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

গবেশবাবুর বাটীর সম্মুখ।

(বিষণ্ণবদনে সুধীরের প্রবেশ।)

সুধীর। (দীর্ঘনিশ্বাসে স্বগত) গবেশবাবু গেলেন! আহা! দোষে গুণে মানুষটী নিতান্ত মন্দ ছিলেন না, এ দেশ অতিনিঃস্ব দেশ, গবেশ বাবুই বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যসম্পান্ন ছিলেন, যেরূপে হউক দশজনকে অন্ন দিচ্ছিলেন! আহা! তারা

এখন নিরাশ্রয় হলো! কি দুর্ভাগ্যের বিষয় দেখ! হুঁঃ সুবিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি মধ্যে একটী সুচ্ছায় ফলবান্ মহাবৃক্ষ ছিল, দেশায় দুষ্প্রথা-কীটে তা সমূলে উন্মূলন কর্‌লে। আহা! তদাশ্রিত বিহঙ্গকুল এখন আশ্রয়ান্তর অন্বেষণে কে কোথায় যাবে! সকলি ঈশ্বরেচ্ছা! (দীর্ঘ নিশ্বাস) সে যা হবার তা তো হয়েছে, তার আর উপায় নাই, এখন সুবোধ লক্ষ্মণৌতে গিয়ে থাক্‌লেন। কি করেই বা তাঁকে এখন আনান যায়। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) উঃ, একেবারে এই সকল ভয়ানক সম্বাদ সুবোধ শুন্‌লে রক্ষা থাক্‌বে না, এখানে এসে শোনেন তা হলেও বাঁচি।

(বৈদেশিকবেশে সুবোধের প্রবেশ।)

সুধীর। (দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে) এই যে সুবোধবাবু! এসেছ?

সুবোধ। আজ্ঞে হাঁ।

সুধীর। এসো, এসো! (নিকটে আসিয়া সুবোধের প্রণিপাত) থাক্ থাক্, প্রণাম করা এখন থাক্। এত দিন কোথা ছিলে?

সুবোধ। আজ্ঞে লক্ষ্মণৌতে গিছিলেম।

সুধীর। হাঁ, তা তো শুনেছি, তা এখন কি সেখানথেকেই আসা হলো?

সুবোধ। আজ্ঞে হাঁ, এই আস্‌চি।

সুধীর। উঃ, বড় ঘামটা হয়েছে, এই বৃক্ষের ছায়াটাতে একবার বসো। (হস্তধারণ।)

সুবোধ। মোশাই, এখন বস্‌বো না। আমি একবার আগে মাকে দেখে আসি।

সুধীর। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! কি বলি এখন? যা হোক, একে তো এখন ছেড়ে দেওয়া হবে না। (প্রকাশে) তা যেয়ো এখন, তা তোমার মাতুল ভাল আছেন তো? তাঁর কর্ম্ম কাজ কিরূপ চল্‌চে?

সুবোধ। পণ্ডিত মোশাই, আমার মা কি বঁচে নাই?

সুধীর। কেন, কেন? এমন কথা বল্‌চো কেন? কোন মন্দ সম্বাদ শুনেছিলে না কি?

সুবোধ। (সভয়ে) কি মন্দ সম্বাদ?

সুধীর। (ত্রস্তভাবে) না না, তা বলি না, বলি--বলি—তা আজি কি লক্ষ্মণৌ থেকেই

এলে? তোমার মাতুল যে তোমাকে একা ছেড়ে দিলেন? তাই বল্‌চি।

সুবোধ। পণ্ডিত মোশাই, আমার অন্তঃ-করণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, সে সব কথা আপনার নিকটে পরে নিবেদন কর্‌বো। আগে একবার মাকে দেখে আসি।

সুধীর। আঃ, কথাটাই রাখো না, একটু বসো (ধরিয়া বসাইলেন)। দেখ্‌তে পাচ্চি পরিশ্রমটা বড় হয়েছে, বিশ্রাম করো, তার পর যাবেই এখন, এত ব্যাকুল হয়েছ কেন?

সুবোধ। মোশাই, ব্যাকুল হয়েছি কেন তা বল্‌বো? সেখানে একটা ভারি দুঃস্বপ্ন দেখে-ছিলেম।

সুধীর। দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে? তা দেখেই-ছিলে, তাতে এতো ব্যাকুল কেন? স্বপ্নে কে কি না দেখে—একটু স্থির হও।

সুবোধ। মোশাই, স্থির হতে পারিনে। মন এমনি ব্যাকুল হয়েছে, বল্‌বো কি? গাড়ি অন্যদিন যে সময় আসে আজ্ তার চেয়ে একটু বিলম্ব হয়েছিল তাতে বোধ হতে লাগ্‌লো আমার হাত পা যেন কে বেঁধে রেখেছে।

সুধীর। হাঁ, হতে পারে, প্রায় দু তিন মাস গেছিলে, বিদেশে তো কখন যাওনি।

সুবোধ। না, তার নিমিত্তে নয়, অত্যন্ত দুঃস্বপ্নটা দেখেছি।

সুধীর। কি বল দেখি শুনি, কি স্বপ্নে দেখে ছিলে?

সুবোধ। (সকাতরে) এখন বল্‌বো?

সুধীর। তা বলই না, কিরূপ স্বপ্ন দেখে-ছিলে বলো, তার পর যেয়ো এখন।

সুবোধ। মোশাই, সে অতি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন। মনে কর্‌লে প্রাণ কেঁদে উঠে। এই গত বুধবার রাত্রি শেষে স্বপ্নে দেখ্‌লেম, যেন মা অতি মলিন বেশে আমার নিকটে এসে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে বল্‌লেন "হাঁরে সুবোধ! আমি সাধ করো্য তার নাম সুবোধ রেখেছিলেম, এখন জান্‌-লেম তোর চেয়ে নির্বোধ সন্তান আর ত্রিভুবনে নাই। দুঃখিনী জননীকে ফেলে এমন করো্য কি পালিয়ে আস্‌তে হয় বাছা? তোর মাতৃহত্যার ভয় নাই? আমার আর কে আছে বল্‌দেখি? তুই আমাকে কোথা ফেলেএসেছিস্‌,এসে নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে রয়েছিস? তুই আমার পুত্র না

শত্রু? চন্দ্রলেখা আমার সতিন, সে আমার কি শত্রুতা করে্য উঠ্‌তে পেরেছে? সামান্য ভোগ-সুখেই আমাকে বঞ্চিত করেছে বৈ তো নয়, কিন্তু বাছা তুই আমাকে জীবন পরিত্যাগ পর্য্যন্ত করালি”—এই কথা বলেই যেন ক্রোধ-ভরে চলে গেলেন, আর দাঁড়ালেন না। আমি অমনি মা মা করে্য অপরিস্ফুট শব্দে কেঁদে উঠ্‌লেম, মনে হতে লাগ্‌লো বলি—এ কি! মা আমাকে তো কখনো দুর্বাক্য বলেন না। আমি তো আমি, এঁর মুখে রূঢ় কথা কেউ কখন শোনে নাই। তা কেন এমন হলো?—স্বপ্নে যত এই সকল কথা মনে হতে লাগ্‌লো তত আরো কেঁদে উঠ্‌তে লাগলেম, সেই কান্নার শব্দেই নিদ্রাভঙ্গ হলো।

সুধীর। উঃ, স্বপ্নের কথা শুন্‌লে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। (স্বগত) সত্যওতো তাই ঘট্‌লো।

সুবোধ। সেই স্বপ্ন দেখে আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লেম, মামা আমার কাতরতা দেখে অমনি আমাকে আস্‌তে অনুমতি কর্‌লেন, আমি সেই দিনই গাড়িতে উঠলেম,

সই অবধি আর কদিন তো নিদ্রা হয় নাই, দি একটু আধটু তন্দ্রা আস্‌তো অমনি সেই াব স্বপ্নই উপস্থিত, এতে আমার মন যে কি য়েছে তা আমি কথাদ্বারা জানাতে পারিনে। মন যে রেলগাড়ি এও যেন কুর্ম্মগতির ন্যায় ামার বোধ হলো। মোশাই, বল্‌বো কি,এইরূপ সঙ্গত প্রত্যাশাও আমার মনে সর্ব্বদা হয়েছল যে, যদি মনের সঙ্গে শরীরের আস্‌বার ান কৌশল থাক্‌তো। তা এখন আর আমি লম্ব করতে পারিনে, একবার মাকে দেখে াসি, (সজলনয়নে) আমি অনেক দিন তাঁকে বলে ডাকি নি।

সুধীর। (স্বগত) কি হৃদয়-বিদারক কথা! প্রকাশে) সুবোধ, একটু স্থির হও, স্থির হও, য়ো এখন। এই দেখ, আমাদের সেই বহু-বাহনিবারিণী সভার এখন বিলক্ষণ উন্নতি য়েছে।

সুবোধ। পণ্ডিত মোশাই, আমাকে যেতে চ্যেন না কেন? এতেও আমার আরো ন্দেহ হচ্যে। মোশাই, যথার্থ বলুন দেখি,

আমার মা তো বেঁচে আছেন?——কৈ, কিছু বল্‌চেন না যে?

সুধীর। (দীর্ঘনিশ্বাস) সুবোধ, কি বল্‌বো, সকলি দৈবাধীন কার্য্য!

সুবোধ। (সবিষাদে) অ্যাঁ, তবে কি আমার মা নাই? (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

সুধীর। (ত্রস্তভাবে) এ কি? এ কি? সুবোধ, ও সুবোধ, অমন করে্য পড়্‌লে কেন? আঁা! ওঠ, ওঠ। এ কি? মূর্চ্ছা হলো না কি?—তাই তো, মূর্চ্ছাই যে হয়েছে দেখ্‌ছি। কি করি এখন! (চতুর্দ্দিক অবলোকন ও বস্ত্রদ্বারা ব্যজন) মূর্চ্ছা হবে আশ্চর্য্য কি? আমি এই জন্যেই এতো যত্ন কচ্ছিলেম, বলি আপাততঃ ক্ষণকাল যদি না শুনিয়ে রাখ্‌তে পারি। কিন্তু সেটা হয়ে উঠ্‌লো না। আহা মাতৃবৎসল, এক্ষে মাকে স্বপ্নে দেখেই ব্যাকুল হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে আস্‌চে, তাতে একটু বিশ্রাম করাতেও পার্‌লেম না। হুঁঃ, এ সকল কথা কি শোনাতে হয়? মনই জান্‌তে পারে। মাতৃ-বাৎসল্য কি সাধারণ সামগ্রী? যেখানেই যাওনা কেন, গিরিদরী, নদ নদী, বিপুল মরুভূমি, ব্যবধানই থাক, আর

যেখানেই থাক, মাতৃস্নেহ অলক্ষিত রূপে সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সে স্নেহ-শৃঙ্খল ভঙ্গ কেউ কি কখনো কর্‌তে পারে? সুবোধ বাবু, ও সুবোধ বাবু—উঁহুঁঃ (শিরশ্চালন) এখনো চৈতন্য হয় নাই, কি করি? আহা! লক্ষ্মণৌতে গিয়ে রয়েছিলেন, এখানে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে, কেউ সম্বাদ দেয় নাই, তবু অন্তত স্বপ্নেও সেই অমঙ্গলের কথা জান্‌তে পেরেছে, শোণিত সম্বন্ধের এমনি মহীয়সী শক্তিই বটে। সুবোধ, ও সুবোধ, সুবোধ বাবু, ওঠ ওঠ।

সুবোধ। (চৈতন্য পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস, কিঞ্চিৎ পরে সরোদনে) মা—মা—আমি কি আর তোমাকে দেখ্‌তে পাবো না! মা বল্যে ডাক্‌তেও পাবো না! মা বলা কি আমার জন্মের মত ঘুচ্‌লো! মা—আমি যে তোমাকে স্বপ্নে দেখে এত ব্যাকুল হয়ে আস্‌চি, তা আর কি আমাকে তুমি দেখা দেবে না! এই জন্যেই কি স্বপ্নে জন্মশোধ দেখা দিতে গিয়েছিলে! মা—তেমন মিষ্ট করে্য সুবোধ বল্যে আর আমাকে কে ডাক্‌বে! এত স্নেহ আমাকে কে কর্‌বে! মা—আমার প্রতি তোমার কতই আকিঞ্চন

ছিল; আমি যখন হই নাই, ঈশ্বরের নিকটে সন্তানের নিমিত্তে কতই প্রার্থনা করেছিলে; আমাকে গর্ব্ভে ধারণ কর্য়ে কতই ক্লেশ পেয়েছিলে; কিন্তু আমি ভূমিষ্ঠ হলে আমাকে দেখেই সে সকল দুঃখ বিস্মৃত হয়ে গিছিলে! পুত্র প্রসব কর্‌লেম বল্যে তোমার কতই সন্তোষ জন্মে ছিল, অনন্যমনা হয়ে আমার লালন পালনে প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিদণ্ডে, এবং প্রতিক্ষণে, তুমি কতই বা ব্যাকুল হয়েছিলে; আমার শরীরের সঙ্গেই তোমার আনন্দ বৃদ্ধি পেয়েছিল! আমার অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সংস্কারের দিনগুলি তোমার কি আনন্দময় হয়েছিল! আমি পীড়িত হলে তোমাকে পীড়িতের ন্যায় ব্যবহার কর্‌তে হতো; আমি ক্ষণকাল নয়নের অগোচর হল্যে তুমি বৎসহারা গাভীর ন্যায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়্‌তে; আমি ভোজন কর্‌লেও ভোজন করাতে যত্ন কর্‌তে; সুস্বাদু সুমিষ্ট সামগ্রী আমি না খেলে তুমি তৃপ্ত হতে না; সংসারে সাপত্ন্যদুঃখে দিবানিশিই দগ্ধ হতে কিন্তু আমাকে দেখ্‌লেই তোমার সে সকল ক্লেশ দূর হতো!

মা—তোমার এত স্নেহ আমার প্রতি ছিল, আমি তোমার কি করলেম? কিছুই করতে পারলেম না! মা—তুমি আমাকে কেন গর্ব্ভে ধারণ করেছিলে? কেনই বা এত কষ্ট পেয়ে আমাকে প্রতিপালন করেছিলে? আমি অতি অকৃতজ্ঞ, আমি অতি নরাধম, আমা হতে তোমার কিছুই হলো না, মৃত্যুকালে চখে একবার দেখ্তেও পেলেম না! হা! আমার কি হলো! মা আমার কোথায় গেল! এত দিনে আমি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হলেম! (দীর্ঘ নিশ্বাস ও ক্ষণ বিলম্বে) পণ্ডিত মোশাই, মায়ের আমার কি পীড়া হয়েছিল? পীড়া হলে কি কোন চেষ্টা হয় নাই? পিতা কি চিকিৎসক দেখান্ নাই? কোন ঔষধ সেবন করান্ নাই? সুশীলও কি নিকটে ছিল না? সুশীলকেও কি মায়ের নিকটে এনে দেওয়া হয় নাই? কেউ কি আমার মায়ের শুশ্রূষা করে নাই? মা কি আমার দীনদুঃখিনীর ন্যায় প্রাণত্যাগ করেছেন? মৃত্যুকালে মা কি আমাকে সুবোধ বল্যে ডেকে ছিলেন? কিছু বলেছিলেন?

সুধীর। (সজল নয়নে) সুবোধ, তোমার

এই সকল সকরুণ বিলাপ শুন্‌লে পাষাণও দ্রব হয়; স্থির হও, স্থির হও, আর কাতর হয়ো না, তোমার কাতরতায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্যে, আর সহ্য কর্‌তে পারি নে। শান্ত হও শান্ত হও, স্থির হও, স্থির হও, কি কর্‌বে, যার উপায় নাই তার নিমিত্তে শোক কর্‌ল্যে কি হবে? "ভবিতব্যং ভবত্যেব" যা হবার হয় তা কে রাখ্‌তে পারে। দেহটা তো রক্ষা কর্‌তে হবে, তুমিতো আর অজ্ঞান নও, শোক সম্বরণ কর, ওঠ।

সুবোধ। (ক্ষণকাল পরে উত্থিত হইয়া) আপনি কি বলেন্? আমি মাতৃহীন হয়ে দেহ রক্ষা কর্‌বো? আপনি আমাকে এমন অনুমতি কর্‌বেন না।—এ সম্বাদ শুনে এখনো যে হৃদয় বিদীর্ণ হলো না এই আশ্চর্য্য। আমার হৃদয় কি কঠিন! কঠিন না হলেই বা এ অবস্থায় দুঃখিনী জননীকে ফেলে যেতে পার্‌বে কেন? আপনিও তো আমাকে নিষেধ করে ছিলেন্ তা আমি শুনি নাই—গুরূপদেশ অবহেলন করেছি, সুতরাং আমিই মাতৃহত্যা করেছি বল্‌তে হবে, সেই মাতৃহত্যা মহাপাপে আমিই পাতকী হয়েছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ-

ত্যাগ বৈ আর কি আছে! আমি নৃশংস, নিষ্ঠুর, মাতৃবধকারী, আমাকে আপনি স্পর্শ কর্‌বেন না, আমাকে ছেড়ে দিন্, আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি, নতুবা আমার আর নিষ্কৃতি নাই।

সুধীর। সুবোধ, তুমি নির্ব্বোধ নও, সকলি জানো, তোমাকে আমি এখন কি উপদেশ দেব, আপনা হতেই আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করো, এবিষয়ে উপদেশ প্রদানে কোন ফল দর্শে না, তবে এই বল্‌তে পারি, তুমি আত্মহত্যা কর্‌লে তোমার মায়ের কি প্রত্যুপকার করা হবে? কেবল পাপান্তর পরিগ্রহ বৈ তো নয়। ভাল সুবোধ, তুমি যে আত্মঘাতী হতে উদ্যত হয়েছ? তোমার অপরাধ কি? তোমার পাপ কি? তুমি কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে? বিবেচনা কর্‌তে গেলে তোমার পিতাকেই এ বিষয়ে পাপী বল্‌তে হয়। তিনি স্ত্রী-পুত্রসত্ত্বে কি কুকার্য্য করেছেন বল দেখি, ইচ্ছাপূর্ব্বক দারান্তর পরিগ্রহ একি সামান্য মহা পাতক?

সুবোধ। আপনিও তো পিতাকে অনেক নিষেধ করে ছিলেন?

সুধীর। হাঁ, তা শুন্‌লেন কৈ? কেনই বা শুন্‌বেন "দীপনির্ব্বাণগন্ধঞ্চ সুহৃদ্বাক্য মরুন্ধতীং ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ" যে ব্যক্তি গতায়ু সে বন্ধুলোকের উপদেশ কখনই গ্রহণ করে না। সুবোধবাবু, তোমার পিতা ঐশিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন তারই এ সকল ফল হাতে হাতেই পেলেন। মনে করো দেখি, পূর্ব্বে তোমাদের সংসারটী কেমন উৎসবময় ছিল, নিয়তই নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ, সর্ব্বদাই অতিথি অভ্যাগত লোক কুটুম্বের সমাগম, তার পর তো দেখেছ, সেই আনন্দময় রাজসংসার একেবারে শ্মশানভূমির ন্যায় হয়ে উঠে ছিল, তোমার পিতাই তো এই সকল করেছেন। তোমার মায়ের নাম সাবিত্রী, সাবিত্রী তো সাবিত্রীই ছিলেন, তোমার পিতা দারান্তর পরিগ্রহ করে্য এমন পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী-ধনে বঞ্চিত হলেন; বিষয় বিভব প্রায় সমুদায়ই অবিবেচনা-মুখেই আহুত কর্‌লেন; তার পর পরিশেষে আপনিও গেলেন।

সুবোধ। পণ্ডিত মোশাই কি বল্‌লেন? আমার পিতারও পরলোক হয়েছে! তবে

বলুন্ না কেন সর্ব্বনাশই হয়ে গিয়েছে। হা অদৃষ্ট! আমার কপালে এত ছিল! (রোদন)।

সুধীর। সুবোধ, বাপু, এতে তুমি শোক করতে পারো না, এ সকল ঐশিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, জান তো,—দেখ, কেহ যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার চরণে কুঠারাঘাত করে, তবে তার চরণ ছিন্ন দেখে কি অন্যের শোক হয়? বরং স্বকর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করলে বল্যে সেই ফল-প্রদাতা জগদীশ্বরকে সকলি ধন্যবাদ প্রদান করে থাকে। তোমার পিতা বহুবিবাহ-বিষ ক্রয় করো্যে আপনার মরণ আপনিই আহ্বান করেছেন, তাঁর নিমিত্তে শোক কি?

সুবোধ। (সজল নয়নে) মোশাই, আমি পিতৃ মাতৃ উভয় বিহীন হয়ে পড়্লেম! আমার সকলি গেল!

সুধীর। বৎস! কি কর্বে বল? দেখ বহু-বিবাহ দুষ্প্রথার অনুমোদনই মূল, সুহৃদ্বাক্য না শোনাই বৃক্ষ, সতী স্ত্রীর অবমাননাই পুষ্প—সময়ে তারই এই সকল ফল ফল্লো!!!

সুবোধ। (দীর্ঘনিশ্বাস) পিতার কি সেই পীড়াই বৃদ্ধি হয়ে ছিল?

সুধীর। হাঁ, তুমি তো তা দেখেই গেছিলে, বলেও ছিলে পিতার যেরূপ শারীরিক অবস্থা জীবনে সম্পূর্ণ সন্দেহ জম্মেছে। তা ক্রমে তাই ঘট্‌লো। সম্প্রতি এই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আমাকে ডাকিয়ে বিস্তর দুঃখও প্রকাশ করেছিলেন, স্ত্রীপুত্র সত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহরূপ যে অবৈধকার্য্য করেছেন তারও অনেক অনুতাপ করেছিলেন, তা তাতে এখন আর কি হতে পারে? আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার ঘরে আগুন দে মট্‌কা জ্বলে উঠ্‌লে এখন 'কর্ম্ম ভাল করিনি' বল্‌লে কি তা আর নির্ব্বাণ হয়? তবে এখন অনুতাপ করার এই ফল, এঁর দৃষ্টান্তে অন্যে প্রবোধিত হতে পার্‌বে। তা চল, এখন বাড়িতে চল।

সুবোধ। (সকাতরে) সকলি গেছে আর আমি কি কর্‌তে বাড়িতে যাবো!

সুধীর। এমনো কথা, ওঠ, চল। সুশীল এসেছে, সে অত্যন্ত কাতর হয়েছে, বালক কি না, তাকে গে প্রবোধ দেও, তোমাকে দেখ্‌লেও তার অনেক দুঃখ দূর হবে—এস। (গাত্রোত্থান)।

সুবোধ। সুশীলকে কি আনানো হয়েছে?

সুধীর। হাঁ, তোমার মায়ের মৃত্যুর পরই তাঁকে আনা হয়েছে।

সুবোধ। হাঁ মোশাই, মায়ের পীড়াটা কি হয়েছিল বলুন্ দেখি শুনি? আপনি যে সে কথা কিছুই বল্‌চেন না!

সুধীর। তোমার মায়ের পীড়া এমন কিছুই নয়, তবে কি না তাঁর যে যাতনা তা তো তুমি স্বচক্ষে দেখেছ? আর দেখ্‌তে পারো না বলেই দেশান্তরী হয়েছিলে। তা এত যন্ত্রণা পেয়েও যে তিনি এতদিন জীবন-ধারণ করে ছিলেন সেই আশ্চর্য্য! সে সব যন্ত্রণার কথা দূরে থাক্, বল দেখি স্ত্রী-জাতি চিরকাল স্বামী-সোহাগিনী হয়ে পরে যদি সেই স্বামীর অনাদরে পতিত হয়,সেই স্বামীর নিকটে অত্যন্ত অবমাননা পেতে থাকে, সেই স্বামী যদি আর তার মুখাবলোকন না করেন্ তবে সে কি করে? তার কি জীবনাশা তখন বলবতী থাকে? সে কি জীবনকে তৃণ তুল্য বোধ করে না? স্বামি-সৌভাগ্যে বঞ্চিত হলে স্ত্রী-লোকের প্রাণ-ধারণ যে অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠে—সুবোধ তা তুমি বিবেচনা কর না?

সুবোধ। আজ্ঞে তা যথার্থ বটে, তা আমার মায়ের পীড়াটাই কি হয়েছিল তাই বলুন না কেন ?

সুধীর। পীড়া এমন কি ?

সুবোধ। তবে কি তিনি আত্মঘাতিনী হয়েছেন ?

সুধীর। কি বল্‌বো অদৃষ্টের কথা, " নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে " নিয়তি অতিক্রম কর্‌তে কেউ পারে না। শুনেছি, তোমার ছোট মা সুবোধ মরেছে বল্যে না কি গালি দিছিলেন, সেই কথা শুনেই তিনি তখনিই মূর্চ্ছা যান্‌, প্রতিবাসিনীরেও না কি অনেক প্রবোধ দেছিল, তাদের নিকটে বিস্তর রোদনও করেছিলেন, পরে কি হলো, কি মনে কর্‌লেন, কি ভাবলেন্‌, কাকেও কিছু বল্‌লেন না, সেই রজনীতে উদ্বন্ধনেই———

সুবোধ। (সবিষাদে) কি বল্‌লেন মোশাই, মা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেছেন ? আঁ——আঁ ——আঁ———(পুনর্ব্বার অচৈতন্য হইয়া পতন)।

সুধীর। (অতিব্যাকুলভাবে ক্রোড়ে ধারণ

পূর্ব্বক) এ কি হলো! এ কি হলো! আবার এ কি হলো! অঁ্যা! এখন কাকে ডাকি? একাই বা কি করি, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! (দূর হইতে দেখিয়া) ওগো মহাশয়েরা—একবার এদিগে আসুন্, এদিগে আসুন্।

(গ্রাম্য ও নাগরের সত্বর প্রবেশ।)

গ্রাম্য। কি? কি? কেন কেন?

নাগর। কি হয়েছে, কি হয়েছে?

গ্রাম্য। (নিরীক্ষণ করিয়া) একি সুবোধ বাবু না? সুবোধ বাবুই তো বটে! ইনি লক্ষ্মণৌ থেকে কখন এলেন? অমন করে্য পড়েছেন কেন, সম্বাদ সকল শুনেছেন নাকি?

সুধীর। মোশাই, সে সকল পরে বল্‌বো, এক্ষণে শীঘ্র একখান পাখা, আর একটু জল অনুগ্রহ করে্য যদি এনে দেন।

নাগর। যে আজ্ঞা, আমিই যাচ্যি, এ কি বিভ্রাট্! (দ্রুতবেগে প্রস্থান)।

গ্রাম্য। (সুবোধের গাত্রে হস্ত দিয়া) একি! শরীর যে অত্যন্ত শীতল হয়ে পড়েছে, ব্যাপার টা কি! এমন হলো কেন?

সুধীর। (সুবোধের সর্ব্বাবয়বে হস্ত দিয়া সবিবাদে) তাইতো? একি হলো, স্পন্দ রহিত, নিশ্বাস রুদ্ধ, এখন কাকে ডাকি—(উচ্চৈঃস্বরে) সুবোধ ও সুবোধ! অমন করো্য পড়্লে কেন?

(জলপাত্র ও ব্যজন হস্তে নাগরের পুনঃ-প্রবেশ।)

নাগর। এই জল নেও, জল নেও,কৈ? এখনো চৈতন্য হয় নাই (মুখে জল প্রক্ষেপ ও ব্যজন করত সুধীরের প্রতি) মোশাই, গতি ভাল বুঝ্চি নে, এক্ষণে এঁকে আর এখানে রাখা কর্ত্তব্য নয়, সকলে ধরাধরি করো্য বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাওয়া যাউক।

সুধীর। (সরোদনে) সুবোধ, ও সুবোধ, বাবা, তোমার মনে কি এই ছিল, তোমার এ অবস্থা আমাকে দেখ্তে হলো।

[সুবোধকে লইয়া প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

ইতি ষষ্ঠাঙ্ক।

(নটী ও সুত্রধারের প্রবেশ।)

সূত্র। প্রিয়ে এসো না, জিজ্ঞাসা কর্য়ে আসি গে।

নটী। (সহাস্যবদনে) না ভাই, আমি ওতে নই।

সূত্র। কেন?

নটী। তা বৈ কি, তোমার যে দেখি "যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ" তাই। ও জিজ্ঞাসায় লাভ কি? "হাঁগা নাটকখানি কেমন হয়েছে গা," এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে ওঁরা কি মুখের উপর বল্‌তে পার্‌বেন যে ভাল হয় নাই?

সূত্র। না না, আমি তা জিজ্ঞাসা কর্‌বো না, একবার এসো না, শোন এসে। (অগ্রে আসিয়া সভার প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া) সভ্য মহোদয় বর্গ! আপনারা গুণগ্রাহী, এই নাটকখানি দেখ্‌লেন, অভিনয়ে গবেশবাবুর দুরবস্থা সকলেই স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কর্‌লেন, আর কি আপনারা বহুবিবাহ প্রথায় অনুমোদন কর্‌বেন? ও দুষ্প্রথা আর রাখ্‌তে চাবেন? যাতে ঐ নানা দোষাকর ঘৃণিত দুষ্প্রথা দেশ হতে দূরীভূত হয় তদ্বিষয়ে

আপনারা কি কিছু যত্ন কর্‌বেন না? যদি করেন্‌, আমরা কৃতার্থ হই, গ্রন্থকর্ত্তা কৃতার্থ হন, এবং যে সকল মহোদয়ের উদ্যোগে এই নাটক প্রস্তুত হয়ে অভিনীত হলো তাঁরাও কৃতার্থ হন।

নাটক সমাপ্ত।

I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 172, Bow-Bazar Road, Calcutta.

বেণীসংহার নাটক।

শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় চলিত ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা:

সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯১৩

বিজ্ঞাপন।

মহাকবি ভট্টনারায়ণ কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত বিষয়ে "বেণীসংহার" নামে যে এক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন তাহা বীর করুণাদি নানারসে পরিপূর্ণ, ও স্বভাবোক্তি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুতরাং এতদ্দেশে সুপাঠ্যনাটকমধ্যে পরিগণিত ও সুবিখ্যাত রহিয়াছে। ঐ মনোহর নাটক পাঠ করিলে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি বৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি চিত্তপটে অবিকল চিত্রিত হইয়া থাকে, তাহাতে যেরূপ আনন্দহ্রদে নিমগ্ন হইতে হয় তাহা উক্ত নাটক পাঠকগণের পরোক্ষ নহে কিন্তু সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ বিজ্ঞগণ তাহার রসাস্বাদনে অসমর্থ এইহেতু আমি বহুপরিশ্রমে সচরাচর চলিত দেশীয়ভাষায় উক্ত নাটকখানি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিলাম। এ অনুবাদ অবিকল অনুবাদ নহে, স্থানবিশেষে কোন ২ অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যাক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে দেশীয়ভাষানুরাগি মহোদয়গণ দৃষ্টিগোচর করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা

কলিকাতা
সংস্কৃতবিদ্যালয়
২৮ জ্যৈষ্ঠ
সংবৎ ১৯১৩

আখ্যায়িকা।

হস্তিনানগরে শান্তনুনামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার তিন পুত্র ভীষ্ম, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রবীর্য্য। ভীষ্ম কোন কারণে দারপরিগ্রহ করেন নাই, পরে রাজার পরলোক হইলে আপনি জ্যেষ্ঠপুত্র তথাপি স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত না হইয়া চিত্রাঙ্গদকে রাজ্য প্রদান করেন্। চিত্রাঙ্গদ কিয়ৎ-কাল রাজ্যপালন করত যুদ্ধে শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইলে তৎকনিষ্ঠ চিত্রবীর্য্য রাজসিংহাসনে আরূঢ় হন, কিন্তু তিনিও অত্যল্পকালমধ্যে রোগবিশেষে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। চিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু; ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ এই হেতু পাণ্ডুই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। চিত্রবীর্য্যের কৃতদাসীর গর্ব্ভে বিদুর নামে এক সুশীল সন্তানের জন্ম হইয়াছিল, প্রধান রাজমন্ত্রিপদ তাঁহাকেই প্রদত্ত হইল। পাণ্ডুরাজা রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কতিপয় দিবসমধ্যে ভীষ্মের সাহায্যে ও আপন বাহুবীর্য্যে অনেক দেশাধিকার প্রাপ্ত ও বিশ্ববিখ্যাত হইলেন। পাণ্ডুরাজা অতি সুশীল ছিলেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতা অন্ধ তাঁহাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া আপনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন।

ধৃতরাষ্ট্রের পত্নীর নাম গান্ধারী ছিল, গান্ধারী অতি
াতিব্রতা, পতি অন্ধ এই হেতু তিনিও নিজ নয়নযুগল
র্বদাই অঞ্চলাবরুদ্ধ রাখিতেন। পাণ্ডুরাজার কুন্তী ও
াদ্রী নামে দুই মহিষী ছিল, কালক্রমে কুন্তীর গর্ব্ভে
ধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ব্ভে নকুল, সহ-
দব এই পাঁচ পুত্র জন্মিল। ইঁহারা পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডুরাজার
ুত্র সুতরাং পাণ্ডব নামে খ্যাত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ক্রমশঃ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ
প্রভৃতি একশত সন্তান হয়, কুরুবংশীয় বলিয়া ইহারা
কৌরবনামে খ্যাত রহিল। কিছুকাল পরে পাণ্ডুরাজা
দহত্যাগ করিলেন তাহাতে পতিপ্রাণ মাদ্রী নকুল
াহদেবকে সপত্নীর করে সমর্পণ করিয়া স্বামিসহ-
াামিনী হইলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী শিশুগণের স্নেহে
নজদেহ দগ্ধ করিতে পারিলেন না, কথঞ্চিৎ দুঃসহ
স্বামিবিয়োগশোক সম্বরণ করিয়া পুত্রদিগের প্রতিপালন
করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ও বিদুর পাণ্ডবদিগকে
নতান্ত স্নেহ করিতেন, অন্ধরাজা নিজসন্তাননির্ব্বিশেষে
াাণ্ডুপুত্রদিগকে লালন পালন করিলেন, এবং নানা
বদ্যায় সুশিক্ষিত ও নীতিশাস্ত্রে সুদীক্ষিত করাইলেন।
ারে নিজপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রদিগকে যুদ্ধশিক্ষা দিবার নি-
মত্ত দ্রোণাচার্য্যকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দ্রোণাচার্য্য
যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ছিলেন, তিনি প্রযত্নশতসহকারে
াজকুমারগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্যের
ম্বন্ধী কৃপাচার্য্যও কখন ২ শিক্ষা দিতেন। দ্রোণাচা-

র্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা রাজকুমারগণের সহিত যুদ্ধশিক্ষায়
প্রবৃত্ত হইলেন। সকলের শিক্ষা সমাপন হইলে এক প্রকাশ
পরীক্ষা হয়, ঐ পরীক্ষাসমাজে অনেক রাজলোক ও বী
পুরুষের সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে কর্ণনামে পরশুরামে
শিষ্য একবীর পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত আসিয়াছিল।
এক সারথির রাধা নাম্নী উপস্ত্রীর পালিত পুত্র। পরী
আরব্ধ হইলে রাজসন্তানগণমধ্যে পাণ্ডুরাজার তৃতী
পুত্র অর্জ্জুন আর ঐ কর্ণ দুই জনই পরীক্ষায় সর্ব্বোৎ
কৃষ্ট হইল। তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষেরা কর্ণকে আপনাদিগে
সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া বৃত্তিপ্রদানার্থ অঙ্গ
দেশের আধিপত্য দিলেন।

কিছুদিন পরে অন্ধরাজা যুধিষ্ঠিরকেই ধর্ম্মিষ্ঠ ও সত্য
বাদী জানিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠি
রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ঔরসপুত্রবৎ প্রজাপ্রতিপালনে
দীক্ষিত হইলেন। অত্যল্পদিবসমধ্যেই তাঁহার রাজ
কার্য্যের সুশৃঙ্খলা দর্শনে কর্ত্তৃপক্ষেরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হই
লেন, প্রজাপুঞ্জও অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। ইহাতে
দুর্য্যোধনের ঈর্ষার উদ্রেক হইল। পাণ্ডবদিগের গুণে
পুরবাসি দাসদাসী সকলেই ক্রমে বশীভূত হইতে লাগিল
দেখিয়া দুর্য্যোধন আর সহ্য করিতে পারিল না, নি
মাতুল শকুনিকে নির্জ্জনে কহিল, মাতুল, অন্ধরাজার বু
শুদ্ধি কিছুই নাই, আমি উপযুক্ত সন্তান থাকিতে যুধিষ্ঠি
কে রাজ্যভার প্রদান করিলেন, যুধিষ্ঠিরও কপটধর্ম্মিষ্ঠ
দর্শাইয়া সমস্ত হস্তগত করিতে লাগিল, উপায় কি?

শকুনি কহিল, বৎস ভয় নাই, কর্ণের সহিত তোমা
বন্ধুতা আছে। দুর্য্যোধন কহিল, কর্ণের সহিত বন্ধুতা
কি ফল দর্শিবে? শকুনি কহিল, তোমরা একশত ভ্রাত
বটে, কিন্তু পাণ্ডবেরা অতিপ্রবল, কর্ত্তৃপক্ষ অবর্ত্তমানে
যুধিষ্ঠির রাজ্যভোগের লোভ সম্বরণ করিতে কখন পারি
বে না, অবশ্যই বিরোধ উপস্থিত হইবে, তুমি সে
সময়ে কর্ণের সাহায্যে অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিয়া হস্তি
নার সিংহাসন হস্তগত করিবে। কিন্তু তাহাতে আর এ
ব্যাঘাত আছে। দুর্য্যোধন কহিল ব্যাঘাত কি? শকুনি
কহিল, ভীম এই বাল্যাবস্থাতে যেরূপ দুর্দান্ত, বোধ হয় পু
বয়স্ক হইলে ইহার পরাক্রমের আর পরিসীমা থাকিবে না।
অতএব তুমি যদি এইসময়ে কৌশলক্রমে ভীমকে
বিনাশ করিতে পার চেষ্টা কর, তাহা হইলে নির্ব্বিরো
হস্তিনার সিংহাসন তোমারই হইবে।

দুর্য্যোধন শকুনির এই বাক্য শুনিয়া অবধি নিরবধি
ভীমবিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে
একদা সেই দুষ্টমতি দুর্য্যোধন কপটপ্রণয় প্রকা
করত ভীমকে সঙ্গে লইয়া অতিদূরস্থ এক উদ্যানে
গমন করিল। তথায় গিয়া কিঞ্চিৎকাল সুখসেব্যসমীর
সেবার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও ক্রীড়া কৌতুক করিয়া পরি
শেষে খাদ্যবস্তু সহযোগে ভীমকে বিষ ভক্ষণ করাইল।
ভীম বিষবেগে মুর্চ্ছিত ও অভিভূত হইলে দুরাত্মা
দুর্য্যোধন তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য
জ্ঞানে গৃহে আসিল। পরে ভীমও কোন দৈবঘটনা

প্রযুক্ত প্রাণবিযুক্ত না হইয়া সুস্থ শরীরে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে দুর্য্যোধন সাতিশয় ত্রস্ত ও বিস্ময়গ্রস্ত হইল। ভীম দুর্য্যোধনের এতাদৃশ নৃশংসকার্য্যে তৎকালে মৌখিক কিছুই বলিলেন না, কিন্তু অন্তরে শক্রতা সত্ত্ব অঙ্কুরিত হইয়া রহিল। দুর্য্যোধন আপন অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না বলিয়া সদা বিষণ্ণবদনে দিনযাপন করিতে লাগিল। একদা অন্ধরাজা তাহাকে বিমনায়মান থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিল, পিতঃ, আমি আর পাণ্ডবগণের অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে পারি না, যুধিষ্ঠির এতাবদ্দিবস রাজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিল, এক্ষণে আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। রাজা কহিলেন কিরূপে তোমাকে রাজ্যভার দি, আমি জন্মান্ধ রাজ্যে অনধিকারী, পাণ্ডুই রাজা ছিলেন, পাণ্ডুর বাহুবলেই রাজ্যাধিকারের বাহুল্য হইয়াছে, এক্ষণে পাণ্ডুর পুত্রেরা সত্ত্বে তোমাদিগকে রাজ্যকার্য্যের ভার প্রদান করিলে আমার অত্যন্ত লোকনিন্দা হইবে।

দুর্য্যোধন এই কথা শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, আপনি লোকনিন্দাভয়ে কিছুই করিলেন না, কিন্তু পরিণামে হস্তিনার সিংহাসন যুধিষ্ঠিরই লইবে, তৎপরে তৎসন্তানগণই উত্তরাধিকারী হইবে, সুতরাং আমরা আপনকার সন্তান হইয়া পাণ্ডবদিগের দাস্যবৃত্তির দ্বারা কি যাবজ্জীবন উদর পূর্ত্তি করিব? এই কি বিহিত হইল? অন্ধ রাজা কহিলেন, যথার্থ বটে, কি করা যায়, পাণ্ডুর পুত্রেরা থাকিতে কখনই তোমরা কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে না

দুর্য্যোধন কহিল, তবে আপনি অনুমতি করুন্ পাণ্ডবদিগকে কোন কৌশলে বিনাশ করিয়া রাজ্যগ্রহণ করি। অন্ধরাজা প্রথমতঃ ইহা স্বীকার করেন্ নাই বটে কিন্তু পুত্রের অনুরোধে পরে তাহাতেই সম্মত হইয়া কহিলেন 'স্থানান্তরে যাহা কর্ত্তব্য কর, আমি যেন কিছু জানিতে না পারি'।

দুর্য্যোধন পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তে শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিয়া হস্তিনার কিঞ্চিদ্দূরে বারণাবত নামক স্থানে জতুপ্রভৃতি বিবিধ আগ্নেয়দ্রব্যে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইল, এবং পাণ্ডবদিগকে তথায় প্রেরণ করিতে অন্ধরাজাকে অনুরোধ জানাইল। অন্ধরাজা পুত্রের কথায় যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন বৎস বারণাবত অতিপুণ্যভূমি ও স্বাস্থ্যজনক, আমার অভিলাষ তোমরা সপরিবারে গমন করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থিতি কর। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না, জ্যেষ্ঠতাতের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ভ্রাতৃগণ ও মাতা কুন্তীকে সমভিব্যাহারে লইয়া বারণাবতে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সেস্থানে এক নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত রহিয়াছে। তাহার দ্বৌবারিকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল এ বাটী আপনাদিগেরই, আপনারা আসিয়া এই বাটীতে অবস্থিতি করুন্। তচ্ছ্রবণে পাণ্ডবেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছু দিনের পর বিদুর দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণা জানিতে

পারিয়া গোপনভাবে এক দূতকে সকল বৃত্তান্ত কহিয়া প্রেরণ করিলেন। দূত আসিয়া পাণ্ডবদিগকে কহিল, আমি বিদুরমহাশয়ের প্রেরিত, আপনারা সাবধান হউন, এ আগ্নেয় গৃহ, দুরাত্মা দুর্য্যোধন আপনাদিগকে নিধন করিতে এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছে। দূতের এই বাক্যে পাণ্ডবেরা প্রথমতঃ সন্দিগ্ধ হইলেন, পরে সবিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা জানিতে পারিলেন গৃহ আগ্নেয়ই বটে। তাহাতে সেই বাটীর মধ্যদিয়া এক সুগম্য সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন। কিয়দ্দিবসপরে অগ্নি দিবার দিবস উপস্থিত হইলে ভীম আপনিই সেই গৃহে অগ্নি দিয়া মাতাকে মস্তকে ভ্রাতৃগণকে স্কন্ধে ও ক্রোড়ে লইয়া সেই সুড়ঙ্গ পথে প্রস্থান করিলেন। জতুগৃহ একেবারে দোধূয়মান প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল দেখিয়া বারণবতের সমস্ত লোক পাণ্ডবেরা দগ্ধ হইল বলিয়া হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল। এই সম্বাদ হস্তিনায় আসিলে দুর্য্যোধন অন্তরে আহ্লাদিত ও বাহে শোকান্বিত হইয়া পাণ্ডবদিগের শ্রাদ্ধতর্পণাদি সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিল, ও আত্মাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য করিতে লাগিল।

এ দিগে পাণ্ডবেরা সুড়ঙ্গপথদিয়া এক অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইলেন। সেস্থান হইতে হস্তিনা নিকটবর্ত্তিনী বটে কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিলেন দুর্য্যোধন আ[illegible] বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে এসময়ে তথায় গমন [illegible] বিহিত নহে, সময় বুঝিয়া যাইব, এই বিবেচনায় তাঁহারা কিছু

কাল ছদ্মবেশে ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অনেক দে
ভ্রমণ করিলেন। পরে যদৃচ্ছাক্রমে পাঞ্চালদেশে আসি
কিয়ৎকাল তথায় কুটীর নির্ম্মাইয়া বসতি করিতে লাগি
লেন। ইতিপূর্ব্বে পাঞ্চালদেশাধিপতি দ্রুপদরাজা এ
দুর্ভেদ্য লক্ষ্য প্রস্তুত করাইয়া ঘোষণা পত্র প্রচার করি
য়াছিলেন, 'যে ব্যক্তি এই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবে অ
চারে তাহার সহিত আপন কন্যা দ্রৌপদীর বিবাহ দিবেন'

দ্রৌপদী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী ইহা জগতে বিখ্যা
ছিল, সুতরাং নানাদেশ হইতে রাজলোক ও বী
পুরুষসকল দ্রৌপদীপ্রাপ্তিবাসনায় পাঞ্চালদেশে আসি
উপস্থিত হইল। দ্রুপদরাজা সকলকে যথাযোগ্য সমাদ
করিতে লাগিলেন। পরে নিরূপিত দিবসে এক সভা হয়
ঐ সভা সভ্যগণে সুশোভিত হইলে ছদ্মবেশী পাণ্ডবের
ভিক্ষার্থ সেই সভাতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সভাতে
জরাসন্ধ, শিশুপাল, মৎস্যরাজ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, ক
প্রভৃতি শত ২ বীর পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। পরে
দ্রুপদরাজার আজ্ঞায় সভামধ্যে দ্রৌপদী আনীত হইলে
তাঁহার রূপ লাবণ্য দর্শনে সকললোকই মুগ্ধ হইয়
ও আমি অগ্রে লক্ষ্য ভেদ করিব আমি অগ্রে লক্ষ্য
ভেদ করিব বলিয়া উঠিল। কিন্তু লক্ষ্য ভেদ করা দূরে
থাকুক যে ধনুক ধারণ করিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে
সকলে সে ধনুকও উত্তোলন করিতে পারিল না। পরে
ছদ্মবেশীঅর্জ্জুন গাত্রোত্থান করিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে
উদ্যত হইলে সভাশুদ্ধ সকলে উপহাস করিতে লাগিল

কিন্তু তিনি কাহারো কথায় দৃক্‌পাত না করিয়া এক বাণে সেই দুর্লক্ষ্য লক্ষ্য ভেদ করিয়া ফেলিলেন তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল, দ্রুপদরাজা আপন প্রতিজ্ঞানুসারে দ্রৌপদীকে সেই ভিক্ষুকবেশি অর্জ্জুনের করে সমর্পণ করিলেন। অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে লইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আপনাদিগের কুটীরে গমনোদ্যত হইলেন। তাহাতে সভাস্থ সকল রাজলোক লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সঙ্গে মহাসংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ছদ্মবেশী ভীম অর্জ্জুন অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া সকলকে পরাভূত ও তাড়িত করিয়া দিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজারা ভিক্ষুকদিগের অস্ত্রবর্ষণে ব্যথিত হইয়া প্রাণ লইয়া স্ব স্ব দেশে পলায়ন করিলেন। পরে পাণ্ডবেরা কুটীরে গমন করিয়া কুন্তীর আজ্ঞাক্রমে পঞ্চ ভ্রাতাই সেই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন।

দ্রৌপদী কিছুদিন সেই ভিক্ষুকদিগের গৃহে ভিক্ষান্ন দ্বারা পরমপরিতোষে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে দ্রুপদরাজা গুপ্তচরদ্বারা পাণ্ডবদিগের যথার্থ পরিচয় পাইয়া কৃতার্থংমন্য হইয়া তাঁহাদিগকে গৃহে আনাইলেন। পাণ্ডবেরা তখন কপটবেশ পরিত্যাগ করিয়া দ্রৌপদীসহ কিছুদিন পাঞ্চালদেশে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা জতুগৃহে দগ্ধ হয় নাই প্রত্যুত ভিক্ষুকবেশে তাহারাই দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া পাঞ্চালাধিপতির গৃহে অবস্থিতি করিতেছে, দুর্য্যোধন এই সম্বাদ শ্রবণে বিষ

বিবাদিত হইল। পরে শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিল এ
সময়ে পাঞ্চালদেশ আক্রমণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইবে
পাণ্ডবেরা দ্রুপদ রাজাকে সাহায্য দিবার নিমিত্ত অব
শ্যই যুদ্ধে আসিবে, আমরা সেই সময়ে সকলে মিলি
পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিয়া নিষ্কণ্টক হইব।

দুষ্টমতি দুর্য্যোধন এই মন্ত্রণায় যুদ্ধের আয়োজন করিতে
উদ্যত হইলে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাতে অস
ম্মত হইয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, দুর্য্যোধন, যে ভীমার্জ্জু
ভিক্ষুকবেশে স্বয়ম্বরসমজে সহস্র ২ ভূপালদিগকে পরাং
করে, আমরাও যে ভীমার্জ্জুনের সংগ্রামে পরাজয় মানিয়
পলায়ন করিয়াছি, এখন কি সাহসে তুমি সে ভীমার্জ্জুনে
সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতে ইচ্ছা করিলে? এ দুর্মন্ত্রণা পরি
ত্যাগ কর, পাণ্ডবদিগকে আদর পূর্ব্বক হস্তিনায় আনাইয়
রাজ্য প্রদান কর, নতুবা পদে পদে বিপদ ঘটিবে। দুর্য্যো
ধন এই কথা শুনিয়া নিরুত্তর হইল। অন্ধরাজা বিদুরদ্বার
পাণ্ডবদিগকে হস্তিনায় আনাইয়া রাজ্যের অর্দ্ধভাগ প্রদা
করিলেন। পাণ্ডবেরা অত্যন্ত সুশীল ও সুজন ছিলেন
দুর্য্যোধন যে এত শত্রুতা করিয়াছিল তথাপি তাহা মনে
না করিয়া অর্দ্ধরাজ্যলাভে পরমাহ্লাদিত হইলেন। পরে
যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে স্থাপিত হইল
হস্তিনার সিংহাসন দুর্য্যোধনেরই রহিল। ইহাতে আপা
র সাধারণ সকলে সন্তুষ্ট হইল। যুধিষ্ঠির ঐ অর্দ্ধরাজে
নানা সুনীতি বিস্তার করিয়া প্রজা প্রতিপালনপরায়
হইলেন। প্রজারা পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল

পাণ্ডবদিগের মাতা কুন্তী কৃষ্ণের পিতৃস্বসা ছিলেন সুতরাং পাণ্ডবগণের সহিত কৃষ্ণের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল, সম্প্রতি অর্জ্জুন আবার ঐ কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করিলেন, তাহাতে কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদিগের অত্যন্ত সংপ্রীতি জন্মিল। কিছুদিনের পর সুভদ্রার গর্ব্ভে অর্জ্জুনের অভিমন্যু নামে এক মহারথি সন্তান জন্মে। ভীমও হিড়ম্বা রাক্ষসীকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ব্ভে ঘটোৎকচ নামে এক সন্তান উৎপন্ন করেন্। পরে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া সাতিশয় খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ করাতে তাঁহার রাজ্যেরও বিলক্ষণ বিস্তৃতি হইল। দুর্য্যোধন ইহাতে পুনর্ব্বার ঈর্ষান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লইতে ইচ্ছা করিল। পরে শকুনির মন্ত্রণায় পাশক্রীড়ার উদ্যোগ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনায় আহ্বান করিল। যুদ্ধে ও দ্যূতে আহূত হইয়া পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়জাতির অতিনিন্দাকর, সুতরাং আহ্বানমাত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দুর্য্যোধন কপট আদর করিয়া পাণ্ডবদিগকে আসনপ্রদানাদি করিল। পরে পাশক্রীড়ার উদ্যোগ হয়। শকুনি দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি স্বরূপে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য পণ করিয়া খেলিতে লাগিলেন। শকুনি লঘুহস্ত হইয়া একস্থানের গোটিকা অন্যস্থানে রাখিয়া কৌশল পূর্ব্বক জয়লাভ করিল। রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য গেল দেখিয়া রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য আপনাদিগের পঞ্চ ভ্রাতাকে পণ রাখিয়া পাশক্রীড়ায়

প্রবৃত্ত হইলেন, শকুনিও পূর্ব্ববৎ জয়লাভ করিল। পরে দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে পণ করিতে কহিলে রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইলেন কিন্তু শকুনির উত্তেজনাবাক্যে উন্মত্তপ্রায় হিতাহিতবিবেচনা বিহীন হইয়া পরিশেষে দ্রৌপদীকেই পণ করিয়া বসিলেন। সে বারও শকুনি কৌশলক্রমে জয়ী হইল, তাহাতে দুর্য্যোধন কৃতকার্য্য হইলাম ভাবিয়া পরিচারকগণকে আজ্ঞা করিল 'পাণ্ডবদিগের বসনাভরণাদি সমস্ত বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লও।'

পাণ্ডবেরা তচ্ছ্রবণে স্ব স্ব বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দ্রৌপদীকে সভায় আনিতে আদেশ করিল। দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় এক ব্যক্তি পরিচারক ইন্দ্রপ্রস্থে গমনপূর্ব্বক দ্রৌপদীনিকটে সমস্ত পাশক্রীড়ার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকে দুর্য্যোধনের সভায় আসিতে কহিল, তাহাতে দ্রৌপদী কিঞ্চিৎকাল বিষমবিষাদিতচিত্তে স্তব্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন যখন রাজা আমাকে হারেন্ তখন আমাতে তাঁহার অধিকার ছিল না, তিনি প্রথমে আত্মাকে হারিয়া আমাতে তাঁহার যে স্বত্ব ছিল তাহা বিনষ্ট করিয়াছেন, পরে আমাকে পণ রাখা তাঁহার অন্যায়কার্য্য হইয়াছে। প্রত্যুত আমি পঞ্চ জনের স্ত্রী, এক ব্যক্তি হারিয়াছে বলিয়া এখন দুর্য্যোধনের অধীনী হইব না, তুমি গিয়া সভামধ্যে এই সকল কথা কহ, তাঁহারা যে উত্তর করেন্ তাহা শুনিয়া পরে যাইতে হয় যাইব। পরিচারক দ্রৌপদীর এই বাক্য, হস্তিনার রাজসভাতে আসিয়া কহিলে দুর্য্যোধন ক্রোধো-

পরন্তনয়নে দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর আনয়নার্থ আজ্ঞা করিল। দুঃশাসন জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করত হস্তিনার রাজসভায় আনিয়া উপস্থিত করিল। দ্রৌপদী সভায় আসিলে পাণ্ডবেরা লজ্জায় অধোবদন হইলেন। দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে বিবিধ উপহাস করিল ও কহিল পাঞ্চালরাজ পুত্রি, আমি তোমাকে দ্যূতক্রীড়ায় জিতিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার দ্যূতদাসী হইলে, আমার নিকটে আইস। দুর্য্যোধনের এই সকল কথায় দ্রৌপদীর নয়নজলে পৃথিবী অভিষিক্ত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের কিছুমাত্র দয়া হইল না, সে আরো নানাবিধ ভর্ৎসনা ও অপমানসূচক কথাসকল কহিতে লাগিল। দ্রৌপদী সেই সময় দুর্বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর প্রভৃতি সভাস্থগণের প্রত্যেককে উদ্দেশ করত কহিলেন আমি তোমাদিগের কুলবধূ, সভামধ্যে আমার এতাদৃশ অপমান তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ! এই রূপ দ্রৌপদীর কাতরোক্তি শ্রবণে সভাশুদ্ধ সমস্তলোক স্তব্ধ হইয়া রহিল। অন্তরে ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইলেও দুর্য্যোধনের অনুরোধে কেহ কিছুই কহিল না।

'দ্রৌপদীর বস্ত্রালঙ্কার বলপূর্ব্বক গ্রহণ কর,' দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে এই আজ্ঞা দিলে দ্রৌপদী সত্বর স্বীয়শরীর হইতে সকল আভরণ উন্মোচন করিয়া প্রদান করিলেন। দুঃশাসন তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহাকে উলঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়া বস্ত্র আকর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। দ্রৌপ

অর্দ্ধবস্ত্রে লজ্জা সম্বরণ করত অঞ্চল ধরিয়া চীৎকাররবে রোদন করিয়া উঠিলেন। ভীম জ্যেষ্ঠভ্রাতার মুখাপেক্ষায় এতক্ষণ কিছুই বলেন নাই কিন্তু আর সহ্য করিতে পারিলেন না, গভীর সিংহনাদ করিয়া কহিলেন "ওগো সভাসদ্গণ, এই দুরাত্মা দেবী দ্রৌপদীর প্রতি অন্যায় আচারণ করিতেছে, তোমরা সকলে সাক্ষী রহিলে, আমি ইহার প্রতিফল দিব, আমি ক্ষত্রিয়সন্তান, সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই দুরাচার দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়া এ পরিতাপ শান্তি করিব"। দুর্য্যোধন সে কথায় দৃক্‌পাতও না করিয়া দ্রৌপদীকে কহিল, 'দ্যূতদাসি এই এখানে আসিয়া বৈস,' বলিয়া হস্তে নিজ উরুদেশ চাপড়াইল। ভীম তদ্দর্শনে অতীবকোপে কহিল, 'ওরে কুলাঙ্গার তোর এতো অহংকার, তুই দেবীকে আপনার উরুদেশে বসাইতে ইচ্ছা করিস্? তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম তোর ঐ উরুদেশ চূর্ণ করিব। দেবি, তুমি রোদন করিও না, নিষ্ঠুর পাপিষ্ঠ দুঃশাসন এই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় তোমার অপমান করিল, কেশাকর্ষণ করিয়া বেণী খুলিয়া ফেলিল, অতএব আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম দুর্য্যোধনকে নিধন করিয়া উহার শোণিতে অভিষিক্ত হস্তদ্বারা তোমার বেণী বন্ধন করিয়া দিব।'

দুর্য্যোধন ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া হাস্য করিয়া উঠিল এবং দ্রৌপদীর প্রতি বিবিধ বিদ্রূপ করিয়া নানা কটুকাটব্য প্রয়োগ করিল, তাহাতে দ্রৌপদী অত্যন্ত কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া সভাস

সমস্ত লোক ক্ষুব্ধ হইল। ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরবাসি দা
দাসী প্রভৃতি সকলেই দুঃখিত হইল। সতীস্ত্রীর এতাদৃ
দুর্দশা দেখিয়া কোন২ সভ্যলোক রাজবিদ্রোহী হইবা
মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ভীম ও অর্জ্জুন ক্রোধে শরী
আস্ফালন করত কুরুবংশ ধ্বংস করিব বলিয়া এক২ বা
হুঁঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র সুপ্তোত্থিতে
ন্যায় চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন এবং দুর্য্যোধনের পাপকর্মে
লজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনকে অবোধ বলিয়া তিরস্কা
করিলেন। পরে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন 'বা
তুমি কিছু মনে করিও না, দুর্য্যোধন তোমাদিগের রাজ
সম্পত্তি সকলি পাশাক্রীড়ায় জিতিয়াছিল, এক্ষণে আ
অনুগ্রহ পুর্ব্বক সে সকল ফিরাইয়া দিলাম, এবং দাস
শৃঙ্খলহইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলাম, যাও, স্বামি
দিগের সমভিব্যাহারে গৃহে গিয়া সুখে রাজ্যভোগ কর।'
রাজা যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের এই বাক্যে আত্মাকে কৃতার্থ বোধ
করিলেন, এবং দ্রৌপদীর অপমানে অন্তরে যে ক্রোধানল
প্রদীপ্ত হইয়াছিল তাহাও শান্ত করিলেন। দ্রৌপদী অন্ধ
রাজার অনুগ্রহ প্রাপ্তে সন্তুষ্ট হইলেন বটে কিন্তু মনে কিছু
থাকিল। তিনি তদবধি আর কেশবন্ধন করিলেন না। ভীম
অর্জ্জুন সেই অপরিমিত অপমান চিত্তফলকে খোদিত করিয়া
রাখিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির সপরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থে
যাইতে উদ্যত হইলে দুর্য্যোধন নির্জ্জনে অন্ধরাজার নিকটে
কহিল, পিতঃ কি করিলেন, সর্পকে আহত করিয়া ছাড়িয়া
দিলেন? ইহারা সময় পাইলে বৈরনির্যাতনে ত্রুটি করিবে

া, অতএব যুধিষ্ঠিরকে পুনর্ব্বার পাশক্রীড়া করিতে অনুমতি
রুন, আমি রাজ্য জয় করিয়া লইয়া উহাদিগকে দেশ-
হিষ্কৃত করিয়া দি। অন্ধরাজা তাহাতেই সম্মত হইয়া
ুধিষ্ঠিরকে পুনঃ পাশক্রীড়ার অনুমতি করিলে যুধিষ্ঠির
নে২ অস্বীকৃত হইয়াও জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞা অবহেলন
রিতে পারিলেন না, পুনঃপাশক্রীড়া করিতে উদ্যত
ইলেন। দুর্য্যোধন পণ করিল, এবার যে হারিবে আপন
্ত্রী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে দ্বাদশ বর্ষ তাহাকে বনে
াস করিতে হইবে, ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে রহিবে।
ঐ অজ্ঞাত বাস মধ্যে বিপক্ষের দৃষ্টিগোচর হইলে পুনর্ব্বার
ূর্ব্ববৎ দ্বাদশবর্ষ বনে যাইতে হইবে। রাজা যুধিষ্ঠির
াহাতেই সম্মত হইয়া পুনর্ব্বার ক্রীড়া করিতে আরম্ভ
রিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় পটু ছিলেন না
লিয়াই হউক, ভবিতব্যতানুসারেই হউক, পুনর্ব্বার পরাস্ত
ইলেন, তাহাতে দুর্য্যোধনের পক্ষেরা আহ্লাদিত ও
াণ্ডবের পক্ষেরা বিষাদিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির সত্য
র্ম্ম প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ
্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া অরণ্য পর্য্যটনে
াত্রা করিলেন। কুন্তী, সুভদ্রা ও অভিমন্যু যাদবদিগের
াটীতেই থাকিলেন।

পাণ্ডবেরা বনবাসে গমন করিলে তাঁহাদিগের রাজ্য-
ম্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত হস্তগত করিয়াই দুর্য্যোধন যে ক্ষান্ত
িল এমত নহে, তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতেও সতত চেষ্টা
রিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল

না। একদা চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্ব দুর্য্যোধনের মহি
ভানুমতীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, পাণ্ডবে
তদ্দর্শনে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া ভানুমতীকে উদ্ধার কর
আনিয়া দুর্য্যোধনকে প্রদান করিলেন। ইহাতে পাণ্ডবদিগে
যশে জগতীতল আলোকময় হইয়া রহিল। দুর্য্যোধন ত
হাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা দূরে থাকুক, বরং কিসে পাণ্ড
বিনাশ হইবে এই চিন্তায়ই দিনযাপন করিতে লাগিল
পাণ্ডবেরা দ্বৈতবন প্রভৃতি বিবিধ পুণ্যস্থলী অরণ্যমণ্ডলে
পর্য্যটন করত ক্রমে দ্বাদশ বর্ষ অতিপাতিত করিলেন
ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে ছদ্মবেশে মৎস্যদেশে
গমন করিয়া বিরাটরাজার নিকটে বিষয়বিশেষে দাস্যবৃত্তি
অবলম্বন করিয়া রহিলেন। দ্রৌপদীও সৈরেন্ধ্রীবেশে
বিরাটরাজমহিষীর নিকটে কষ্টে কালযাপন করিতে
লাগিলেন। অজ্ঞাতবর্ষ প্রায় অতীত হয় কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট
আছে, এমত সময়ে বিরাটরাজার প্রধান সেনাধ্যক্ষ কীচক
সৈরেন্ধ্রীবেশধারিণী দ্রৌপদীর উপর অত্যাচার করাতে
ভীম কীচককে সাংঘাতিত পদাঘাতে সংহার করিলেন
কিন্তু গন্ধর্ব্বে কীচককে মারিয়াছে ইহাই প্রচার হইল।

ইতিপূর্ব্বে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অন্বেষণে অনেক
প্রণিধি প্রেরণ করিয়াছিল। কাহার দ্বারাও পাণ্ডবগণের
অনুসন্ধান পাইল না, কেবল বিরাটরাজার প্রধান সৈন্যা
ধ্যক্ষ কীচক গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে এইমাত্র সম্বা
প্রাপ্ত হইল।

মৎস্যদেশ আক্রমণ করিতে বহুদিনাবধি দুর্য্যোধনের

অভিলাষ ছিল; কীচক মহাবল পরাক্রান্ত, তন্নিমিত্ত অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হয় নাই, সম্প্রতি কীচকের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া সসৈন্যে মৎস্যদেশে যুদ্ধযাত্রা করিল। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ কিয়দংশ সৈন্য ও সুধর্ম্মা নামক সামন্তকে দক্ষিণ গোগৃহে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিল। সুধর্ম্মা সসৈন্যে গিয়া দক্ষিণ গোগৃহ আক্রমণ করিলে বিরাটরাজা নিজপুত্র উত্তরকে রাজধানী রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া সমস্ত সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল, পরিশেষে সুধর্ম্মা বিরাটরাজার সকল সৈন্য ক্ষয় করিয়া বিরাটরাজাকে বন্ধন করত লইয়া চলিল।

ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির আশ্রয়দাতা বিরাটরাজার এতাদৃশী দুর্দশা দেখিয়া ভীমকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভীম তাহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সুধর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইয়া ক্ষণকালমধ্যে তাহার সৈন্যসমুদয় সংহার করত বিরাটরাজাকে মুক্ত করিলেন, ও সুধর্ম্মাকে বন্ধন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে আনিলেন। পরে সুধর্ম্মা সকাতরে প্রাণদান প্রার্থনা করিলে দয়াশীল যুধিষ্ঠির তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন।

এইসময়ে ওদিগে দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা অশ্বথামা প্রভৃতি সেনাপতিগণ সমভিব্যাহারে বিরাটরাজা উত্তর গোগৃহ আক্রমণ করিয়া গোধন সকল অপহরণ করিতে লাগিল। রাজধানীতে এই সম্বাদ আসিলে বিরাটরাজ-পুত্র উত্তর অন্তঃপুরে স্ত্রীগণের নিকটে অনেক আস্ফা

দন করিয়া কহিল, 'কি করি পিতা সকলসৈন্য লইয়া গিয়া
ছেন, এক ব্যক্তি সারথিও নাই, কি প্রকারে যুদ্ধে যাইব
যদি এক জন সারথি পাইতাম তাহা হইলে একাই গিয়া
সমস্ত বিপক্ষ পক্ষ ক্ষয় করিতে পারিতাম'। অর্জ্জুন ছদ্ম
বেশে তথায় অবস্থিতি করিতেন, তিনি উত্তরের এই কথায়
আপনি সারথ্যকর্ম্ম স্বীকার করিয়া একখানি রথ আনয়ন
করিলেন। পরে উত্তর তদারোহণে যুদ্ধযাত্রা করিল। অর্জ্জুন
বায়ুবেগে রথ চালাইয়া ক্ষণকাল মধ্যে উত্তরগোগৃহে
উপস্থিত হইয়া কৌরব সৈন্য মধ্যে রথ রাখিলেন, ও
কহিলেন রাজপুত্র যুদ্ধ আরম্ভ কর। উত্তর সেই কৌরব
সৈন্য সাগর নিরীক্ষণ করত ভয়ে অচৈতন্য হইয়া পড়িল।
ছদ্মবেশী অর্জ্জুন তাহাকে অনেক প্রবোধ প্রদান করিলেন
কিন্তু কিছুতেই তাহার ভয় নিবারণ হইল না। প্রত্যুত ভীষ্ম
প্রভৃতি প্রধান২ কুরুসৈনাধ্যক্ষেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিলে
তাহা শ্রবণে সে একেবারে অস্থির হইয়া পলাইতে উদ্যত
হইল, তাহাতে ছদ্মবেশী অর্জ্জুন আপনার পরিচয় দিয়া
উত্তরকে নিজ সারথ্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, ও আপনিই
যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম
আরম্ভ হইল, কিন্তু অর্জ্জুনের রণনৈপুণ্যে দুর্য্যোধনের
সেনারা ক্ষণকালও যুদ্ধক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারিল না, রণ-
ভঙ্গদিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন তখন প্রথমত
বিরাট রাজার গাভীসকল উদ্ধার করিয়া পরে বৈরি-
নির্য্যাতনার্থ দুর্য্যোধনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।
তদ্দর্শনে দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে সাবধান হইতে বলিলেন,

ও কহিলেন, মহারাজ, বিরাটরাজাকে সাহায্য দিতে দ্ধে অর্জ্জুন আসিয়া আপনাকেই অন্বেষণ করিতেছে। র্য্যোধন পরমাহ্লাদিত হইয়া কহিল তবেই আমার নোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; এ অজ্ঞাতবাসবৎসর, ইহার মধ্যে যদি র্জ্জুনকে দেখা পাওয়াগেল তবেই তো পঞ্চ পাণ্ডবকে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বনবাসে গমন করিতে হইবে। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য গণনা করিয়া কহিলেন মহারাজ, পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাত বৎসর অতীত হইয়াছে, এই কথায় র্য্যোধন বিষমবিষাদিত হইল, ও যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রাণ ভয়ে সসৈন্যে হস্তিনায় পলায়ন করিল।

অর্জ্জুন জয়লাভ করিয়া উত্তরের সহিত বিরাটরাজার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে বিরাটরাজা অর্জ্জুনের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, পরে উত্তরের মুখে ছদ্মবেশী পঞ্চপাণ্ডবের ও সৈরেন্ধ্রীরূপা দ্রৌপদীর পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং আত্মাকে অপরাদ্ধজ্ঞানে আপনাদিগকে অযুক্তকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছি বলিয়া তাহাদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যুধিষ্ঠির নানাবিধ মিষ্টবাক্যে ঐ আশ্রয়দাতা বিরাটরাজাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার আলয়ে কিছুদিন প্রকাশ্যরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজা পাণ্ডবদিগের অনুগ্রহ থাকে এই অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সহিত নিজ নন্দিনী উত্তরার বিবাহ নির্ব্বাহ করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে পাণ্ডবেরা আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি জন্য হস্তিনায় দূত প্রেরণ করিলেন, তাহাতে ভীষ্ম

দ্রোণ প্রভৃতি প্রধান ২ ব্যক্তিরা যুধিষ্ঠিরকে পূর্ব্বাধিকা
প্রদান করিতে অন্ধরাজার নিকটে অনুরোধ জানাইলেন
অন্ধরাজাও সম্মত হইলেন কিন্তু মানধন দুর্য্যোধন শকু
প্রভৃতি কুমন্ত্রিগণের দুর্ম্মন্ত্রণায় পাণ্ডবদিগকে রাজ্যপ্রদা
অস্বীকৃত হইল।

পাণ্ডবেরা প্রত্যাগত দূত মুখে দুর্য্যোধন সহজে রা
দিবে না এই কথা শুনিয়া যুদ্ধভিন্ন রাজ্যোদ্ধারে
অন্য উপায় নাই, যুদ্ধই কর্ত্তব্য ইহা স্থির করিলেন
পরে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠি
রাজসূয়যজ্ঞকালে অনেক রাজার সহিত মিত্রতা করিয়া
ছিলেন এবং অনেক রাজা বশীভূতও হইয়াছিল, তাঁহা
সকলেই পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ সাহায্যার্থে আসিতে লাগিলেন
বিশেষতঃ দ্রুপদরাজা ও বিরাটরাজা প্রাণপণে পাণ্ডবদিগে
সাহায্য করিব স্থির করিয়া সৈন্য সংগ্রহারম্ভ করিলেন
কুরুক্ষেত্র নামক সুবিখ্যাত স্থানই যুদ্ধক্ষেত্র হইবে অবধ
রিত হইলে পাণ্ডবেরা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন
দুর্য্যোধনও সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে আগমন করিল
ক্রমে উভয় পক্ষের শিবির সংস্থাপিত হইলে অতিধর্ম্মি
যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবিনাশে একান্ত অনভিলাষী হইয়া কৃষ্ণ
দ্বারকাহইতে আনাইলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সখা ছিলে
সুতরাং যুধিষ্ঠিরকে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবৎ সম্মান করিয়া আহ্বা
প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির সানুনয়ে সবিশে
জ্ঞাত করিয়া কহিলেন, 'আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দুর্যো
ধনের নিকটে গমন করুন, বিনশ্বর রাজ্যভোগের লো

হস্র২ প্রাণি বিনাশ করিয়া নির্ম্মল চিরন্তন ধর্ম্মকে কলুষিত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, দুর্য্যোধন যদি আমাদিগের পঞ্চ ভ্রাতাকে পঞ্চ গ্রামমাত্র প্রদান করে, তাহা হইলেই আমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হই, আমার এই অভিপ্রায় আপনি দুর্য্যোধনের নিকটে প্রকাশ করিয়া যদি সন্ধি করিতে পারেন তাহা হইলে আমি নিতান্ত উপকৃত হই।' কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্যে সন্ধির প্রস্তাব করিতে দুর্য্যোধনের শিবিরে গমন করিলেন। পরে যুধিষ্ঠির বিবেচনা করিলেন সন্ধি করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে সুতরাং আমার ভ্রাতৃগণ সকলেই সন্ধি স্বীকার করিবে, কিন্তু ভীম অতি ভীমস্বভাব, অগ্রে তাঁহাকে সান্ত্বনা করা বিধেয়, ইহা স্থির করিয়া সহদেবকে আহ্বান করিয়া ভীমের নিকটে প্রেরণ করিলেন। সহদেব অতিশান্তপ্রকৃতি নীতিশাস্ত্রবিশারদ ও মিষ্টভাষী ছিলেন, তিনি ভীমের অন্বেষণে গমন করাতে কিঞ্চিদ্দূরে পথিমধ্যে ভীমের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাতে রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায়ে কৃষ্ণ কৌরবদিগের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করিতে গমন করিয়াছেন, সহদেব এই সমস্ত কথা ভীমকে কহিলেন; তাহা শ্রবণে ভীম অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইলেন। সহদেব তদ্দর্শনে ভীমকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত কৌরবদিগের অমঙ্গলাশংসা করিলেন। তাহাতে ভীম যেরূপ উত্তর প্রদান করেন তাহা এই নাটকের প্রথম, তদবধিই নাটক আরম্ভ।

নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিগণ।

যুধিষ্ঠির	... ...	পাণ্ডবরাজা।
ভীম, অর্জ্জুন, সহদেব	... ...	ঐ রাজার ভ্রাতা।
কঞ্চুকী	... ...	ঐ রাজার অন্তঃপুররক্ষক ক্লীব।
পাঞ্চালক	... ...	ঐ রাজার দূত।
দুর্য্যোধন	... ...	কৌরবরাজা।
ধৃতরাষ্ট্র	... ...	ঐ রাজার পিতা।
সঞ্জয়	... ...	ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী।
কঞ্চুকী	... ...	দুর্য্যোধনের অন্তঃপুররক্ষক ক্লীব।
কর্ণ	... ...	ঐ রাজার সখা।
অশ্বত্থামা	... ...	ঐ রাজার গুরুপুত্র ও সমাধ্যায়ী।
সুন্দরক	... ...	ভগ্নদূত।
কৃপাচার্য্য	... ...	অশ্বত্থামার মাতুল।
চার্ব্বাক রাক্ষস	...	দুর্য্যোধনের সখা, রাক্ষসজাতি।
দ্রৌপদী	... ...	যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার মহিষী।
ভানুমতী	... ...	দুর্য্যোধনের মহিষী।
গান্ধারী	... ...	দুর্য্যোধনের মাতা।
দুঃশলা	... ...	দুর্য্যোধনের ভগিনী।
মাতা	... ...	দুঃশলার শাশুড়ি।

সারথি, চেটী, সখী প্রভৃতি পরিচারক।

বেণীসংহার নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

কুরুক্ষেত্রের পথে ভীম ও সহদেবের প্রবেশ।

ভীম। না ভাই, তোমার সকল ভাইরে তাদের সঙ্গে ন্ধি করিতে উদ্যত, এখন তাদের অমঙ্গল চিন্তা করা মামার উচিত হয় না।

সহ। মেজদাদা, কি বলিব, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা তো দেহই আমাদের অপকার করেছে, তা আপনার ভাই হলে কি আমরা তাদের ক্ষমা করিতাম ? কি করি, রাজা া কিছুই করিতে দিলেন না।

ভীম। (সক্রোধে) কি ? দিলেন না! তবে আমিও আজি বধি তোমাদের হইতে স্বতন্ত্র হলেম। দেখ দুর্য্যোধন ল্যকালে আমারই সঙ্গে শত্রুতা করেছে, রাজার সঙ্গেও রে নাই, কৃষ্ণের সঙ্গেও করে নাই, তোমাদের সঙ্গেও রে নাই, তা তোমরা সকলে সন্ধি করিবে না কেন, রো গে, কিন্তু আমিও সে সন্ধি ভঙ্গ করিব, সন্দেহ নাই।

সহ। (সানুনয়ে) আপনি এমন করিলে গুরু যে নোদুঃখ করিবেন।

ভীম। (সহাস্যমুখে) কি ? গুরু কি মনোদুঃখ করিতে

জানেন? সভামধ্যে দ্রৌপদীর সেই অপমান আমরা স্বচ
দেখে বাকল পোরে ব্যাধের মত বনে বাস করিলা
বিরাট রাজার কাছে অত্যন্ত অযোগ্য কর্ম্মে নিযুক্ত থে
লুকাইয়া রহিলাম, কৈ, তিনি এতে মনোদুঃখ করি
পারেন নাই, এখন সন্ধি ভেদ করিলেই মনোদুঃখ ক
বেন, করুন, তুমি যাও রাজার নিকটে বলো গে, ভীম
কথা শুনে বড় রাগত হইয়া বলিতেছে।

সহ। কি বলিতেছেন, বলিব গে?

ভীম। বলো গে, আমি কোন কথাই শুনিব না, ঐ
আমাকে লোকেও নিন্দা করিবে, আমার ভাইরেও নি
করিবে, করুক, আজিকার এক দিনের নিমিত্তে তিনি
যেন আমার গুরু নন, আমিও যেন তাঁর শিষ্য নই, আ
আজি এই গদাপ্রহারে সমস্ত কুরুকুল নির্ম্মূল করিব

(উদ্ধতগমন)

সহ। (কিঞ্চিৎ সঙ্গে২ গিয়া, মনে২) এই যে ই
দ্রৌপদীর গৃহেই প্রবেশ করেন, ভাল, আমি এস্থানে
থাকি।

ভীম। (ফিরিয়া) সহদেব, ভাই তুমি যাও, আ
একখান অস্ত্র আনি।

সহ। এ তো অস্ত্রের গৃহ নয়, এ যে দ্রৌপদীর গৃহ।

ভীম। কি? এ দ্রৌপদীর গৃহ? ভাল, তবে তাঁকে
বলিয়া আসি গে, এস ভাই দুজনেই যাই।

সহ। যে আজ্ঞা, চলুন।

ভীম। রাজা কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি করিতে ই

রিয়া যেরূপ যাতনা বৃদ্ধি করিলেন, তা ভাই তুমিও
চক্ষে দেখো।

গৃহমধ্যে উভয়ের প্রবেশ।

সহ। এই আসন আছে, আপনি বসুন, দ্রৌপদী
াগত প্রায়।

ভীম। (বসিয়া) ভাল ভাই সহদেব, আমাদের কৃষ্ণ
র্য্যোধনের নিকটে কিরূপ সন্ধির প্রস্তাব করিতে গিয়া-
ন?

সহ। পঞ্চগ্রাম প্রার্থনায়।

ভীম। (সক্রোধে) কি? প্রার্থনা! রাজা কি এমন
স্তেজ হইলেন? শুনে যে আমার অন্তঃকরণ কেমন
রে, বল কি?

সহ। (ফিরিয়া) না ভাই, একথা যেন তুমিও আমাকে
নাই, আমিও যেন শুনি নাই, এই পর্য্যন্তই ভাল।

ভীম। (সবিষাদে) হায়! কি বলিব? রাজা কি পাশা-
লায় আপনার ক্ষত্রিয় তেজ পর্য্যন্তও হেরেছেন!

সহ। (দ্রৌপদি আসিতেজেন দেখিয়া, মনে২) এ কি,
পদীও যে আবার রোদন করিতে২ এলেন তবেই তো
দ ঘটিল। বর্ষাকাল উপস্থিত দেখিয়া যেমন বিদ্যুত
ধিক প্রকাশ পায়, তেমনি দ্রৌপদীকে সজলনয়ন দেখি-
ই ইঁহার ক্রোধানল আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

সখীসহ দ্রৌপদীর প্রবেশ।

সখী। দেবি কাঁদেন কেন? ভয় কি? কুমার ভীমসেন
শাই আপনার মনোদুঃখ দূর করিবেন।

দ্রৌপ। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর তুমি যেমন বোন, তাকি হোতো না, রাজা যে কিছুই ক... দিচোন না।

সখী। দেবি, এই যে কুমার এখানে আছেন, আপ... নিকটে আসুন্।

দ্রৌপ। চল যাই।

ভীমনিকটে উভয়ের আগমন।

সখী। কুমার জয় হউক।

ভীম। (যেন না শুনিয়াই) হায়! মহারাজ পাশা... লায় কি আপনার ক্ষত্রিয় তেজ পর্য্যন্তও হেরেছেন!

সখী। সন্ধির কথা শুনে বুঝি কুমার রাগত হয়েছেন।

দ্রৌপ। তা যদি হয়, তবে আমাকে যে আদর করিলে... না তাতেও আমার দুঃখ নাই।

ভীম। কি, পাঁচ খানি গ্রামের নিমিত্তে সন্ধি ... হা... কিছুই হোলো না, আমি কুরুকুল নির্ম্মূল করিলেম ন... দুঃশাসনের রক্ত পান করিতে পেলেম না, গদাদ্বারা দুর্যো... ধনের ঊরুদেশ চূর্ণ করিতে পারিলাম না, তোমাদের রা... কিছু পাইয়াই সন্ধি করিবে।

দ্রৌপ। (মনে ২) এমন কথা আমায় কেউ বলে ... তোমার মুখে শুনে অন্তঃকরণ জুড়াল।

সহ। যা বোলে পাঠাইয়াছেন তা আপনি মনোযো... করিয়া শুনিলেন না।

ভীম। মনোযোগ আবার কি?

সহ। বলি মহারাজ যা বোলে পাঠিয়াছেন?

ভীম। কাকে বোলে পাঠিয়াছেন?

সহ। দুর্য্যোধনকে বোলে পাঠিয়াছেন।

ভীম। কি বোলে পাঠিয়াছেন?

সহ। বোলে পাঠিয়াছেন, ইন্দ্রপ্রস্থ, বৃকপ্রস্থ, জয়ন্ত, ও বারণাবত এই চারি গ্রাম, আরো কিছু যদি দেও, তবে সন্ধি করা যায়।

ভীম। তা একথায় কি হইল?

সহ। একথার কিছু নিগূঢ় অর্থ থাকিবে, কেন না অন্য চারি খানি গ্রামের নাম বলিয়া যে শেষে আরো কিছু বলিয়াছেন তাতে বোধ হয়, তা, বিষদান, জতুগৃহে বাস-প্রদান, সভাতে অপমান এই সকল দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল-স্বরূপ হইতে পারে।

ভীম। (সক্রভঙ্গে) তা হইলেই কি হইল?

সহ। তা হইলে জ্ঞাতিবিনাশে আমাদের ইচ্ছা নাই তাও লোকে প্রকাশ পাইল, আর কৌরবদের সঙ্গে সন্ধিও থাকিল।

ভীম। (সক্রোধে) একথা কোন কাযেরি নয়, কৌরবেরা কি সন্ধির যোগ্য যে তাদের সঙ্গে সন্ধি করা যাবে; পূর্ব্বে আমরা যখন বনে যাই তখনি একথা হয় বরং সেই সময়ে তাদের বিনাশ করিতেই প্রতিজ্ঞা করা গেছে, সন্ধি কখনই হবে না। আর ধৃতরাষ্ট্রের কুল ক্ষয় করিলে কি লজ্জায় তোমরা লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে না, ওরে মূখ, শত্রুবিনাশ করাই লজ্জাকর

বুঝিছিস্, সভামধ্যে স্ত্রীর কেশাকর্ষণকরা, উলঙ্গক
তোদের লজ্জাকর নয়?

দ্রৌপ। (মনে২) তাতেও তোমাদের লজ্জা পে
হবে না, যদি নাথ তোমার মনে থাকে।

ভীম। যাহউক, ও কথায় আর কায নাই, এখন দ্রৌপদী
এতো বিলম্ব কেন, যুদ্ধে যাই, আর আমি থাকিতে পারি নে

সহ। মহাশয় তিনি এই যে অনেকক্ষণ এসেছে
আপনি ক্রোধে দেখিতেছেন না।

ভীম। (দেখিয়া) প্রিয়ে, ক্রোধে আমার অন্তঃকর
বড়ই ব্যাকুল, তুমি এসেছ আমি জানিতে পারি নাই, অভি
মান করিও না।

দ্রৌপ। নাথ, তোমরা শত্রুকে ক্ষমা করিলেই আমা
অভিমান হয়, ক্রোধ করিলে হয় না।

ভীম। তবে তুমি জেনো আমি তোমার মনোদুঃখ দূ
করিয়াছি (হস্তে ধরিয়া পার্শ্বে বসাইয়া মুখ দর্শন) কে
প্রিয়ে তোমাকে আজি উদ্বিগ্ন দেখিতেছি।

দ্রৌপ। নাথ, তোমরা নিকটে আছ, উদ্বেগ কি?

ভীম। কেন বলিলে না (কেশ দেখিয়া) আর বলিবে
বা কি। পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে যে তোমার এই দশা
এতেই বলা হয়েছে।

দ্রৌপ। (সখীর প্রতি) এঁর নিকটে সেই কথাটা বল
আমার অপমানে আর কে দুঃখী হবে?

সখী। হাঁ বলি, (ভীমের প্রতি) কুমার, আজি দেবী
বড় অপমান হয়েছে।

ভীম। (সক্রোধে) আবার অপমান ? কি বল, কার
াসন্নকাল উপস্থিত, কে এই কুরুবন দাবানলে পতঙ্গের
্যায় পড়িল ?

সখী। শুনুন তবে, আজি দেবী কএক জন স্বত্তিনের
ঙ্গে গান্ধারীকে প্রণাম কত্তো গিছিলেন।

ভীম। হাঁ তার পর ?

সখী। তার পর ফিরে আস্‌বের সময় ভানুমতীর সঙ্গে
দখা হলো।

ভীম। (আক্ষেপ পুর্ব্বক) আঃ! শত্রুর স্ত্রীর সঙ্গে আবার
াক্ষাৎ হইল! তবেইতো ক্রোধ হইতেই পারে, তার পর ?

সখী। তার পর সে দেবীকে দেখে হেসে ২ অহংকারে
াপনার সখীর প্রতি বল্যে।

ভীম। (সক্রোধে) আবার বিদ্রূপ করিল! আঁ, বল কি!
কি বল্যে ?

সখী। বল্যে, অলো দ্রৌপদি, শুন্তে পাচ্যি না কি,
তোর ভাতারেরা পাঁচ খানি গ্রাম চাচ্যে, তবে তোর চুল
বেঁধে দেয় না কেন ?

ভীম। সহদেব, শুনিলে ?

সহ। হাঁ, শোনাই আছে, সেওতো দুর্য্যোধনের স্ত্রী না হবে
কন, সর্ব্বদা একত্র থাকায় স্ত্রীর মন স্বামির মনেরি সদৃশ
য়, এতো প্রসিদ্ধই আছে; মধুরলতা যদি বিষবৃক্ষ আশ্রয় করে
বে অবশ্যই তার মারাত্মক শক্তি জন্মে, তার সন্দেহ কি।

ভীম। (সখীর প্রতি) তা দেবী তাতে কি উত্তর
রিলেন ?

সখী। কেন, দেবী তার কথাতে উত্তর দিবেন কে: আমরা কি কেউ সঙ্গে ছিলেম না?

ভীম। তুমি কি বলিলে?

সখী। আমি বলিলেম, বলি ভানুমতি, তোমাদের চুল খোলা হলে আমাদের দেবীর চুল কেমন করে বাঁধা হয়

ভীম। (সপরিতোষে) হাঁ উত্তম বলিয়াছ, ভাল উত্তর হ য়াছে, না হবে কেন? আমাদের পরিবার কি না। (আ হইতে উঠিয়া) প্রিয়ে আর মনোদুঃখ করিওনা আম প্রতিজ্ঞা, এই প্রচণ্ড যমদণ্ড তুল্য গদার প্রহারে দুরা দুর্য্যোধনকে নিধন করে তাহারি রক্ত হাতে মেখে এ তোমার এই কেশ বন্ধন করে দিব।

দ্রৌপ। নাথ, তুমি মনে কল্যে কি না হয়, এখন তোম ভাইদের অনুগ্রহ হলে হয়।

সহ। হাঁ আমাদের তো অনুগ্রহ আছেই।

(নেপথ্যে মহাশব্দ। সকলের বিস্ময়।)

ভীম। একি? এমন দুন্দুভিবাদ্য হঠাৎ কেন হই সমুদ্রমন্থন সময়ে মন্দর পর্ব্বতের আঘাতে সমুদ্রের জ যেরূপ শব্দ হয়, মহাপ্রলয় কালে মেঘসমূহ পরস্পর আঘ পেলে যেরূপ শব্দ হয় তাহার ন্যায় অতি গম্ভীর, বোধ হ দ্রৌপদীর ক্রোধের অগ্রদূতই এ, কিম্বা কুরুকুল নির্ম করিতে উৎপাত বাতই আসিল।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। (সসম্ভ্রমে) ভগবান্ কৃষ্ণ ২!

(সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া উঠিল।

ভীম। কৈ কৈ তিনি কোথায়?

কঞ্চু। তিনি দুর্য্যোধনের নিকটে সন্ধি করিতে গেছিলেন, তা দুর্য্যোধন তাঁকে পাণ্ডবের পক্ষ ভেবে বাঁধিতে উদ্যত হয়েছে। (সকলের ভয়)

ভীম। কি? বেঁধেছে?

কঞ্চু। না না বাঁধিতে উদ্যত হয়েছে।

ভীম। তিনি কি করিলেন?

কঞ্চু। তিনি বিশ্বম্বর মূর্ত্তি ধরিলেন, তাতে কৌরবেরা সকলে মূর্চ্ছাপন্ন হলো, দেখে আমাদের শিবিরে এসেছেন, আপনি গে সাক্ষাৎ করুন্।

ভীম। (হাস্য করিয়া) দুর্য্যোধন ভগবান্‌কেও বন্ধন করিতে ইচ্ছা করে (ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া) ওরে দুরাত্মা কুলাঙ্গার তুই আপনার দোষেই আপনার কুল ক্ষয় করিলি, পাণ্ডবদের ক্রোধ কেবল নিমিত্ত মাত্র হলো।

সহ। সে কি? ভগবান্ কৃষ্ণ যে কে, তাওকি সে দুরাত্মা দুর্য্যোধন জানে না?

ভীম। সে দুরাত্মা মূর্খ ভগবান্‌কে কি প্রকারে জানিতে পারিবে। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া যোগদৃষ্টিদ্বারা যে বস্তু দর্শন করেন, সেই পরম পদার্থ পুরুষোত্তমকে কি সামান্য মুগ্ধ ব্যক্তি জানিতে পারে?। (কঞ্চুকীর প্রতি) এক্ষণে তোমাদের রাজা কি স্থির করিলেন হে?

কঞ্চু। আপনিই গে শুনুন্।

(নেপথ্যে)

ওহে সেনাপতিসকল শোন তোমরা, পূর্ব্বে সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের সময় রাজা যুধিষ্ঠিরের যে ক্রোধা- নল জন্মিয়াছিল, পাছে সত্যব্রত ভঙ্গ হয় এই ভয়ে এতকাল তা প্রকাশ পায় নাই, বরং কুলক্ষয়ভয়ে সন্ধি পর্য্যন্তও স্বীকারে যে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিতেও ইচ্ছা ছিল, এক্ষণে কৃষ্ণের অপমানে সেই ক্রোধানল কুরুকুল দগ্ধ করিতে একেবারেই জ্বলিয়া উঠিল।

ভীম। (পরমাহ্লাদে) উঠুক ২ চিরকাল মহারাজের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিলেই ভাল।

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার শব্দ)

দ্রৌপ। (সবিস্ময়ে) কেন ক্ষণে ২ এতো শব্দ হয় কেন

ভীম। (আহ্লাদে) প্রিয়ে দেখ কি? যজ্ঞ আরম্ভ হয় এই

দ্রৌপ। এখন আবার কি যজ্ঞ হবে?

ভীম। প্রিয়ে জান না এ যে রণযজ্ঞ, তুমি এই যজ্ঞের জন্যে সংযম করিয়া আছ, আমাদের মহারাজ এই যজ্ঞ করিবেন, আমরা চারি ভাই এতে হোতা হব, কৃষ্ণ উপদেষ্টা থাকিবেন, কৌরবেরা পশু হবে, আমরা তাদের বলি দিব এই যজ্ঞের ফলেই তোমার অপমানজন্য দুঃখের শান্তি হবে, তা এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিতে দুন্দভির ধ্বনি হতেছে।

সহ। তবে মহাশয় আমি এখন যাই, গুরুজনের আজ্ঞা লইয়ে যুদ্ধের আয়োজন করি গে।

ভীম। হাঁ ভাই চল, আমিও যাই (উঠিয়া দ্রৌপদির প্রতি) দেবি আমরা কুরুকুল ক্ষয় করিতে যাই তবে।

দ্রৌপ। নাথ, ইন্দ্র যেমন অসুরগণের যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন, সেইরূপ তোমরাও জয়ী হও।

সখী। দেবী আরো বোল্‌চেন, তোমরা যুদ্ধ থেকে এসে আবার আমাকে আশ্বাস দিও।

ভীম। দেবি আর মিথ্যা আশ্বাসে ফল কি? যদি ভীম সকল শত্রু ক্ষয় না করিতে পারে তবে লজ্জায় আর তোমাকে মুখ দেখাইবে না।

দ্রৌপ। না না নাথ, এমন কথা কহিও না, দ্রৌপদীর অপমান মনে ভেবে যেন বড় রাগ করে আপনার শরীরের প্রতি তাচ্ছল্য করিও না, শুনেছি যুদ্ধস্থল বড় ভয়ঙ্কর, সেথায় সাবধানে থাকিতে হয়।

ভীম। (সহাস্যমুখে) প্রিয়ে তুমি ক্ষত্রিয়কন্যে, ভয় কি? এযুদ্ধে আমরা অনায়াসেই বিক্রম প্রকাশ করিব। যুদ্ধস্বরূপ সমুদ্র দুস্তর বটে কিন্তু পাণ্ডবেরা তা উত্তীর্ণ হইতে অত্যন্ত পণ্ডিত, তা ভয় নাই আমরা চলিলেম।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রাজপথে কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি প্রধান ২ সেনাপতিরা অভিমন্যুকে বধ করিয়া এসেছেন, আবার যুদ্ধে যেতে উদ্যত,

এখন ভানুমতীর নিকটে বিদায় পেলেই যাবেন, ঃ
মহারাজ দুর্য্যোধন আমাকে আজ্ঞা করিলেন ‘বিনয়
তুমি দেখ দেখি, মাকে প্রণাম করিতে ভানুমতী গিছে
ফিরে এসেছেন্ কি না,’ তাই আমি শীঘ্র যাচ্চি। (কি
গিয়া) ওঃ, আমাদের উপরে রাজার বিস্তর অনুগ্রহ, অ
এই এমন বুড়ো হয়েছি তবু আমার মর্য্যাদার নিমি
আমাকে অন্তঃপুরে রেখেছেন, আর যারা দাস্যবৃ
নিমিত্ত আত্ম বিক্রয় করে তাদের বুড়ো হওয়ায় হ
কি? বিশেষতঃ আমি যে কর্ম্মে নিযুক্ত আছি সে ক
চোক থাকিতেও কাণা, কাণ থাকিতেও কালা, হাতে একগ
লাঠি সর্ব্বদাই রাখিতে হয়, আস্তে আস্তে ও যেতে হয়,
বুড়ো হলেও তো তাই, তবে আর বুড়োরই বা দোষ কি
(কিঞ্চিৎ গিয়া) ওগো বিহঙ্গিকা তুমি জান দেবী ভা
মতী আছেন কোথায়, তিনি কি প্রণাম করিয়া ফিরে এ
ছেন? (আকাশে কর্ণ দিয়া) আঁ, কি বলিলে? তিনি গুরুজন
প্রণাম করিয়া অনেকক্ষণ ফিরে এসেছেন, এখন নূতন বাগ
আছেন, সেথায় এক ঠাকুর ঘর আছে, তা যুদ্ধে মহার
জয়ী হন এই মানসে দেবতার আরাধনা করিতেগেছে
ভাল ২ বড় ভাল, পতির যাতে মঙ্গল হয়, পতিব্রতা প
তাই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আমাদের রাজা কিরূপ মনুষ্য ?
যায় না, দেখ প্রবলই হউক, বা দুর্ব্বলই হউক, যা হে
শত্রুপক্ষ উপস্থিত, তাদের কৃষ্ণ নাকি আবার স
হয়েছেন, তা এতেও রাজা কিছু মনোযোগ করেন
দিবারাত্রি অন্তঃপুরেই আছেন। (চিন্তা করিয়া)

ান আবার রাজা বড়ই আহ্লাদিত আছেন, সে কি? যে
শ্ম পরশুরামকেও পরাজয় করেছিলেন, এমন বীর ভীষ্ম,
াণ্ডবেরা তাঁকে বধ করিলে, রাজা তাতে দুঃখিত হলেন
, এখন ওদের অভিমন্যু, সে তো বালক, অস্ত্র নেই শস্ত্র
ই, তাকে কর্ণ প্রভৃতি বড় ২ বীর সকলে মিলে একা
ায়ে মেরেফেলেছে, তা এতে রাজার আহ্লাদ করা,
াপনারা জয়ী হলেম ভাবা, অতিঅন্যায়। যা হউক,
শ্বর এখন মঙ্গল করুন্। বিহঙ্গিকে, তুমি আপনার কর্ম্মে
ও, আমিও রাজাকে বলি গে, দেবী নূতন বাগানে
াছেন। [কঞ্চুকীর প্রস্থান]

উদ্যানমধ্যে সখীর সহিত ভানুমতী ও চেটীর প্রবেশ।

সখী। সখি, একি! তুমি রাজা দুর্য্যোধনের রাণী
য়ে একটা সামান্য স্বপ্নের জন্যে এতো উতলা হয়েছ,
কি?।

চেটী। বলে মন্দ কি, ওমা এতো কেন? স্বপ্নে কে কি
বলে, কে কি না দেখে।

ভানু। না ভাই, সামান্য স্বপ্ন নয়, বড়ই অমঙ্গলের স্বপ্ন।

সখী। তা বলই না শুনি, আমরা শুনে আবার তোমাকে
নাই, ধর্ম্মের প্রশংসা করি, দেবতার নাম করি, আরো
া হাতে নিই, তা হলেই তো দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হবে,
বল।

চেটী। হাঁ, ভাল বোল্‌চো, দেবতার নামে দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন
বটে।

ভানু। তা যদি হয় তবে বলি শোন।

উভয়ে। হাঁ বল।

ভানু। স্বপ্নে দেখিলেম, প্রমদবনে একটি নকুল এ
একশটি সাপ মেরেফল্যে।

উভয়ে। (সভয়ে, মনে ২) কি অমঙ্গল ২ (প্রকাশে
তার পর ?

ভানু। সখি, আমার বড় ভয় হয়েছে তাতেই ভু
যাচ্যি, এটু বিলম্ব কর, মনে করি। (চিন্তা)

তাহারি কিঞ্চিদ্দূরে কঞ্চুকীর সহিত দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। লোকে বলে গোপনেই হউক, সাক্ষাতেই হউ
বড়ই হউক, ছোটই হউক, শত্রুপক্ষের অপকার হইলে
আহ্লাদ। যথার্থ, আজি কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি সেনাপতি
অভিমন্যুকে বধ করিয়াছে শুনে যে আমার কি পর্য
আহ্লাদ হয়েছে তা বলা যায় না।

কঞ্চু। মহারাজ, এতে কর্ণেরই বা প্রশংসা কি
জয়দ্রথেরি বা প্রশংসা কি ?

দুর্য্যো। কেন ? সে একা, বালক, অস্ত্রশস্ত্রবিহী
তারা অনেকে মিলে মেরেফেলেছে তাই বলিতেছ নাকি
দেখ, ভীষ্মের বধে ওদের যেরূপ শ্লাঘা, অভিমন্যুবধে
আমাদের সেইরূপ শ্লাঘা।

কঞ্চু। না মহারাজ, আমি তা বলি নি। বলি মহার
জের প্রভাবেই সকল শত্রু ক্ষয় হবে, তাই বলিলেম।

দুর্য্যো। হাঁ তাই বল। যা হউক, পাণ্ডবেরা বন্ধু-
ান্ধব পুত্র মিত্রাদির সহিত দুর্য্যোধনকে শীঘ্রই সংহার
রিবে।

কঞ্চু। (করে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া সভয়ে) সে কি! আপনি
মন কথা কেন বলিলেন?

দুর্য্যো। আমি কি বলিলেম?

কঞ্চু। আপনি বলিলেন, পাণ্ডবেরা বন্ধুবান্ধব পুত্র মিত্রা-
র সহিত দুর্য্যোধনকে শীঘ্রই সংহার করিবে, কেন
রূপ অমঙ্গল কথা বলেন?

দুর্য্যো। তাই তো হাঁ, কেন এমন কথাটাই আমার
খদে বেরুলো। বিনয়ন্ধর, আজি ভানুমতী আমাকে না
ালেই প্রাতঃকালে উঠে গেছেন, তাতেই আমার অন্তঃ-
রণটা কেমন হয়েছে, তা আমাকে পথ দেখিয়া দেও,
ামি তাঁর কাছেই যাই।

কঞ্চু। এই পথদিয়া আসুন্।

(উভয়ের আগমন)

কঞ্চু। (দেখিয়া) এই যে নূতন বাগান, মহারাজ,
অতি উত্তম স্থান, মন্দ ২ বাতাস, চতুর্দ্দিকে পুষ্পের গন্ধ,
রের সকলের গুণ ২ ধ্বনি।

দুর্য্যো। বিনয়ন্ধর, তুমি যুদ্ধের রথ সজ্জা করিতে বলো
, আমি ভানুমতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেই যাইব।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

(কঞ্চুকীর প্রস্থান)

সখী। সখি, মনে হয়েছে কি?

ভানু। হাঁ, মনে হয়েছিল, আবার ভুলে গেলেম্।

দুর্য্যো। (দেখিয়া মনে ২) এই যে ভানুমতী, স
দের সঙ্গে কথা কহিতেছেন, ভাল আমি লতার আড়া
থেকে শুনি না, কি বলেন (লতা ব্যবধানে স্থিতি)

সখী। কেন, এত ব্যাকুল হচো, বল ?

দুর্য্যো। (মনে ২) কেন, ব্যাকুল হয়েছেন কেন ? হ
হোতেও পারে, আমাকে না বোলেই এসেছেন, বোধ
রাগই হয়ে থাকিবে। প্রিয়ে.আমি তোমার দাস আ
প্রতি ক্রোধ কেন ? আমিতো কিছুই অপরাধ করি
আর অপরাধ পাওয়ার বা আটক কি ? ইনি যে অ
মানিনী, হয়তো সামান্য কোন অপরাধ পেয়েই বা থা
বেন, তা শুনি কি বলেন।

ভানু। হাঁ সখি শোনো, সেই নকুলকে দেখে আম
অভিলাষ হইল, সেটি দেখ্‌তে অত্যন্ত সুন্দর।

দুর্য্যো। (মনে ২) এ আবার কি বলে ? মাদ্রীর পুত্র ন
তাকে এর অভিলাষ হয়েছে ! আঁ, আমিনা ভাবি আম
মহিষী অতিপতিব্রতা. হায় দুর্য্যোধন কি মূর্খ ! এই ব্যা
চারিণীর চাতরে পোড়ে আপনাকেই আপনি বড় ভাবে,
নিমিত্তেই বটে, প্রত্যূষে আমাকে না বোলেই এই নির্জ
স্থানে এসেছে, সখীর সঙ্গে সেই সব কথা কহিতেছে
দুর্য্যোধন এ কুলটার চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারে নি ! ও
পাপীয়সি, তুই আমার কাছেই এতো ভয় জানাইস্, বি
গোপনে ২ এই সাহস, আমাপ্রতি তোর এত ভক্তি, আম
নিকটে তোর এত সুশীলতা, আবার অন্তরে ২ কুপথে

বৃত্তি আছে, ওরে পাপীয়সি, তুই উত্তম বংশে জন্মিয়া এই
হাপাপে রত হলি ?

সখী। তার পর ?

ভানু। তার পর আমিও নির্জ্জনস্থানে গেলেম, সেও
ামার সঙ্গে ২ গেলো।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) আর শুনিবার আবশ্যকতা নাই,
দই দুরাত্মা মাদ্রীর পুত্রকে এখনি বিনাশ করি গে।
কিঞ্চিদ্ গিয়া) না, সে পরে হবে, আগে একেই প্রতিফল
ি, এ ব্যভিচারিণী বেশ্যার মত সেই পাপকথা অনায়া-
দই সখীর নিকটে কহিতেছে।

সখী। তার পর ?

ভানু। তার পর মহারাজকে জাগাইতে মঙ্গলধ্বনি
ইল, বন্দীরে গান করিতে লাগিল, তাতেই আমি জেগে
ঠিলেম।

দুর্য্যো। (সবিতর্কে মনে ২) আঁ, " জেগে উঠিলেম, "
লিতেছে, তবেতো এ স্বপ্নকথাই বোধ হয়। (চিন্তাকরি-
া) তা শুনি না, সখীর উত্তরেই তো জানা যাবে।

সখী। হাঁ স্বপ্নটা বড় ভাল নয়।

দুর্য্যো। বাঁচিলেম, এ স্বপ্নের কথাই তো বটে, তাইতো,
আমি রাজা দুর্য্যোধন, আমার মহিষী, তাঁর পাপকর্ম্মে প্র-
ত্তি হবে কেন ? ভাগ্যে আমি ক্রোধভরে নিকটে যাই নাই,
নিষ্ঠুর কথা বলি নাই, কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনেছি। ভাগ্যে
আমি প্রিয়াকে ক্রোধে বিনাশ করি নাই।

ভানু। (সবিষাদে) এখন উপায় কি সখি ?

সখী। সখি, এক্টা কথা বলি, কিছু মনে কোরো না, জি জ্ঞাসা কল্যে সত্য কথাই বলা উচিত, মিথ্যা কোরে পাঁচ প্রবোধ দেওয়া কখনই উচিত নয়। তা ভাই, যারা জা নে শোনে তারা বোলে থাকে, এরূপ স্বপ্ন অতি অমঙ্গল। একেতো স্বপ্নে নেউল দেখাই মন্দ, আবার এক-শ সাপ মারিলে! তা এ বড় দোষ, এখন তুমি গঙ্গা কি যমুনাতে নাও গে, হোম করাও, ব্রাহ্মণকে কিছু দা কোরে আশীর্ব্বাদ লও, এই বৈ আর কি বলিব।

দুর্য্যো। এ স্বপ্নটা বড় মন্দ বটে, আমাদের উপরেই বা ফলে। এমন স্বপ্নে কত লোকের মন্দ হয়েছে, দৃষ্টান্ত দেখিছি। আবার আমারও বাম চক্ষুটা নাচিতেছে, কি হয় বলা যায় না। এই সকল হওয়ায় আমার অত্যন্ত ভয় হয়েছে, (চিন্তা করিয়া) না, এতে আর কি হইতে পারে? অঙ্গিরা বলেছেন, "গ্রহের গতি, স্বপ্ন, আর অন্যান্য অনিমিত্ত এ সকল কাকতালীয়"। কাক উড়ে যায়, এমন সময়েই যদি তাল পড়ে, তা হইলে লোকে বলে কাকই তাল-টা ফেলে দিলে, তা এও তেমনি, মঙ্গলামঙ্গল যা হবার হয়, তা হয়ই, এমন সময় যদি স্বপ্ন প্রভৃতি হয় তবে লোকে বলে ঐ নিমিত্তেই হয়েছে। ফল, সে সব মিথ্যা, মূর্খ লোকেই তাতে ভোলে, পণ্ডিত যাঁরা তাঁরা কি এ সকলে ভয় করেন্, তা আমি রাজা দুর্য্যোধন, আমি এ সকল গণ্য করিব? যাই ভানুমতী ভাবিত হয়েছেন অভয় প্রদান করি গে।

ভানু। এই যে সূর্য্য উঠিলেন।

সখী। হাঁ, এই সময়ে তুমি রক্তচন্দন ফুল দূর্ব্বা দে
পূজা কর।

দুর্য্যো। এই সময়েই যাওয়া উচিত। (নিকটে আগমন)

সখী। (দেখিয়া, মনেং) এ কি! রাজা আবার এখানে
এলেন, তবেইতো পূজার ব্যাঘাত হয়।

ভানু। (কৃতাঞ্জলি হইয়া সূর্য্যের প্রতি) হে সূর্য্যদেব,
তুমি ত্রিলোকনাথ, ত্রিভুবন আলো করিতেছ, তা আমি
বড়ই দুঃস্বপ্ন দেখেছি, তোমাকে প্রণাম করি, যেন কোন
অমঙ্গল না হয়, মহারাজ যেন যুদ্ধে জয়ী হন। (তরলিকার
প্রতি) তরলিকে, ফুল নে এস।

(দুর্য্যোধন তরলিকার হস্তহইতে পুষ্পপাত্র লইয়া আগমন করত
পুষ্প সকল ভূতলে ফেলিয়া দিল)

ভানু। (সক্রোধে) যা, সব্ গেল। (রাজাকে দেখিয়া
লজ্জায় অধোবদন)

দুর্য্যো। এই যা, সকল ফুল গুলিনই ফেলে দিলাম!
দেবি, এ দাস তোমার কোন কর্ম্মেরি নয়, এখন তুমি উচিত
শু কর।

ভানু। (সকাতরে) মহারাজ, আপনি আমাকে এটু
ক্ষমা করুন, আমি কোন কর্ম্ম করিবার অভিলাষ করেছি।

দুর্য্যো। তোমার কিছুই করিতে হবে না, আমি তো-
মার স্বপ্নকথা সকলি শুনেছি, শঙ্কা কি ? এস, এখানে
থেকে কায নাই।

ভানু। মহারাজ, আমার বড় ভয় হয়েছে, তা ক্ষণকাল
ক্ষমা করুন্।

দুর্য্যো। (সগর্ব্বে) রেখে দেও, শঙ্কা কি ? আমার এই জগদ্ ব্যাপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা, যাহাদের প্রতাপে ক্ষণে২ ভূমিকম্প হইতেছে, এদের কি পরাক্রম নাই? দ্রোণ, ক প্রভৃতির কি বীর্য্য নাই, যে তুমি আশঙ্কা করিতেছ ? প্রিয়ে তুমি স্ত্রীলোক, তুমি আপনাকে আপনি জানিতে পার না, তুমি দুর্য্যোধন স্বরূপ সিংহের মহিষী, তুমি আমার এক শত ভ্রাতার বাহুবনচ্ছায়াতে সুখে নিদ্রা যাইতেছ, তোমার আবার ভয়, সে কি ?

ভানু। তোমরা নিকটে আছ আমার ভয় নাই বটে, তবে কি না তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় এই আমার অভিলাষ।

দুর্য্যো। আমার মনোরথ আর কি ? কেবল সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে একত্র থাকি এই।

(নেপথ্যে মহাশব্দ)

ভানু। (ভয়ে রাজাকে ধরিয়া) নাথ, রক্ষা কর ২।

দুর্য্যো। প্রিয়ে, ভয় কি ? এ একটা বড় ঝড় এসে তারিরি শব্দ, দেখিতেছ না, পথের ধূলো কুটো কাঁকো উড়িতেছে, বৃক্ষের শাখা ভাঙিতেছে, তা অন্য কিছুই নয় তোমার ভয় নাই।

সখী। মহারাজ, এই কাঠের ঘরে যাউন্, বড় ধূলো উড়েছে তাতেই আপনার সেই বড় ঘোড়াটা খেপে বেরিয়েছে।

দুর্য্যো। এ ঝড়ে আমার উপকারই হইল, তা না হইলে

ক দেবী আমার কথা শুনিতেন? প্রিয়ে, চল গৃহের ভিতরে যাই, অল্পে ২ চল, ভয় কি?

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। (সসম্ভ্রমে) মহারাজ গেলো ২ (সকলের ভয়)
দুর্য্যো। (সসম্ভ্রমে) কি গেলো ২?
কঞ্চু। ভেঙে গেলো ২।
দুর্য্যো। (সক্রোধে) আঃ, কি হয়েছে স্পষ্ট বল্‌না।
ভানু। কি আবার কপালে ঘটে।
কঞ্চু। এই আপনার রথের ধ্বজা ভেঙে গেল।
দুর্য্যো। কি পাপ! এ আর আশ্চর্য্য কি? অত্যন্ত ঝড় হইল, তাই ধ্বজা ভেঙে গেছে, তাতে এত উৎকণ্ঠা কেন?
কঞ্চু। মহারাজ। যুদ্ধে যাবার সময় রথের ধ্বজা ভাঙ্‌লো, এ অমঙ্গল, তাই বলিতেছি।
ভানু। হাঁ মহারাজ, এ অতি অমঙ্গল বটে, এই সব অমঙ্গল ঘটিতেছে তা আপনি কিছু স্বস্ত্যেন করাউন।
দুর্য্যো। (অবজ্ঞা করিয়া) যাও হে, পুরোহিতকে বল গে।
কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান]

প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতী। মহারাজ, জামাইএর মা আর দুঃশলা দ্বারে আছেন।
দুর্য্যো। (মনে ২) জয়দ্রথের মা আর দুঃশলা এসেছে

কেন? অভিমন্যু বধে পাণ্ডবেরা রাগত হইয়ে বুঝি কোন অত্যাচার কোরে থাকিবে (প্রকাশে) আসিতে বল।

প্রতী। যে আজ্ঞা।

[প্রতীহারীর প্রস্থান]

জয়দ্রথের মাতা ও দুঃশলার প্রবেশ—দুর্য্যোধনের চরণে উভয়ের পতন।

মাতা। কুরুনাথ, রক্ষা করুন্, আমার আর কেউ নাই।

[দুঃশলার রোদন]

দুর্য্যো। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া) মা, ভয় কি২? কিছু অমঙ্গল হয়েছে নাকি? বল, জয়দ্রথের তো মঙ্গল?

মাতা। মঙ্গল আর কৈ।

দুর্য্যো। কেন২?

মাতা। (সবিষাদে) আজি অর্জ্জুন পুত্রশোকে ব্যাকুল হোয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে, আজিকের দিনের মধ্যেই জয়দ্রথকে মেরে ফেলিবে।

দুর্য্যো। (সহাস্যমুখে) এতেই তোমাদের ভয়? দুঃশলা তুমি কেঁদো না, কোন ভয় নাই, অর্জ্জুন পুত্রশোকে কাতর হোয়ে পাগলের মত কত বলিতেছে, তায় তোমাদের কি। আঃ কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীলোক কি নির্ব্বোধ! দুঃশলা, তুমি কাঁদ কেন? জয়দ্রথের কোন অনিষ্ট করিতে পারে অর্জ্জুনের এমন কি সাধ্য, যার রক্ষাকর্ত্তা আমিই রাজা দুর্য্যোধন আছি।

মাতা। বাছা, কি জানি, তার অভিমন্যু গেছে বোলে সে তো মরিয়ে হয়েছে।

দুর্য্যো। (অবজ্ঞা করিয়া) রেখে দেও, তুমি মরিয়ে হয়েছে পাণ্ডবদের যতো ক্ষমতা তা সকলেই জানে, তাদের যদি কিছু শক্তি থাকিতো তা হইলে যখন সভামধ্যে আমার আজ্ঞায় দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিদ্রূপ করে, কেশাকর্ষণ করে, উলঙ্গ করে, তখন কি অর্জ্জুন সেথায় ছিল না? না ক্ষত্রিয়জাতির তাতে ক্রোধ হয় না? তা কে কি করিতে পারিলে?

মাতা। সে আবার প্রতিজ্ঞা করেছে, যদি সূর্য্যের অস্তের মধ্যে জয়দ্রথকে না মাত্যে পারে তবে আপনিই মরিবে।

দুর্য্যো। (সহাস্যমুখে) তা এ তো আমাদের মঙ্গলেরি কথা, সে জয়দ্রথকে তো কখনই মারিতে পারিবে না আ-পনিই মরিবে, সে মরিলে যুধিষ্ঠিরও মরিবে, সুতরাং মা তুমি জেনো এতোকালে আমাদের সকল শত্রুই ক্ষয় হইল, তাতে ভাবনা কি? জয়দ্রথের কোন বিপদ হবে না। আমি, আমার এক-শ ভাই, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ প্রভৃতি সকলেই আমরা তোমার সন্তানকে রক্ষা করিব তার নাম করে পৃথিবীতে এমন কে আছে? আর মা তুমিও তোমার সন্তানের পরাক্রম জান না, তাই ভয় পে-য়েছ। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব এরাতো কোন কাযেরি নয়, ভীম আর অর্জ্জুন যোদ্ধা বটে, তা তারাও কি জয়দ্রথের যুদ্ধে সমর্থ হয়?

ভানু। হাঁ বটে, তবু অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে ভয় হয়।

মাতা। হাঁ বাছা যথার্থ বলেছ।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) আঃ, আমি রাজা দুর্য্যোধন, আমার আবার পাণ্ডবদের ভয়? তুমি জান না আমার ভাইরে মহাবল পরাক্রান্ত? ভানুমতী পাণ্ডবদের বলই জেনে রেখেছেন, তারা এমন প্রতিজ্ঞা তো মধ্যেং করেই থাকে, এই প্রতিজ্ঞা করিলে দুঃশাসনের রক্তপান করিবে, দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিবে, তা কৈ? করিলে না, তা সে সব প্রতিজ্ঞা যেমন জয়দ্রথের বধের প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ। ওরে কে আছে রে শীঘ্র রথ আন্, আমি গে সেই অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাই, তাকে মরিতে উপদেশ দি, তার বড় অহংকার হয়েছে।

কঞ্চু। মহারাজ, যুদ্ধের রথ তো প্রস্তুত আছে, আপনি উঠিলেই হয়।

দুর্য্যো। দেবি গৃহের মধ্যে যাও, আমি যুদ্ধে চলিলেম।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

বিকৃতবেশে রাক্ষসীর প্রবেশ।

রাক্ষসী। (পরিতোষে অট্ট হাস্য করিয়া) হাঁ, বেশ, এক-শ বছর এইরূপ যুদ্ধ হউক, তা হলেই খুব খেতে পাব। জয়দ্রথ বধের দিন যেমন যুদ্ধ হয়েছিল আজি আবার যদি অর্জ্জুন সেইরূপ যুদ্ধ করে তবেই তো বড় মজা হয়।

আমার স্বামী রুধিরপ্রিয় গেল কোথায়? ডাকি দেখি, ও-ও রুধিরপ্রিয়, রুধিরপ্রিয় রে-এ-এ-এ।

রাক্ষসের প্রবেশ

রাক্ষ। দেখি দেখি, কিছু খেতে পাই যদি। (ভ্রমণ)

রাক্ষসী। আঃ! মর্, গেল কোথা, ও-ও-ও রুধিরপ্রিয়।

রাক্ষ। কে রে আমাকে ডাকে?

রাক্ষসী। (দেখিয়া আহ্লাদে) এইযে রুধিরপ্রিয়, ও ধিরপ্রিয়, আয় ২ আজি এইমাত্র এট্টা বড় মোটা রাজা রেছে, তাকে এই এনেছি, খা খা।

রাক্ষ। (আহ্লাদ পূর্ব্বক) বেশ্ করেছিস্, আমার বড়ই দে তৃষ্ণা রে।

রাক্ষসী। সে কি? তুই এমন যুদ্ধে বেড়াচ্যিস্ তবু তোর বার ক্ষিদে তৃষ্ণা?

রাক্ষ। আমি কি এখানে ছিলেম? আমি যে হিড়ম্বা বীকে দেখিতে গেছিলেম, ঘটোৎকচের শোকে সে বড়ই তর হয়েছে।

রাক্ষসী। আজিও তার শোক?

রাক্ষ। না রে, আবার অভিমন্যু মরায় সুভদ্রা, দ্রৌপদী লি দুঃখিত হয়েছে, হিড়ম্বাদেবীও তায় ভারি দুঃখ য়েছে, তাই দেখিতে গেছিলেম, তা, তা যা হউক, তুই ানে কচ্যিস্ কি?

রাক্ষসী। আমি কি চুপ্‌কোরে আছি, কত খাদ্য সামগ্রী য় কচ্যি। ভগদত্ত, জয়দ্রথ, মৎসরাজ, ভুরিশ্রবা, বাহ্লিক,

আর সব নামও জানি নে, এই সকল রাজারা যুদ্ধে মোলো, তাদের রক্তমাংস হাজার ২ কলসী পুরে রেখেছি, এখন আরো চেষ্টা কচ্চি।

রাক্ষ। বেশ্ করিছিস্, ভাল ২, তুই কেমন গিন্নী, না হবে কেন?

রাক্ষসী। হাঁ রে, হিড়ম্বা তোকে কিছু বল্যে?

রাক্ষ। হুঁ, কত আদর কোরে আমায় বল্যে, 'রুধিরপ্রি তুমি আজি ভীমের সঙ্গে থেকো,' তাই যাচ্চি।

রাক্ষসী। কেন, তার সঙ্গে থেকে কি হবে?

রাক্ষ। সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে আজি আপনিই দুঃশা সনের রক্ত খাবে, তা খেলে তার পর আমরা খাব, এইজন্যে তার সঙ্গে ২ থাকিতে হবে।

(নেপথ্যে শব্দ)

রাক্ষসী। (শুনিয়া) কেন, দেখ্‌তো বড় যে শব্দ হচ্যে?

রাক্ষ। (দেখিয়া) ওরে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে মেরেফে ল্যে রে।

রাক্ষসী। তবে চল্‌না যাই, দ্রোণের রক্ত খাই গে।

রাক্ষ। না রে, ও বামণ, ওর রক্ত খেলে গলা পু যাবে।

রাক্ষসী। (অন্যদিগে দেখিয়া) ওরে দেখ্‌তো এটা আসে?

রাক্ষ। (দেখিয়া সভয়ে) ইঃ, এ যে অশ্বত্থামা খ হাতে কোরে এদিগেই আশ্চ্যে, যদি দ্রুপদ পু

উপর রাগ কোরে আমাদের মারে. তা চল্, আমরা শীঘ্র পালাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

অশ্বত্থামার প্রবেশ।

অশ্ব। উঃ, কি ভয়ঙ্কর শব্দ! কেন, যুদ্ধস্থলে প্রলয় কালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় এমন শব্দ হয় কেন? (চিন্তা করিয়া) হুঁ, অর্জ্জুন কি ভীম পিতাকে বুঝি রাগিয়েছে তাই তিনিই সিংহনাদ কোরে থাকিবেন, তবে আর আমার রথের প্রতীক্ষায় কায কি, হাতে তো খড়্গ আছে অমনিই যাই। (কিঞ্চিৎ গিয়া) কেন আমার আবার বাম চক্ষুটো নাচে কেন? আঁ, আমি অশ্বত্থামা পিতার যুদ্ধ দেখিতে যাই, আমার আবার অনিমিত্ত (অবজ্ঞা করিয়া) ও কিছুই নয়। (কিঞ্চিৎ গিয়া) হুঃ, তাইতো হাঁ, পাণ্ডব সেনাদের বড় যে কোলাহল, কেন? কাণ্ডটাই কি? (অন্যদিগে দেখিয়া সবিস্ময়ে মনেং) এ কি! কেনং কর্ণ প্রভৃতি সকল বড়ং যোদ্ধারা পালাচ্যে, সে কি! (প্রকাশে) ওহে বীর সকল, তোমরা পালাও নাকি হে? (সভয়ে মনে ২) কেন, পিতা তো এ যুদ্ধে আছেন তবে এদের ভয় কি? (প্রকাশে) ওহে যোদ্ধাগণ, যেয়ো না ২ যুদ্ধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়, দেখ যুদ্ধে থেকে পালালে যদি আর মরিতে না হয় পালাও, তা তো নয়, প্রাণি মাত্রেরি মৃত্যু আছে, তবে কেন আপনাদের অযশ করো? আর আমার পিতা দ্রোণাচার্য্য, তিনি এ যুদ্ধে সেনাপতি হইয়েছেন, তোমাদের ভয় কি? কর্ণ, কোথা যাও, কৃপ

যেয়ো না, হার্দ্দিক্য, তোমার শঙ্কা কি? আমার অস্ত্রধারী আছেন, তোমাদের কোন আশঙ্কাই নাই।

(নেপথ্যে)

কৈ তোমার পিতা কি আছেন?

অশ্ব। (শুনিয়া) আঃ! কি বল্‌চিস, পিতা নাই, এম কথা বলিস্? তোর মস্তক এখনো ছিঁড়ে পড়িল না কে এখন তো দ্বাদশ সূর্য্য উঠে নি, প্রলয়ের বায়ুও বহে নি মেঘ সকল ছিঁড়ে ভূমেও পড়ে নি। আমার পিতা, তাঁ অমঙ্গল কথা বলিস্?

সারথির প্রবেশ।

সার। (সভয়ে) কুমার, রক্ষা কর২ (চরণে পতন)

অশ্ব। (দেখিয়া মনে ২) এই যে পিতার সারথি আঁধা য়ন। (প্রকাশে) সে কি! তুমি ত্রিলোকরক্ষাকর্ত্তার সা রথি, তুমি আবার বালকের কাছে রক্ষাপ্রার্থনা করো?

সার। (উঠিয়া) কুমার তোমার পিতা কি আছেন?

অশ্ব। (সসম্ভ্রমে) কি! পিতা নাই, তিনি কি মরেছেন

সার। হাঁ কুমার।

অশ্ব। হায়! পিতা কোথা গেলেন। (মোহপ্রাপ্তি)

সার। কুমার, উঠ ২।

অশ্ব। (চৈতন্য পাইয়া) হায়! আমার পিতা ত্রিলো মধ্যে প্রধান বীর ছিলেন, যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ ছিলে তাঁহার মৃত্যু হইল!

সার। আর শোক করিলে কি হবে? তোমার পিতা তো র্গে গেলেন, তা বীরের উচিত বটে, তুমিও তাঁর তুল্য মতাবান সন্তান, এখন আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করো তা হইলেই এ শোকসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

অশ্ব। (সরোদনে) সারথি, বল কিরূপে পিতার বধ ইল? তিনি তো সামান্য বীর ছিলেন না, তাঁকে বিনাশ রে এমন লোক কে আছে? তিনি ভীমকে বড় ভাল বাসিতেন তা ভীমই কি গুরু দক্ষিণা দিলে?

সার। না না।

অশ্ব। অর্জ্জুনই বধ করেছে?

সার। তাহাও অসম্ভব।

অশ্ব। তবে বুঝি কৃষ্ণ?

সার। তাও নয়।

অশ্ব। তবে তাঁকে বধ করে এমন লোক তো আর থিবীতে নাই।

সার। ভীম, অর্জ্জুন, কি কৃষ্ণ এঁদের সাধ্য কি যে তাঁর কছু করিতে পারে। তিনি শোকে আপনিই ধনুর্ব্বাণ ফলে দিলেন তাতেই তাঁর বধ হইল।

অশ্ব। শোক কেন?

সার। তোমার নিমিত্তই শোক।

অশ্ব। আমার নিমিত্তে শোক, সে কেমন?

সার। (চক্ষুর্জলমুছিয়া) শোন তবে, তিনি যুদ্ধ করিতে ২ নিলেন অশ্বত্থামা মরেছেন, একথা শুনে মনে সন্দেহ ইল, কি! আমার অশ্বত্থামা চিরজীবী, সে মরেছে, সে

কি? বিবেচনা করিলেন, যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, তাঁকেই জি-
জ্ঞাসা করি, তার পর জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির বলিলে
"হাঁ; অশ্বত্থামা হত হয়েছেন" এই কথা বোলে শে
বলিলেন "গজ," তা যুদ্ধের কোলাহলে শেষের কথা
শুনিতে না পেয়ে তাঁর কথায় নিশ্চয় করিলেন অশ্বত্থামা
মরেছে, এই নিশ্চয় কোরে পুত্রশোকে ব্যাকুল হই
রোদন করিতে ২ ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিলেন।

অশ্ব। (সরোদনে) হায় কি হইল! পিতা কো
গেলে, তুমি আমাকে এত ভাল বাসিতে, তোমার অসাধা
রণ পরাক্রম ছিল, তুমি যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় স্নেহ করি
তাই বুঝি সে প্রতিফল দিলে? (অত্যন্তরোদন)

সার। কুমার আর অধিক শোক করিলে কি হবে
শান্ত হও।

অশ্ব। পিতা আমার শোকে অস্ত্র ত্যাগ করিলেন, প্রাণ
ত্যাগ করিলেন, কিন্তু আমি এমন কৃতঘ্ন নিষ্ঠুর যে তাঁ
শোকে এখনও বেঁচে আছি! (মোহপ্রাপ্তি)

কৃপাচার্য্যের প্রবেশ।

কৃপ। (সবিষাদে) দুর্য্যোধনকে ধিক্, যুধিষ্ঠিরকে ধি
অন্যান্য রাজগণকে ধিক্, আমাদিগকেও ধিক্, আম
সকলে পূর্ব্বে সভামধ্যে সেই দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ স্বচ
দেখেছিলেম, আজিও যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য্যের কেশাক
দেখিলেম, হায় কি বলিব! (কিঞ্চিৎগিয়া) এখন অশ্বত্থাম
সঙ্গে সাক্ষাৎ করি কেমন কোরে, তিনি শোকে যে নিতা

অধৈর্য্য হবেন্ এমন নয়, প্রবোধ দিলে শুনিতে পারেন কিন্তু তিনি আপনার পিতার সেই অপমানের কথা শুনে কি করেন্ বলা যায় না। (কিঞ্চিৎগিয়া) একবার স্ত্রীলোকের কেশাকর্ষণে এই বিপদ ঘোটেছে, আবার ব্রাহ্মণের কেশাকর্ষণ! বোধ হয় আর কেহই থাকিবে না। (দেখিয়া) এই যে অশ্বত্থামা এখানেই আছেন, যাই দেখি। (আসিয়া) একি বাপু, উঠ ২।

অশ্ব। (চৈতন্য পাইয়া সরোদনে) হা পিতা, তুমি বীর চূড়ামণি ছিলে আমার অদৃষ্টেই তোমার বধ হইল! (ঊর্দ্ধদিকে দেখিয়া) ভাই যুধিষ্ঠির, তুমি মিথ্যা কথা কহিতে না, এতে সকলেই তোমাকে প্রশংসা করিত, তা ভাই, আমার পিতা তিনি তোমারও গুরু, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, তাঁর নিকটে তুমি মিথ্যা কহিলে, হায় কি বলিব, সকলি আমার কপাল!

সার। কুমার, তোমার মাতুল এসেছেন।

অশ্ব। (দেখিয়া সরোদনে) মাতুল, আমার পিতা কোথায়? তিনি যে তোমার সঙ্গে যুদ্ধে গেছিলেন, তিনি যুদ্ধ কৌশল বিলক্ষণ জানিতেন, তাঁর সঙ্গে তোমার সর্ব্বদা পরিহাস হইত, এখন তুমি তাঁকে কোথায় পরিত্যাগ কোরে আসিলে? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

কৃপ। বাপু, তুমি জ্ঞানী, সকলি জান, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়ে রোদন করিলে কি হবে?

অশ্ব। আমি আর রোদন করিব না, এ দেহও রাখিব না, তাঁর সঙ্গেই যাই।

কৃপ। না বাপু, এমন কর্ম্ম কোরো না।

অশ্ব। আপনি কি বল্লেন্? যিনি আমার শোকে প্রাণ-
ত্যাগ করিলেন আমাকে তাঁর শোক সহ্য করিতে হবে?

কৃপ। কি করিবে বল, সংসারের তো এই রীতি প্রসি-
দ্ধই আছে, পিতা পরলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, তুমি পুত্র,
তাঁর ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম কর, শ্রাদ্ধ তর্পণ কর, তা হলেই জী-
বন সার্থক হবে।

সার। আপনি যথার্থ বলেছেন, সন্তানের এই কর্ম্ম বটে

অশ্ব। একথা সত্য, কিন্তু আমি তাঁর শোক সহ্য করি
তে পারিব না, প্রাণত্যাগই আমার কর্ত্তব্য। (উচ্চৈ
খড়্গাদর্শন) আর খড়্গধারণে প্রয়োজন কি? (কৃতাঞ্জলি হইয়া
ওহে খড়্গ, পিতা কর্ত্তব্য বলিয়াই তোমাকে ধরেছিলেন
কারু কাছে পরাভব ভয়ে ধরেন্ নাই, তাঁর প্রভাবে সকল
বিষয়েই তোমার ক্ষমতা ছিল, তিনি পুত্রশোকেই তো
মাকে ত্যাগ করেছেন ভয়ে ত্যাগ করেন নেই, তা আমি
তোমাকে ত্যাগ করিলেম, তোমার যথা ইচ্ছা যাও

[অস্ত্রত্যাগ]

(নেপথ্যে)

ওগো ভদ্রলোক সকল, দ্রোণাচার্য্য অতিমান্য, ক্ষত্রিয়দে
গুরু, তিনি মরুন্ তায় হানি নাই, তাঁর অপমান, তোমা
সকলেই উপেক্ষা করিলে?

অশ্ব। (শুনিয়া সক্রোধে পুনর্ব্বার খড়্গ গ্রহণ করিয়া) কি
পিতার অপমান!

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

অপমান আর নয় কেন? তিনি অধ্যাপক, সকলের গুরু, তা পুত্ত্রশোকে অস্ত্রত্যাগ কোরে দাঁড়িয়ে রোদন করিতে লাগিলেন, এমন সময় অতি দুর্ব্বৃত্ত ধৃষ্টদ্রুম্ন তাঁর কেশাকর্ষণ কোরে বিনাশ করিলে।

অশ্ব। (সক্রোধে) কি! সকল রাজার সমক্ষে আমার পিতা পুত্ত্রশোকে আপনিই প্রাণত্যাগ করিতেছিলেন! কেশাকর্ষণ কোরে তাঁর মস্তক ছেদন করেছে?

কৃপ। হাঁ বাপু, এই কথাই তো সকলে বলিতেছে।

অশ্ব। কি, দুরাত্মা পিতার মাথায় হাত দিলে?

সার। হাঁ কুমার, এমন অপমান তাঁর কখনই হয় নাই।

অশ্ব। হায় পিতা! আমি হতভাগ্য, আমার শোকে তুমি অস্ত্রত্যাগ কোরে সেই ক্ষুদ্রলোকের কাছে অপমানিত হইলে। যা হউক, শোকে তিনি শরীর ত্যাগ করিলে কাকই হউক, ধৃষ্টদ্রুমই হউক, সকলেই তাঁর মস্তক স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু আমি তো তাঁর পুত্ত্র, অস্ত্রও হাতে আছে, তা আমি সে শত্রুর মাথায় কি পা দিবো না? ওরে দুরাত্মা পাঞ্চাল কুলের কুসন্তান, আমার পিতা অস্ত্রত্যাগ করেছেন নিশ্চয় জেনে নির্ভয়ে তাঁর মাথায় হাত দিলি, জানিস্ না অশ্বথামার হাতে ধনুর্ব্বাণ আছে, সে তোদের সমভূমি করিবে। হাঁ হে যুধিষ্ঠির, তোমাকে সকলেই ভাল বাসিত, তুমি সত্যবাদী, ধর্ম্মপুত্ত্র, তা আমার পিতা তোমার কি অপরাধ করেছিলেন যে তুমি তাঁর কাছে মিথ্যা কথা

কহিলে ? যা তুই কেবল ভণ্ডতপস্বী, তোকে বল্লেই কি হবে ? অর্জ্জুন, সাত্যকি, ভীম, কৃষ্ণ, তোমাদের কি এ উচিত হইল, হাঁ ? তিনি প্রধান বীর, ব্রাহ্মণ, প্রাচীন, সকলের গুরু, বিশেষতঃ আমার পিতা, তাঁকে এক বেটা পশু দ্রুপদ কুলাঙ্গার অপমান করিলে, তা তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে। আর দূর হ তোরাও মহাপাতকী, তোদের নিকটে বল্লেই বা কি হবে ? (সক্রোধে) তোরা কেহ করেছিস্, কেহ করিতে বলেছিস, কেহ দেখেছিস, আমি কাহাকেও ক্ষমা করিব না, কি ভীম, কি অর্জ্জুন, কি যুধিষ্ঠির, কি কৃষ্ণ, কি অন্যান্য রাজগণ, আমি সকলকেই আজি সংহার করিব।

কৃপ। তুমি মনে করিলে কি না করিতে পার ? দ্রোণাচার্য্যের তুল্য তোমার পরাক্রম।

অশ্ব। ওরে ক্ষত্রিয়েরা, জানিস্ না পূর্ব্বে পিতার, অপমানে পরশুরাম যা করেছিলেন, আমারও পিতার অপমান হয়েছে আমিও তাই করিব। সারথি, শীঘ্র আমার রথ সজ্জা কর।

সার। হাঁ চলিলেম্।

[সারথির প্রস্থান]

কৃপ। এ উচিত বটে, তুমি না করিলে এ অপমান আমাদের কিসে যায় ? সেই নিমিত্ত আমি তোমাকে সেনাপতি কোরে যুদ্ধে পাঠাতে ইচ্ছা করি।

অশ্ব। সে কেবল পরাধীন হওয়া মাত্র, তাতে ফল কি ?

কৃপ। না না, এখন ভীষ্ম নাই, দ্রোণ নাই, তুমি না সেনাপতি হইলে ধৃতরাষ্ট্রের সৈন্য যে অনাথ হবে। আমি বিশেষ

জানি, তুমি উদ্যোগী হইলে ত্রিলোক পরাজয় হয়, যুধিষ্ঠির কোথা আছে। আরো বিবেচনা কর, তোমার তুল্য বীর দুর্য্যোধনের আর কে আছে? সুতরাং আমার বোধ হয় দুর্য্যোধন আপনিই তোমাকে সেনাপতি করিবেন।

অশ্ব। তা এমন যদি হয়, তবে চল রাজা দুর্য্যোধনের নিকটেই যাই, তিনি আমার পিতার শোকে বড় কাতর হয়েছেন আশ্বাস দি গে, পরে শত্রু ক্ষয় কোরে তাঁর মনোদুঃখ দূর করিব।

কৃপ। সেই ভাল, সেখানেই যাই চল।

[উভয়ের কিঞ্চিদ্গমন]

কর্ণ দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দুর্য্যো। ভাল, এ কি! এমন যুদ্ধের সময় দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র ফেলে দিলেন? হায় ২ জেতে বামণ কি না, পুত্র মরেছে শুনিই একেবারে শোকে অধৈর্য্য হলেন, হুঁঃ, বামণের কর্ম্ম কি যুদ্ধ করা?

কর্ণ। না মহারাজ, তা নয়।

দুর্য্যো। তবে কেন এমন হইল?

কর্ণ। তাঁর অভিপ্রায় ছিল অশ্বত্থামাকে পৃথিবীর রাজা করিবেন তা অশ্বত্থামার বধ হয়েছে শুনে ভাবিলেন, আর কেন, মানস তো পূর্ণ হইল না, তবে আমি ব্রাহ্মণ, অস্ত্র ধারণের আর প্রয়োজন কি? মনে এই ভেবেই অস্ত্র ত্যাগ করিলেন।

দুর্য্যো। [মস্তক চালন করিয়া] হুঁ, হতে পারে।

কর্ণ। ঐ জন্যে তিনি কারু পক্ষে হতেন না, এমন সকল বীর গেলো তা তিনি উপেক্ষা করিলেন।

দুর্য্যো। তাই বটে।

কর্ণ। মহারাজ, আরো দেখুন, দ্রুপদ রাজা তাঁর এই অভিপ্রায় জেনেছিলেন, তিনি ঐজন্যেই দ্রোণাচার্য্যকে আপন রাজ্য হইতে দূর কোরে দেন।

দুর্য্যো। ঠিক অনুভব করেছ।

কর্ণ। একথা যে আমিই বল্‌চি এমন নয়, সকলেই জানে।

দুর্য্যো। তার কোন সন্দেহ নাই হে, কেননা প্রথমে তিনি জয়দ্রথকে অভয় দেছিলেন, তারপর অর্জ্জুন যখন তাকে বধ করে তখন তিনি উপেক্ষা করিলেন, এর কারণ কি?

কৃপ (দেখিয়া) এই যে রাজা, কর্ণের সঙ্গে বটবৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া আছেন, এস নিকটে যাই।

উভয়ে। (আসিয়া) মহারাজের জয় হউক।

দুর্য্যো। (দেখিয়া) আসুন২ (কৃপাচার্য্যের প্রতি) গুরু প্রণাম করি, (অশ্বত্থামার প্রতি) আচার্য্য পুত্র, এস২ আমার নিমিত্তই তোমার পিতা গেলেন, তাঁর শোকে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে, একবার তোমাকে কোলে কোরে সে তাপ নিবৃত্তি করি (আলিঙ্গন) আঃ! শরীর জুড়াল।

[অশ্বত্থামার রোদন]

কর্ণ। আর শোক করিলে কি হবে?

দুর্য্যো। (সরোদনে) ভাই বিবেচনা কর দেখি, এ

শোক তোমার যেমন আমার তো তেমনি, তোমার পিতা তিনি আমার পিতার সখা ছিলেন, তাঁর নিকটে অস্ত্র শিক্ষা তুমিও করেছ আমিও করেছি, তাঁর মরণে আমার যে ক্লেশ তা ভাই তুমিও তা জানিতেছ।

কৃপ। হাঁ মহারাজ, তার জিজ্ঞাসা কি?

অশ্ব। আপনি এমন কথা কহিলেন, তবে আর আমার শোক করা উচিত নয়, কিন্তু আমি বেঁচে থাকিতে আমার পিতার কেশাকর্ষণ হইল তবে আর পুত্র প্রার্থনা কে করিবে বলুন্ দেখি?

কর্ণ। তিনি অস্ত্র ফেলে দে আপনিই অপমানিত হলেন্ তা এখন তুমি আর কি করিবে?

অশ্ব। কি বলিলে কর্ণ, আমি আর এখন কি করিব? তা যা করিব শোনো, যে ২ ব্যক্তি স্বচক্ষে সেই পাপকর্ম্ম দেখেছে, পাণ্ডবদের পক্ষে যারা ২ অস্ত্র ধারণ করেছে, পাঞ্চাল বংশে যে ২ আছে বালকই হউক, বৃদ্ধই হউক গর্ভস্থই হউক, আমি এ সকলেরই কালান্তক কাল, আমি সকলকেই সংহার করিব।

কর্ণ। হাঁ, বলা অনায়াসেই যায়, কিন্তু করা বড় কঠিন।

অশ্ব। (সক্রোধে) কি, করা কঠিন? তুমি পরশুরামের শিষ্য, জান তো পরশুরাম যা করেছেন, তা এও সেই স্থান, ক্ষত্রিয়ও আমার পিতার অপমান করেছে, আমিও তাই করিব।

দুর্য্যো। হাঁ, তুমি তা পার বটে, তুমি সামান্য বীর নও।

কৃপ। মহারাজ, ইনি সকল ভারই নিতে প্রস্তুত। আর

আমিও বোধ করি ইনি উদ্যোগী হইলে ত্রিলোকের রক্ষা নাই, পাণ্ডবেরা কোথা আছে, তা আপনি এঁকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করুন্।

দুর্য্যো। হাঁ উচিত বটে, কিন্তু কর্ণকে সেনাপতি পদ দিবার স্থির করা গেছে।

কৃপ। না মহারাজ, এ কথা ভাল নয়, ইনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন, তা কর্ণের নিমিত্ত এঁর প্রতি তাচ্ছল্য করা আপনার উচিত হয় না, ইনি অবশ্যই সে সকল শত্রু সংহার করিবেন, তবে কিনা এঁর একটা মনোদুঃখ দেওয়া হয়।

অশ্ব। মহারাজ আমাকে নিযুক্ত করেন্ বা না করেন্, আমি এই রাত্রিশেষে উঠে আগে ভো কৃষ্ণকে বিনষ্ট করিব, পরে পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিব, তার পর গে পাঞ্চাল বংশ ধ্বংস করিব।

কর্ণ। আমরাই কি এ পারি নে হাঁ?

অশ্ব। না ভাই তোমরা পার না এমন্ নয়, তবে কিনা আমি বড় দুঃখ পেয়েছি তাই বলিতেছি।

কর্ণ। ওরে মূর্খ, যে দুঃখ পেয়েছে সে গে কাঁদুক্, তা হইলেই তার দুঃখ নিবৃত্তি হবে; আর যার ক্ষমতা আছে, সে কি মিথ্যা মুখে মালসাট মারে? সে আপনার পরাক্রমই প্রকাশ করে, তোর মত অসার কতগুলো বকে না।

অশ্ব। (সক্রোধে) কিঃ, তুই আমাকে এমন কথা বলিস্? তুই বেটা রাধার কুসন্তান, সূতজাতির অধম।

কর্ণ। হাঁ, আমি সূতজাতিই হই, অন্যই হই, যে হই,

ন্মের কথায় কায কি? অদৃষ্টাধীন জন্ম সকল বংশেই য়, কিন্তু আমার ক্ষমতা আছে, আমি অক্ষম নই।

অশ্ব। (সক্রোধে) আমিই অক্ষম? তুই বেটা বলিলি আমি কেঁদেই দুঃখ নিবৃত্তি করিব, আর কিছু করিতে পারব না? কেন, তোর মত আমার অস্ত্র কি শাপে নির্ব্বীর্য্য য়েছে? না তোর মত আমি যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এলেম? া তোর মত সারথির বংশে আমি জন্মিছি? আমি অশ্বামা, আমি এই ক্ষুদ্র শত্রুকে প্রতিফল দিতে পারিব না?

কর্ণ। (সক্রোধে) তুই বেটা মূর্খ, বড়ুবামণ, মেলা কতলো বোক্‌চিস্, তোর কথার উত্তর কি দিব? আমার স্ত্র নির্ব্বীর্য্যই হউক আর সবীর্য্যই হউক, আমি তো তা লে দিই নি, তোর বাপ্ যেমন ধৃষ্টদ্রুম্নের ভয়ে অস্ত্র লে দেছিল।

অশ্ব। (সক্রোধে) ওরে বেটা সারথিকুলের কুলাঙ্গার ধার কুপুত্র, তুই অস্ত্রবিদ্যার কি জানিস্? আমার তাকে নিন্দা করিস্! তিনি ভীতই হউন্, বলবান্‌ই উন্, তাঁকে কে না জানে, তিনি প্রতিদিন যা করেছেন, থিবী তা জানেন, তিনি অস্ত্র ত্যাগ করেছেন যে কেন, ত্যবাদী যুধিষ্ঠিরই তা জানে, তুই বেটা ভয়ে তখন াথা পালিয়ে ছিলি?

কর্ণ। (হাসিয়া) হাঁ, আমিই ভয়ে পালিয়েছিলেম্ বটে, ারি বড় ভরসা। তা যা হউক, তোর বাপের বিষয়ে মার কিছু সন্দেহ হয়েছে, ওরে মূর্খ, তুই বিবেচনা কর্ খি, ভাল তোর বাপ্ অস্ত্র ফেলে দিছিল দিইছিল, তা

শক্রতে যখন অপমান করে তাও কি বারণ করিতে হয় না? স্ত্রীলোক দ্রৌপদী, সভামধ্যে তার যেমন অপমান হয়েছিল তোর বাপের কপালে তাই ঘটিল।

অশ্ব। (সক্রোধে) ওরে দুরাত্মা, তুই রাজার বড় প্রিয় হয়েছিস্ বটে, তাই অহঙ্কারে আমাকে যাইচ্ছা বলিস্; ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার পিতার মাথায় হাত দিলে তিনি দুঃখেই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, বারণ করেন নাই বটে, তা তুইতো বলবান্, আমি তোর মাথায় পা দিই তুই রাখ দেখি। (চরণ উত্তোলন)

কৃপ ও দুর্য্যো। ক্ষমা কর ২।

(কর্ণের মস্তকে পদাঘাত)

কর্ণ। (ক্রোধে খড়্গ লইয়া) ওরে দুরাত্মা অব্রাহ্মণ, তুই জেতে বামণ, বধ করা উচিত নয় তাই বেঁচে গেলি।

অশ্ব। (সক্রোধে) ওরে মূর্খ, আমি জেতে বামণ তাই মারিতে পারিস্ নে? আচ্ছা, আমি সে জাতি ত্যাগ করিলাম, আয়, (যজ্ঞোপবীত চ্ছেদন) কৈ, এলি নে, আয়, হয় অস্ত্র ধর, না হয় অস্ত্র ফেলে কৃতাঞ্জলি হইয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর্।

(উভয়েই অস্ত্র লইয়া উঠে, কৃপ ও দুর্য্যোধন, কর্ণ ও অশ্বত্থামাকে ধরে)

অশ্ব। মাতুল, ওকে ছেড়ে দেও, ও বেটা পিতার নিন্দা করে!

কর্ণ। মহারাজ, ওকে ধরিবেন না, ওকে একবার শেখান
...াল। ভদ্রলোকে উপেক্ষা করে, ক্রোধ হইলেও কিছু বলে
...া এই নিমিত্তেই তো ওর এত স্পর্দ্ধা হয়েছে।

অশ্ব। ছেড়ে দিন২, আমি ওকে একেবারে গুঁড়ো কোরে
...ফলি, কেন মহারাজ, আমার হাতে থেকে ওকে বাঁচিয়ে
...ক হবে? আপনি কি সখা বোলে স্নেহ করিতেছেন, সে
...ক? ও সারথির সন্তান, নীচজাতি, আপনি চন্দ্রবংশীয়
...াজা, প্রধান মনুষ্য, ও কি আপনার সখার যোগ্য?
...ার ওর দ্বারা আপনার উপকারই বা কি হবে? আ-
...া আগে ওকে সংহার করি, তার পর পৃথিবীকে পাণ্ডব
...ূন্য করিব, ছেড়ে দিন্।

কর্ণ। (খড়্গতুলিয়া) ওরে অব্রাহ্মণ, তুই আমার হাতে
...লি,—মহারাজ, ছেড়ে দিন্ ওকে।

দুর্য্যো। এ ভাই তোমাদের অতি মূর্খতা প্রকাশ।

কৃপ। তাইতো, যা কর্ত্তব্য তা দূরে গেল এখন
...াপনাআপনি একটা গোলযোগ করা কি উচিত?
...ান্ত হও।

অশ্ব। ও বেটা সারথির ছেলে, আমার পিতাকে কটু-
...থা কয়, ওর অহঙ্কার চূর্ণ করিব না?

কৃপ। বাপু, এখন কি তোমাদের পরস্পর বিবাদ করার
...ময়?

অশ্ব। আচ্ছা, আমি এখন ক্ষান্ত হলেম্, যে পর্য্যন্ত ও
...ক্রর হাতে না মরে সে পর্য্যন্ত আমি আর অস্ত্র ধরিব না,
...স্ত্র ত্যাগ করিলেম। মহারাজ, এ আপনকার বড় প্রিয় বন্ধু,

এ সেনাপতি হইয়ে যুদ্ধে যাউক, গে, ভীম অৰ্জ্জুনের ভয়ে কি করে আপনি দেখিবেন। [খড়্গত্যাগ]

কর্ণ। (হাসিয়া) তোদের অস্ত্রধরা আর অস্ত্রফেলা দুই তুল্য, ক্ষমতা তো কিছুই নাই, অস্ত্র ধরেই বা কি করিবি? আমি যদি অস্ত্র ধরি তবে অন্যের অস্ত্রে কি হবে? আমি যা না করিতে পারিব তাকি কারু সাধ্য?

(নেপথ্যে।)

ওরে দুরাত্মা দুঃশাসন, তুইনা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিলি। ওরে মহাপাতকি, ধৃতরাষ্ট্রের কুসন্তান, পশু, আমি তোকে অনেক দিনের পর আজি পেয়েছি কোথায় পালাবি?

ওরে কর্ণ, ওরে দুর্য্যোধন, ওরে সৌবল, যে দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রাকর্ষণ করেছিল, আমিও তার রক্ত খাব, প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, তা এখন সে আমার হাতে পড়েছে, তোরা কে আছিস্ রক্ষা কর্। (সকলের উদ্বেগ)

অশ্ব। (ব্যঙ্গ করিয়া) ওহে কর্ণ, তুমি বড় বীর, পরশুরামের শিষ্য, দ্রোণাচার্য্যকে আবার উপহাস কোরে থাক, সেনাপতি হয়েছ, অস্ত্রধারণ করেছ, সকলকে রক্ষা করিবে, কৈ, এখন ভীমের হাত থেকে দুঃশাসনকে রাখ দেখি?

কর্ণ। (উঠিয়া) আঃ, ভীমের কি সাধ্য যুবরাজের ছায়া মাড়ায়,—যুবরাজ, ভয় নাই ২, আমি এসিছি।

(কর্ণের প্রস্থান)

অশ্ব। মহারাজ এখন ভীষ্ম নাই, দ্রোণাচার্য্য নাই, কর্ণ দ্বারা যে কিছু হয় বোধ হয় না, আপনিই শীঘ্র গে ভাইকে রক্ষা করুন্।

দুর্য্যো। (উঠিয়া) কার সাধ্য আমার ভাইকে স্প করে,—ভাই, ভয় নাই ২,—ওরে কে আছে রে, রথ আন্। [রথারোহণে প্রস্থান]

(নেপথ্যে মহাশব্দ।)

অশ্ব। (দেখিয়া) হায় মাতুল, কি হইল ২! অর্জ্জুন আবার ভেয়ের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে এসে কর্ণের সঙ্গে দুর্য্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে, তবেইতো বিভ্রাট, ভীম বুঝি দুঃশাসনের রক্তই খায়, হায়! দুর্য্যোধনের এমন বিপা এতো সহ্য করা যায় না,—রেখে দেও প্রতিজ্ঞা, আমি প্রতিজ্ঞা করি নাই, অস্ত্র দেও। সত্য অপেক্ষা মিথ্যা ভাল স্বর্গ অপেক্ষা নরক ভাল, ভীম হইতে দুঃশাসনকে তে রক্ষা করি, তার পর যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।

[খড়্গ গ্রহণ]

(নেপথ্যে।)

এ কি! তুমি মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের পুত্র, তুমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করো?

কৃপ। বাপু, দৈববাণী হইল, তুমি অস্ত্রধারণ কোরো না।

অশ্ব। এ কি দৈববাণী? আঃ দেবতারাও পাণ্ডবে পক্ষ রে! কি করি, এখন ভীম যে দুঃশাসনের রক্ত পা

করে, হায় কি হইল! আমি এও রক্ষা করিতে পারিলেম না তবে দুর্য্যোধনের কি আর ভাল করিব? মাতুল, ক্রোধভরে প্রতিজ্ঞাটা করা ভাল হয় নাই, তা আর কি হবে, এখন তুমি শীঘ্র গে দুর্য্যোধনের সাহায্য কর।

কৃপ। হাঁ, আমি চলিলেম, তুমি শিবিরে যাও।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

অচেতন দুর্য্যোধনকে রথে লইয়া সারথির প্রবেশ।

(নেপথ্যে।)

ওহে কৌরব পক্ষ রাজারা, সাবধান হও। ভীম দুঃশাসনের রক্ত খেয়ে গায়ে মেখে ভয়ঙ্কর হয়েছে, তা দেখে সকল সৈন্য পলায়ন করিতেছে।

সারথি। এই যে কৃপাচার্য্য কর্ণের সাহায্য করিতে চলিলেন। তবে আমি এই সময় রাজাকে নে পালাই।

(পলায়ন)

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। ওহে সৈন্যগণ, তোমাদের ভয় নাই ২, আমি দুঃশাসনের রক্ত খেয়ে আহ্লাদে মগ্ন হয়েছি, একটা

প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল, আর একটা বাকি। ওহে ভদ্রলোক সকল, তোমরা শোন, দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিল, আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, তার রক্ত খাব, তা দুর্য্যোধন বড় অভিমানী, কর্ণ বড় বীর, তাদের সমক্ষেই আমি সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেম।

সার। (দেখিয়া সভয়ে) এই যে দুরাত্মা ভীম এদিগেই আসিতেছে, রাজারও এখন চৈতন্য হয় নাই। এই সময় আমি রাজাকে লইয়া পালাই, কি জানি, যদি ঐ দুরাত্মা এসে রাজাকে দুঃশাসনের মত করে। (কিঞ্চিৎগিয়া) এ রথের তো ধ্বজা নাই, আর কে কি বলিবে? এই বটচ্ছায়াতেই রথ রাখি, এখানে সুশীতল বাতাস আছে রাজার চৈতন্যও হইতে পারিবে। (তথায় গিয়া) কৈ এখানে কেহই যে নাই, বুঝি ভীমের ভয়ে পালাইয়া থাকিবে আঃ কি ক্লেশ! হা বিধাতা, ভীষ্ম, দ্রোণ সকলি গেছেন এখন জয়দ্রথ গেলেন দুঃশাসনও গেলেন; আরো তোমার মনে কি আছে বলা যায় না। (দুর্য্যোধনের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিয়া) কৈ, এখনও যে রাজার চৈতন্য হইল না? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মত্ত হস্তী সকলবন ভগ্ন করিলে যদি একটি শালবৃক্ষ থাকে, তা হইলে সে বনের যেমন অবস্থা হয়, কৌরবদিগেরও এক্ষণে সেইরূপ অবস্থা। কেবল ইনিই অবশিষ্ট আছেন, আর কেহই নাই। পোড়া বিধাতা কুরুকুলের প্রতি একেবারেই বিমুখ হয়েছে, ভীম অবাধেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিল!

দুর্য্যো। (চৈতন্য পাইয়া) আঃ, দুরাত্মা ভীমের কি সাধ্য

সে কখনই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিবে না। দুঃশাসন ভাই ভয় কি? আমি এসেছি,—সারথি, দুঃশাসনের নিকটে শীঘ্র রথ নে যাও।

সার। মহারাজ, আপনার ঘোড়া আর চলিতে পারে না।

দুর্য্যো। (ভূতলে লম্ফ দিয়া) দূর হউক, রথে যেতে বিলম্ব হবে। (গমনোদ্যোগ)

সার। মহারাজ, ক্ষমা করুন্, যাবেন্ না ২।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) ধিক্ তোমাকে, আমার রথে প্রয়োজন কি? গদা তো আছে, এতেই যুদ্ধ করিব।

সার। হাঁ, তা আপনি পারেন্ বটে।

দুর্য্যো। তবে কেন বাধা দেও? আমি রাজা দুর্য্যোধন, আমি থাকিতে দুরাত্মা ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করিবে? তুমি আমাকে যেতে বারণ কর? তোমার কি ক্রোধ নাই, লজ্জাও নাই, দয়াও নাই?

সার। (চরণ ধরিয়া) মহারাজ, সে দুরাত্মা ভীম অনেকক্ষণ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কোরে গেছে, আর আপনি গে কি করিবেন? তাই বারণ করিতেছি।

দুর্য্যো। কি, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কোরে গেছে! (ভূতলে পতিত হইয়া) হায় কি হইল! ভাই দুঃশাসন কোথা গেলে, তুমি আমার অতি অনুগত ছিলে, তোমাকে আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলাম, তা ভাই কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে। (মোহপ্রাপ্তি)

সার। মহারাজ, উঠুন্ ২ কি করিবেন।

দুর্য্যো। (চৈতন্য পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হায়,

আমি কি করিলেম, ভাই দুঃশাসনকে হারাইলেম; ভাই দুঃশাসন, তুমি আমার নিমিত্তেই পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতা করেছিলে, কিন্তু আমি এমন কৃতঘ্ন, যে তোমাকে রক্ষাও করিতে পারিলেম না! সারথি, কি হইল, তুমি কি করিলে, দুঃশাসন বালক, তাকে শত্রুহস্তে দে আমাকেই পালালে, ছি ২ তোমার এমন কর্ম্ম?

সার। মহারাজ, আমি কি করিব? শত্রুদের বাণে আপনি অচৈতন্য হইয়ে পড়িলেন, তাই আমি রথ লইয়ে এসেছি।

দুর্য্যো। তুমি অতি অন্যায় কর্ম্ম করেছ, আমি অচৈতন্য হয়েছিলেম হয়েইছিলেম, তা সেই দুঃশাসনের শত্রু ভীমের গদাপ্রহারে কেন চৈতন্য পেলেম্ না? দুঃশাসনের রক্ত-শয্যায় হয় ভীম শয়ন করিত, না! হয় আমিই শয়ন করিতেম তাতে হানি কি ছিল? (ঊর্দ্ধদিগে দৃষ্টি দিয়া) হায় বিধাতা! তুমিও কুরুকুলের প্রতি বিমুখ হইলে! হও, আমার মরণে আর ক্ষতি নাই কিন্তু এখনো এই কব, যেন ভীমের হাতে না মৃত্যু হয়।

সার। আপনি এমন কথা বলিবেন না।

দুর্য্যো। (সবিষাদে) আর, বলিব না! তুমিও যেমন, বন্ধুবান্ধব সকলি গেল, আর আমার রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি, জয়েই বা প্রয়োজন কি?

কিঞ্চিদ্দূরে ভগ্নদূত সুন্দরকের প্রবেশ।

সুন্দর। (উচ্চৈঃস্বরে) ওগো মহাশয়েরা, আপনারা জানেন রাজা দুর্য্যোধন কোথায়? (আপনাপনি) কৈ কেউ যে

কিছু বলেন না? ভাল এদিগে যে অনেকে আছেন এঁদেরই জিজ্ঞাসা করি দেখি। না, জিজ্ঞাসা করিলে কি হবে? এঁরা যে ব্যস্ত; যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, তারিই চিকিৎসা করিতেছেন। এদিগে দেখি২ (উচ্চৈঃস্বরে) কেমন গো, রাজা দুর্য্যোধন কোথা জানো? (আপনাপনি) এরা আমায় দেখে কাঁদিতে লাগিল, এদের ভারি বিপদ হয়ে থাকিবে। তবে কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, এখানে বড়ই যে কোলাহল হচ্যে, দেখি২, (দেখিয়া) একি! একজন যোদ্ধার মা, যুদ্ধে পুত্র মরেছে, তাই পুত্রবধূকে সঙ্গে কোরে তারি চিতায় পড়িতে যাচ্যে, আহা! যাউক্২, জন্মান্তরে আর পুত্রশোক পাবে না। এদিগে দেখি২। ইঃ! এরা যে বড় বিমর্ষ ভাবে রয়েছে, বুঝি যুদ্ধে এদের কর্ত্তা মরে থাকিবে, তবে এদের জিজ্ঞাসা করিলে কি হবে? ওদিগেও যে দেখি কেবল কাঁদিতেছে, হায় কি হইল! একেবারেই যে সব গেল। রাজা দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি, একশত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, কৃতবর্ম্ম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি যাঁর সহায়, যিনি সপ্তদ্বীপ সসাগরা পৃথিবীর রাজা, তাঁর কি দুর্দ্দশা! তিনি যে এখন কোথায়, তাও কেহই বলিতে পারে না? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর হবে নাই বা কেন বল, বিদুরের কথা অবহেলা করাই বীজ, ভীষ্মের উপদেশ না শুনাই অঙ্কুর, শকুনির উৎসাহই মূল, পাশক্রীড়া, জতুগৃহ নির্ম্মাণ, বিষ প্রদান, এইসকল নিষ্ঠুর ব্যাপারই বৃক্ষ, দ্রৌপদীর অপমানই পুষ্প, এখন সময় পাইয়া তাহারি এই সকল ফল ফলিল।

গে দেখিয়া) ঐ একখানা রত্নের রথ দেখিতেছি, রাজা ঐ
থেই বা আছেন ? দেখি গে দেখি। (কিঞ্চিৎ গিয়া দেখিয়া)
ই যে মহারাজ সারথির সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তবে
নকটে যাই। (গিয়া) মহারাজের জয় হউক !

সার। (দেখিয়া) মহারাজ, যুদ্ধস্থলহইতে সুন্দরক
সেছে।

দুর্য্যো। (দেখিয়া) সুন্দরক, কর্ণের মঙ্গল ?

সুন্দর। হাঁ, তিনি কেবল বেঁচে আছেন, তার শরীরে-
ই মঙ্গল।

দুর্য্যো। (সসম্ভ্রমে) কি ! অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর কি
ঘাড়া গেছে, সারথি গেছে, রথও কি ভগ্ন হয়েছে ?

সুন্দর। না মহারাজ, তাঁর রথ ভগ্ন হয় নাই মনোরথই
গ্ন হয়েছে।

দুর্য্যো। আঃ ! আমার অন্তঃকরণ একে ব্যাকুল, কি হয়েছে
ষ্ট বল্ না।

সুন্দর। আপনকার অনুগ্রহে যুদ্ধের বেদনা গেলো এখন
লি শুনুন্। দুঃশাসনের তো বধ———

দুর্য্যো। হাঁ, সে কথা শোনা হইয়েছে, তার পর কি ?

সুন্দর। তার পর আমাদের সেনাপতি কর্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ
য়ে সেই দুরাত্মা ভীমের প্রতিই বাণবর্ষণ করিতে
গিলেন।

দুর্য্যো। তার পর ?

ন্দর। তার পর উভয় দলের সৈন্য মিলিত হইলে ধূলাতে
ভূমণ্ডল একেবারেই আচ্ছন্ন হইল। সেই ধূলার অন্ধ-

কারের মধ্যে প্রলয়কালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এক ২ বার গভীর সিংহনাদ হইতে লাগিল, মধ্যে২ অস্ত্রের প্রভাও বিদ্যুতের ন্যায় এক ২ বার প্রকাশ পাইতে লাগিল।

দুর্য্যো। তার পর?

সুন্দর। এই সময়ে পাছে ভীম পরাস্ত হয় এই ভয়ে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথ সেখানেই আনিয়া পাঞ্চজন্য শংখ বাজাতে লাগিলেন, সেই শব্দে বিশ্বসংসার পূর্ণ হইল।

দুর্য্যো। তার পর?

সুন্দর। তার পর কুমার বৃষসেন দেখিল ভীম অর্জ্জুন দুজনেই পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেছে, দেখে ক্রোধে সত্বর সেথায় আসিয়া বাণে অর্জ্জুনের রথ একেবারে আচ্ছন্ন করিল।

দুর্য্যো। (আহ্লাদে) হাঁ, তার পর?

সুন্দর। তারপর তা দেখে অর্জ্জুন হাসিতে২ বলিল "ওরে বৃষসেন, তোর পিতাও আমার সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ নয়, তুই বালক কোথা আছিস্, তুই যা, অন্য কোন বালকের সঙ্গে যুদ্ধ গে কর্"। এ কথায় বৃষসেন কোন দুর্বাক্য বলিল না, বাণবর্ষণেই উত্তর দিল।

দুর্য্যো। (আহ্লাদে) ভাল বৃষসেন, ভাল, না হবে কেন?——তার পর?

সুন্দর। তার পর অর্জ্জুন বৃষসেনের বাণে ব্যথিত হইয়া যুদ্ধের আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইতে লাগিল, বৃষসেনও ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, উভয় দলের সৈন্যেরা বৃষসেনের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে আপনারা ক্ষণকাল যুদ্ধে

নিবৃত্ত হইয়ে বৃষসেনকে সাধুবাদ দিতে লাগিল। কর্ণ এক ২ বার ক্রোধে ভীমের প্রতি বাণ মারেন্, এক ২ বার স্নেহে বৃষসেনের প্রতি দৃষ্টি দান করেন্।

দুর্য্যো। হাঁ, সন্তানের স্নেহ কিনা ? তার পর?

সুন্দ। তার পর অর্জ্জন বৃষসেনের প্রশংসা শুনে ক্রোধে বৃষসেনের প্রতি একেবারে এমনি বাণ মারিলে———

দুর্য্যো। (সভয়ে) কেমন্?

সুন্দ। ক্ষণকালের মধ্যে দেখিলেম্ বৃষসেনের ঘোড়া নাই, সারথি নাই, অস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই, কেবল বৃষসেন ভূতলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।

দুর্য্যো। (সভয়ে) কর্ণ তা দেখে কি করিল?

সুন্দর। কর্ণ, তা দেখে ভীমকে পরিত্যাগ কোরে অর্জ্জুনের প্রতিই বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যো। হাঁ, তা তো করিবিই বটে, তার পর?

সুন্দর। তার পর বৃষসেনও অন্য রথে উঠে পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়ে অর্জ্জুনকে বলিল "ওরে মধ্যম পাণ্ডব, তুই আমার পিতাকে নিন্দা করিস্? দেখ আমার বাণ তোর শরীর ছাড়া আর অন্যত্র পড়িবে না" বোলে সিংহনাদ কোরে বাণে অর্জ্জুনের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল।

দুর্য্যো। (সবিস্ময়ে) ওঃ, বৃষসেন বালক, এর কি ক্ষমতা! তার পর?

সুন্দর। তার পর অর্জ্জুন বৃষসেনের বাণে ব্যথিত হইয়ে ক্রোধে এক আশ্চর্য্য রত্নপ্রভাযুক্ত শক্তি বৃষসেনের প্রতিই ক্ষেপ করিল।

দুর্য্যো। (সবিষাদে) অাঁ! তার পর?

সুন্দর। তার পর আকাশে শক্তি উঠে অগ্নির ন্যায় জ্বলি-তে লাগিল দেখে অর্জ্জুন সিংহনাদ করিল, কুরুসেনারা হাহাকার করিয়া উঠিল, কর্ণের হাত থেকে ধনুর্ব্বাণ পড়িল চক্ষুদে জল পড়িতে লাগিল, মুখে আর কথা নাই, হাসি নাই, কর্ণ অমনি দাঁড়িয়া রহিলেন।

দুর্য্যো। (সবিষাদে) তার পর কি হইল?

সুন্দর। তার পর বৃষসেন সিংহনাদ কোরে একবারে অর্দ্ধপথেই সে শক্তিচ্ছেদ করিয়া ফেলিল।

দুর্য্যো। (সপরিতোষে) ভাল বৃষসেন, ভাল, না হবে কেন, কর্ণের পুত্র কি না?———তার পর?

সুন্দর। তার পর চতুর্দ্দিগ্ হোতে বৃষসেনের সাধুবাদ উঠিল। কর্ণ কহিলেন "ওহে ভীম, এখন আমাদের যুদ্ধ থাকুক, পরে হবে, আমার বৃষসেন বালক, এ, অর্জ্জুনের সঙ্গে কেমন যুদ্ধ করিতেছে একবার দুইজনে দেখি এস"। তা ভীমও তায় সম্মত হইয়ে দুজনেই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ক্রোধভরে কহিল "ওরে দুর্য্যোধন, ওরে কর্ণ, ওরে কৌরব সেনাপতি সকল, তোরা সকলে মিলে আমার অসময়ে আমার অভিমন্যুকে বধ করিয়া ছিলি, এখন আমি তোদের সকলের সমক্ষে তোদের বৃষসেনকে সংহার করি", এই কথা বোলেই আপনার গাণ্ডীব ধনুক আস্ফালন করিল

দুর্য্যো। আঃ, দুরাত্মা অর্জ্জুনের কি গর্ব্ব! তার পর?

সুন্দর। তার পর অর্জ্জুন গাণ্ডীবধনুকে বাণ যোগ করিলে কর্ণও আপন ধনুকে বাণ যোগ করিলেন, তা দেখে

র্জ্জুন ভীমকে যুদ্ধ করিতে বারণ কোরে আপনি একাই
ষসেন কর্ণ দুজনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর
দ্ধ হইতেন লাগিল, বাণবর্ষণে গগণমণ্ডল একেবারেই
াচ্ছন্ন হইয়া রহিল, আর কিছুই দেখা যায় না।

দুর্য্যো। (সবিস্ময়ে) এমন যুদ্ধ কতক্ষণ হইল?

সুন্দর। বড় অধিক ক্ষণ নয়, কিছু পরেই হঠাৎ পাণ্ডব-
দর সৈন্যমধ্যে কোলাহল হইল, কৌরব সৈন্যেরা হাহা-
ার করিয়া উঠিল।

দুর্য্যো। (সভয়ে) কেন ২?

সুন্দর। মহারাজ, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! প্রথমে
কছুই জানিতে পারি নাই, তার পর দেখিলেম সারথি
াই, ধ্বজা নাই, ঘোড়া নাই, এক বাণে বৃষসেনের বক্ষঃ-
লে বিদীর্ণ হয়েছে, বৃষসেন ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে।

দুর্য্যো। সুন্দরক, আর কি বলিবে? বুঝা গেছে, আমার
ষসেন নাই, বল না কেন সর্ব্বনাশ হয়েছে। হায় কি হই-
! হা বৃষসেন, তুমি অতিপ্রিয়ম্বদ ছিলে, তুমি অতিসুজন
লে, তোমাতে অসাধারণ পরাক্রম ছিল, সকল গুণই তো-
াতে ছিল, তুমি আমাকে এত ভক্তি করিতে, তুমি আমার
ঃশাসনের তুল্য স্নেহপাত্র ছিলে, তোমার বিরহে আমি
রূপে প্রাণধারণ করিব! কর্ণই বা কিরূপে বাঁচিবে! তুমি
র্ণের বংশধর, তোমার সেই মনোহর মুখচন্দ্র, সেই কমনীয়
নযুগল, আহা নবযৌবনে কিবা শোভাই হয়েছিল!
ন করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, এখন তুমি প্রাণ
াগ করেছ, কর্ণ তোমার মৃতদেহ দেখিয়া কিরূপে শোক

সম্বরণ করিবে? হায় কি সর্ব্বনাশ হইল! (মোহপ্রাপ্তি

সার। হায় কি হইল! (বস্ত্রদ্বারা বীজন করিয়া) মহারাজ

এ কি ২ উঠুন্ ২।

দুর্য্যো। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া) সারথি, আমার অদৃষ্টে

কি হইল!

সার। মহারাজ, অত্যন্ত শোক করিলে আর কি হইবে?

দুর্য্যো। আমার আর শোক? তুমিও যেমন, এইরূপ

কত শত বন্ধুবান্ধব গেল; শোকও নাই, দুঃখও নাই, হৃদয়

পাষাণ হইয়াছে। (দূতের প্রতি) সুন্দরক, এখন সখা কর্ণ

কি করিতেছেন?

সুন্দর। তিনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া অর্জ্জুনের সঙ্গে

যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, তা দেখে, নকুল, সহদেব

ভীম সকলি আসিয়া অর্জ্জুনের রথ বেষ্টন করিয়া রহিল।

তাদের অভিপ্রায় বুঝিলেম, কর্ণ পুত্রশোকে বড় কাতর

হয়েছে প্রাণপণেই যুদ্ধ করিবে, তাই তাহারা অর্জ্জুনকে

সাহায্য দিতে আসিল। অর্জ্জুন অনবরত বাণ বর্ষণ করিতে

লাগিল। এই সময় শল্য কর্ণকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে

সান্ত্বনা করিলেন, অনেক আশ্বাসও দিলেন, বলিলেন "

ভগ্নরথে উঠে তোমার যুদ্ধ করা উচিত হয় না," এই কথায়

কর্ণও কিছুকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন।

দুর্য্যো। তার পর?

সুন্দর। তার পর সৈন্যেরা আর এক খানি রথ আনিল, কর্ণ

তা দেখে আমাকে নিকটে ডেকে আপন শরীরের রক্তে এই

পত্র লিখে মহারাজের নিকটে পাঠাইলেন, আপনি দেখুন

(পত্র প্রদান)

দুর্য্যো। সারথি, তুমি পত্রখানি পাঠ কর, শুনি সখা কি লিখেছেন।

সার। যে আজ্ঞা, শুনুন্ মহারাজ। (পত্র পাঠ আরম্ভ) "মহারাজ দুর্য্যোধনের জয় হউক! আমি কর্ণ, মানসে ভবদীয় কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থল হইতে নিবেদন করিতেছি। মহারাজ, আপনি সর্ব্বদা বলিতেন "কর্ণ তুমি যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ, তোমার তুল্য বীর ত্রিভুবনে নাই, তুমি আমার একশত ভ্রাতা অপেক্ষা প্রিয়, তোমার সাহায্যেই আমি পাণ্ডব জয় করিব" এই সকল কথা বলিতেন, কিন্তু আমি কি করিলেম, দুঃশাসনের শত্রু যে ভীম তাহাকেও বিনাশ করিতে পারিলেম না! এক্ষণে আপনি বাহুবল প্রকাশ করিয়া কিম্বা রোদন করিয়া দুঃখ নিবৃত্ত করুন্, আমি বিদায় লইলেম ইতি।"

দুর্য্যো। সারথি, কর্ণ কি এই লিখেছেন? (ঊর্দ্ধদিগে দৃষ্টি দিয়া) সখা কর্ণ, কেন ভাই আমি একে একশত ভ্রাতার শোকে দগ্ধ হইতেছি আবার আমাকে কেন নিষ্ঠুর বাক্যবাণে বিদ্ধ কর? সুন্দরক, এখন সখা কি করিতেছেন দেখে এলে?

সুন্দর। এখন তিনি আপন মরণ ইচ্ছায় শরীরের কবচ পরিত্যাগ কোরে আপনিই যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছেন।

দুর্য্যো। (শীঘ্র উঠিয়া) সুন্দরক, তুমি অতি সত্বর গে তাঁকে বল, মরণই শ্রেয় এ আমারও মত বটে, কিন্তু এক্ষণে নয়, আগে পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করি, কোরে সুখীই হই, কি

দুঃখীই হই, যা হই, শত্রুদিগের পরিবারের সহিত কিছু দিন রোদন করিব, পরে দুই সখাতে একত্র-প্রাণত্যাগ করিব, এখন এই ভাবনা করাই আমাদের উচিত, দুঃশাসন যেন আমার ভাই নয় বৃষসেনও যেন তোমার পুত্র নয়, আমি আর অধিক কি বলিব, আমি তোমার সখা, যাহাতে মান রক্ষা হয় তাই করিবে, সুন্দরক যাও, এই কথা সখাকে বল গে।

সার। যে আজ্ঞা, চলিলেম।

[সুন্দরকের প্রস্থান।]

দুর্য্যো। সারথি, দেখ তো, যেন রথের শব্দ হইতেছে, কেন?

সার। (দূরে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) মহারাজ আপনার পিতা মাতা আসিতেছেন।

দুর্য্যো। (উৎকণ্ঠিত হইয়া) হা বিধাতা, কি করিলে সারথি, তুমি যাও, বল গে, দুর্য্যোধন এখানে নাই।

সার। সে কি মহারাজ? এক-শ পুত্রের মধ্যে কেব আপনিই আছেন, আপনি যদি তাঁহাদিগকে না দেখা দে তাহা হইলে তাঁরা বড় দুঃখ পাবেন, তাঁদের আর (আছে বলুন দেখি?

দুর্য্যো। (সরোদনে) একথা যথার্থ বটে, কিন্তু আমি কি প্রকারে দেখা করি, আজি দুঃশাসনের সঙ্গে তাঁদের নি কটে বিদায় লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করে ছিলেম, অদৃষ্টাধী দুঃশাসনকে হারিয়াছি, এখন একা তাঁদের নিকটে কিরূপে যাই, গিয়াই বা কি বলি?

সার। মহারাজ, কি করিবেন, প্রণাম করা উচিত, আসুন্।

র্য্যো। তবে চল যাই।

[সকলের প্রস্থান।]

—•—

পঞ্চম অঙ্ক।

রথারোহণে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও সঞ্জয়ের প্রবেশ।

ধৃত। সঞ্জয়, আমার দুর্য্যোধন কি বেঁচে আছে?

গান্ধা। হাঁ বাছা সঞ্জয়, বল যদি আছে তবে সে কোথায়, বল আমরা সেখানে যাই।

সঞ্জ। আসুন্, এই যে মহারাজ দুর্য্যোধন বটবৃক্ষের তলায় একাকী আছেন।

গান্ধা। (সরোদনে) বাছা, আমার দুর্য্যোধন একা আছে বল্যে কেন? আর তার এক-শ ভাই কোথায়?

সঞ্জ। আপনারা রথহইতে উলুন্।

[রথহইতে সকলের অবতরণ।]

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

সঞ্জ। (নিকটে গিয়া) মহারাজ, জয় হউক! আপনার পিতামাতা এসেছেন।

ধৃত। কৈ দুর্য্যোধন কোথায়, কোলে এস।

গান্ধা। কেন বাছা, কিছু বল্‌চো না, যুদ্ধে কি শরীরের বড় ব্যথা হয়েছে?

ধৃত। কেন বাপু কথা কহ না? তোমার তো এমন ব্যবহার আমি কখনই দেখি নাই।

গান্ধা। বাছা তুমি যদি আমাদের সঙ্গে আর আলাপ না করো তবে আর কে আলাপ করিবে? আর তো আমার দুঃশাসন নাই, দুর্ম্মর্ষণও নাই!

দুর্য্যো। (লজ্জিতপ্রায়) আমি এই নির্ম্মল কুরুকুলে কুসন্তান জন্মেছি, আপনারা আমাকে কি পুত্র বলেন? আমাহইতেই তো সকল গেল, আপনাদের যে অনবরত চক্ষুর জল পড়িতেছে, এর কারণই আমি।

গান্ধা। বাছা, আর ক্ষোভ কোরো না, আমরা অন্ধ, তুমি আমাদের অন্ধের যষ্টি, তুমি আমার বেঁচে থাক।

দুর্য্যো। না মা, এ তোমার অসঙ্গত কথা, আমাহইতেই তোমার এক-শ সন্তান গেছে, এখন আমাকে আর বাঁচিতে বল?

সঞ্জ। সে কি মহারাজ? এমন কথা বলিবেন না।

দুর্য্যো। আর বলিব না! আমি একা বেঁচে থেকে কি হবে?

ধৃত। (দুর্য্যোধনকে ক্রোড়ে করিয়া) বাপু দুর্য্যোধন আমাকে আশ্বাস দেও, তোমার এই দুঃখিনী জননীকে আশ্বাস দেও।

দুর্য্যো। এখন আপনাদের আর কি আশ্বাস, তবে কিনা

যেমন আপনারা পুত্রশোকে কাতর হয়েছেন কুন্তীও সেই
রূপ হউক।

গান্ধা। তবু আমার অদৃষ্ট ভাল বাছা, যে তুমি বেঁচে
আছ, তা যা হবার হয়েছে আর বাছা যুদ্ধ কোরো না,
আমি যোড়হাত করি, ক্ষমা কর, আমাদের কথা রাখ।

ধৃত। হাঁ, তোমার মায়ের কথা শোন, আর দেখ কেউ
নাই। বাপু তুমিই বিবেচনা কর দেখি, ভীষ্ম, দ্রোণ কি
পর্য্যন্ত বীর ছিলেন, তাঁদের তুল্য কি আর কেহ আছে? তা
তাঁরা গেলেন, আহা বাছা বৃষসেনও গেল, অর্জ্জুন এ সকল-
কেই মেরেছে, এখন পৃথিবী শুদ্ধ সকল লোকই অর্জ্জুনকে
কালান্তক বোধ করিতেছে, এখন তোমার বধই তাদের শেষ
প্রতিজ্ঞা, তা বাপু, আর অভিমানে কায নাই। আমরা অন্ধ,
তোমার পিতামাতা, আমাদের কথা রাখ, যুদ্ধে যেয়ো না।

দুর্য্যো। আপনারা বলিতেছেন, যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়ে এখন
কি করি?

গান্ধা। তোমার খুড়ো বিদুর যা বলেন তাই কর।

সঞ্জ। হাঁ মহারাজ, তাই এক্ষণে কর্ত্তব্য।

দুর্য্যো। সঞ্জয়, আরো উপদেশ শুনিতে হবে?

সঞ্জ। এমন কথা! যতদিন বেঁচে থাকিতে হয় তত
দিনই বিজ্ঞলোকের উপদেশ শুনিতে হয়।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) আচ্ছা, তুমিতো বড় বিজ্ঞ, বল
দেখি কি উপদেশ বলিবে?

ধৃত। বাপু, সঞ্জয়ের উচিত কথায় রাগ করো না
। যদি তুমি শোন, আমিই বলি শোন দেখি।

দুর্য্যো। বলুন্ কি বলিবেন?

ধৃত। অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, তুমি আর যুদ্ধ কোরো না, যুধিষ্ঠির যা চেয়েছে তাই দে সন্ধি করো গে।

দুর্য্যো। মা আমার একে স্ত্রীলোক, আবার পুত্রশোকে ব্যাকুল হয়েছেন, সঞ্জয় তো মূর্খ, তা পিতা, আপনারো এমন বুদ্ধি হইল! যখন আমার সকলই ছিল, কৃষ্ণ এসে সন্ধির প্রস্তাব করিল তখন আমি অস্বীকার করিলেম, এখন আমার এক-শ ভাই গেলো, পিতামহ গেলেন, দ্রোণাচার্য্য গেলেন, বন্ধুবান্ধব সকলি গেল, এখন আমি অপমান স্বীকার কোরে একটা মাংসপিণ্ড শরীর এর নিমিত্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করিব গে! এশরীর রেখে ফল কি? ওহে সঞ্জয়, তুমি তো বড় নীতিজ্ঞ, তা বল দেখি, রাজারা দুর্ব্বল শত্রুর সঙ্গে কি কখন সন্ধি করে? আমি এখন দুর্ব্বল হইয়েছি, আমার আর কেহই নাই, পাণ্ডবেরা তো সকলেই জাজ্বল্যমান আছে, তারা এখন আমার সঙ্গে সন্ধি করিবে কেন?

ধৃত। হাঁ তা বটে, তবু আমি বলিলে যুধিষ্ঠির সন্ধি করিতে পারে, আর তারও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাই।

দুর্য্যো। কেন নাই?

ধৃত। যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা করেছে একটিও ভাই মরিলে প্রাণ রাখিবে না, তা যুদ্ধেতে যদি কাহার অমঙ্গল হ[illegible] তবেই তো বিভ্রাট, এই নিমিত্তে সন্ধি করা তার সম্পূ[illegible] মত।

গান্ধা। হাঁ, তাই বটে।

সঞ্জ। এ কথা যুক্তিসিদ্ধ বটে।

দুর্য্যো। তা দেখুন্ দেখি, যুধিষ্ঠির একটিও ভাই মরিলে প্রাণধারণ করিবে না প্রতিজ্ঞা করেছে, আর এক-শ ভাই রেছে তবু দুর্য্যোধন বাঁচিতে চেষ্টা করিবে?

গান্ধা। বাছা, তা কি করিবে।

দুর্য্যো। কি করিব কেন? যে ভীম দুঃশাসনের রক্ত খেলে, াকে সংহার করিব না? সন্ধিই গে করিব?

গান্ধা। (সরোদনে) হা বাছা দুঃশাসন! হা বাছা দুর্ম্মর্ষণ! া বাছা বিকর্ণ! বাছা তোমরা সকলে কোথা গেলে. এই ভাগিনী গান্ধারীর কপালে কি হলো! হায় আমি তো ক-শ পুত্র প্রসব করি নি, এক-শ শোকই প্রসব করেছি!

[সকলের রোদন।].

সঞ্জ। (চক্ষুর জল মুছিয়া) এ কি? আপনারা মহারাজ- প্রবোধ দিতে এসে এতো শোক করিতে লাগিলেন?

ধৃত। বাপু দুর্য্যোধন, আমাদের কপাল বড় মন্দ, তুমি ভিমান ত্যাগ করো, আমাদের আর কেহই নাই, তুমি মাদের কথা শোনো।

দুর্য্যো। পিতা, অধিক কি বলিব! সগর রাজার দশাই াপনার ঘটিল। সগর রাজার সন্তানেরা কি না করে- ল? তারা মহাবল পরাক্রান্ত, ঐশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বত্র মান্য ল, কিন্তু পরিণামে সকলি গেল। তা, আপনারও সেই া উপস্থিত। এখন যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিতে হবে বা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম থাকে না।

(নেপথ্যে মহাশব্দ)

গান্ধা। (সভয়ে) সঞ্জয়, আবার হাহাকার শব্দ হ
কেন ?

সঞ্জ। এখানে তোমাদের থাকাই উচিত নয়, এস্থা
যুদ্ধের অতি নিকট, এখানে এমন কতো শব্দ হইয়ে থাকে।

ধৃত। না না সঞ্জয়, তুমি দেখ ; এ বড় হাহাকার শব্দ
এর কিছু বিশেষ কারণ থাকিবে।

দুর্য্যো। আপনারা এই সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে
যুদ্ধে যেতে অনুমতি করুন্, কি জানি, আমার অদৃষ্ট
অতিমন্দ, আবার কে কোন অমঙ্গল সংবাদ দিবে।

গান্ধা। বাছা, আর একটু থাক।

ধৃত। যদি যুদ্ধ করাই নিতান্ত তোমার মত, তা গো
পনে শত্রুদের কোন অনিষ্ট চেষ্টা করিলে হয় না?

দুর্য্যো। হুঁঃ গোপনে, তারা প্রত্যক্ষেই সকল না
করিতেছে, আমি গোপনে কি অনিষ্ট করিব? আ
কোরেই বা কি হবে?

গান্ধা। বাছা, তুমি একা, আর তো কেউ সহায় নাই।

দুর্য্যো। মা, আমি একা বটে, তোমার সকল সন্তান
গেছে, এখনও যদি বিধাতা বিমুখ না হয়, ক্ষণকাল মধ্যে
পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিতে পারি।

(নেপথ্যে)

উঃ, আজি কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হই[illegible]! ওহে যোদ্ধাগণ, রা

্যোধনকে সম্বাদ দেও, আর কোন অমঙ্গলের কথায় প্রয়োজন নাই, এইমাত্র বলো গে। সম্প্রতি শল্য ক্ষত-বিক্ষত শরীরে যুদ্ধস্থল হইতে শিবিরে এলেন, কর্ণের সম্বাদ কিছুই বলেন না, জিজ্ঞাসা করিলে রোদনই করেন, া দেখে কৌরব সৈন্যেরা সকলি ভয় পেয়েছে।

দুর্য্যো। (শুনিয়া সভয়ে) কে এ অস্পষ্ট কথা বলে? ক, কে এখানে আছে রে?

সারথির প্রবেশ।

সার। হায় মহারাজ, কি হইল! (নিকটে পতন)

দুর্য্যো। (সভয়ে) সারথি, বল ২ কি হয়েছে?

সার। (সবিষাদে) আর কি মহারাজ! যুদ্ধস্থলহইতে ল্য এসেছেন, কর্ণের রথ শূন্য।

দুর্য্যো। কি বলিলে? কর্ণের রথ শূন্য?

(অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়ে।)

গান্ধা। বাছা, উঠ ২।

সঞ্জ। মহারাজ, উঠুন্ ২।

ধৃত। হায় কি বিপদ! ভীষ্ম গেলেন, দ্রোণ গেলেন, ার পর যে এক কর্ণ ছিল সে আমার দুর্য্যোধনের অতি-প্রিয় বন্ধু, তা সেও গেল! হাঁরে বিধাতা, আমরা দুই স্ত্রীপুরুষে অন্ধ, আমাদিগকে এক-শ পুত্রের শোক দিলি? ার কেহই রহিল না, বংশের মধ্যে যে এক দুর্য্যোধন াছে সেও সহায়হীন হইল! বাপু দুর্য্যোধন, উঠ ২।

দুর্য্যো। (উঠিয়া) সখা কর্ণ, ভাই তুমি কোথা গেলে?

তোমার কথা শুনে আমার কর্ণ জুড়াতো, আর কি আমার সঙ্গে কথা কবে না ভাই ? কেন, আমি তো তোমার কোন অপরাধ করি নাই, নিরপরাধে আমাকে ত্যাগ করিলে ! বৃষসেনই তোমার এত প্রিয় ছিল, তাহারিই সঙ্গে গেলে ? আমা প্রতি একেবারেই নির্দয় হইলে !

(পুনর্ব্বার ভূতলে পতন)

সঞ্জ। মহারাজ, উঠুন২।

দুর্য্যো। (উঠিয়া) হায়, আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় যে কর্ণ সেও গেল, আমি এখনো বেঁচে আছি, কি লজ্জা২!

ধৃত। আর শোক করিলে কি হবে বাপু ?

দুর্য্যো। (সরোদনে) বন্ধুবান্ধব সকল গেল, এ শোকের যোগ্য বটে, কিন্তু তাতেও আমার শোক নাই শত্রুতে মারিলে এই ক্ষোভ, আমি সে শত্রুর কুল ক্ষয় করিতে পারিলেম না, এই দুঃখ।

গান্ধা। বাছা, আর কেঁদো না২।

ধৃত। আর রোদন কোরো না।

দুর্য্যো। আপনারা কি বলেন ? কর্ণ আমার সখা, যে আমার নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিল, তা কেহ বারণ করিল না, এখন আমি তার নিমিত্তে একটু রোদন করিব তাও আপনারা বারণ করেন্ !——সারথি কার এমন কর্ম্ম ? কে আমার কর্ণকে বধ করিল ?

সার। সকলে বলিতেছে সেই অর্জ্জুনই তাঁকে মেরেছে।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) কি, অর্জ্জুন মেরেছে ? কর্ণের মুখচন্দ্র মনে উদয় হওয়াতেই শোকসাগর বৃদ্ধি পেয়েছিল

কিন্তু এখন ক্রোধময় বাড়বানল এসে সে শোক সাগর শোষণ করিল। পিতামাতা, আমাকে অনুমতি করুন, আমি যুদ্ধে যাই, এ মনস্তাপ বরং প্রাণ পরিত্যাগ করেও নিবৃত্তি করি গে।

ধৃত। হাঁ এইরূপ ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু সেই দুর্দান্ত কৃতান্ত তুল্য ভীমকে মনে হইলে আর তোমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে ইচ্ছা হয় না, কি জানি বাপু, তুমি বড় অভিমানী, শত্রুদের যুদ্ধ, কিসে কি হবে।

গান্ধা। সেই সর্ব্বনেশে ভীম, যে আমার এক-শ সন্তান খেয়েছে, বাছা তুমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাবে?

দুর্য্যো। হাঁ সেও বটে, অর্জ্জুনও বটে, তাদের দুজনকেই আজি সংহার করিব। সারথি, আর বিলম্ব কি? শীঘ্র রথ আন, আর যদি তুমিও পাণ্ডবদের ভয় করো, থাকো, এই গদা লইয়েই আমি চলিলেম।

সারথি। না না মহারাজ, তা মনে করিবেন না, আমি এই রথ আনি গে। (সারথির প্রস্থান।)

ধৃত। তা নিতান্তই যদি যুদ্ধে যাবে, তবে কাহাকে সেনাপতি করো।

দুর্য্যো। করা গেছে।

গান্ধা। কে সেনাপতি হইল?

ধৃত। শল্যকে, না অশ্বত্থামাকে, কাকে সেনাপতি করিলে?

দুর্য্যো। আর শল্যেরও প্রয়োজন নাই, অশ্বত্থামায়ও প্রয়োজন নাই, আমি চক্ষুর্জ্জলে আত্মাকেই সেনাপতি

পদে অভিষিক্ত করিলাম। এ সেনাপতি, হয় অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবে, না হয় কর্ণের পথেই যাবে।

(নেপথ্যে)

ওহে সৈন্যগণ, তোমাদের ভয় নাই ২, তোমরা বলো দুর্য্যোধন কোথায়?

সারথির প্রবেশ।

সারথি। (সসম্ভ্রমে) এই এক রথে দুজনে এসে আপনাকে তত্ত্ব করিতেছে।

দুর্য্যো। দুজনে কে কে?

সারথি। সেই কর্ণের শত্রু অর্জ্জুন, আর দুঃশাসনের শত্রু ভীম।

গান্ধা। (সভয়ে) বাছা, কি হবে এখন।

দুর্য্যো। আসুক্, এই গদা আছে।

গান্ধা। হায় আমি অভাগিনী আমার ভাগ্যে আবার বা কি হয়!

দুর্য্যো। ভয় কি মা? সঞ্জয়, ভাই শীঘ্র এঁদের লইয়া শিবিরে যাও, আমি শোক শান্তি করিবার লোক পেয়েছি।

ধৃত। বাপু, ক্ষণকাল বিলম্ব কর, দেখা যাউক এরা কি ভাবে আসিতেছে।

ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ।

ভীম। ওহে দুর্য্যোধনের অনুগত লোক সকল, তো-

মাদের ভয় নাই, কেন পালাও? যে দুর্য্যোধন পাশাখেলায় পাণ্ডবদিগকে বঞ্চনা করেছিল, যে দুর্য্যোধন জতুগৃহে বাস প্রদান করেছিল, যে দুর্য্যোধন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রহরণ কোরেছিল, পাণ্ডবেরা যে দুর্য্যোধনের দাস, যে দুর্য্যোধন পৃথিবীর রাজা, যে দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি এক শত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ, অঙ্গদেশের রাজা কর্ণ যে দুর্য্যোধনের সখা, আমরা ক্রোধ কোরে আসি নাই, সেই দুর্য্যোধনকে একবার দেখিতে এসেছি, তোমরা বলো সে কোথায়?

ধৃত। সঞ্জয়, এ যে বড় আস্ফালন করিতেছে?

সঞ্জ। হাঁ কাযে করেছে, এখন কথায় বলিতেছে।

দুর্য্যো। সারথি, বল গে, দুর্য্যোধন এখানেই আছে।

সার। যে আজ্ঞা। (নিকটে গিয়া) ওগো, রাজা দুর্য্যোধন এই বটতলাতে পিতামাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

অর্জ্জুন। (সানুনয়ে) মেজদাদা, ক্ষমা করো, আর গে কায নাই, তাঁরা একে পুত্রশোকে ব্যাকুল আছেন, গেলেই উৎকণ্ঠিত হবেন, দূর হউক, চলো আমরা ফিরে যাই।

ভীম। ওরে মূর্খ, তাঁরা গুরুলোক, এসেছি তো প্রণাম কোরে যাই, অমনি গে থাকে? [নিকটে গিয়া] ওহে সঞ্জয়, জ্যেঠামহাশয়কে, জ্যেঠাইকে আমাদের প্রণাম জানাও, কিম্বা আমরাই যাচ্যি।

(রথহইতে উভয়ের অবতরণ।)

ভীম। (অর্জ্জুনের প্রতি) ওহে ভাই, আগে নাম বোলে

তার পর যে সব কর্ম্ম করেছ তা বোলে তবে গুরুলোককে প্রণাম করা উচিত।

অর্জ্জুন। জ্যেঠামহাশয়, জ্যেঠাইঠাকুরাণি আপনাদের দুর্য্যোধন যে কর্ণের সাহায্যে পাণ্ডব জয় করিবে মনে ভেবেছিল, যে কর্ণ অহঙ্কারে পৃথিবীকে তৃণ তুল্য বোধ করিত, সেই কর্ণকে আমি সংহার কোরে এলেম, আমি অর্জ্জুন, প্রণাম করি।

ভীম। যে ভীম কুরুকুল নির্ম্মূল কোরেছে, দুঃশাসনের রক্তপান কোরেছে, এর পর দুর্য্যোধনকেও নিধন করিবে, সেই ভীম আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছে।

ধৃত। (সক্রোধে) ওরে দুরাত্মা ভীম, তুই কেন মিছে আস্ফালন করিতেছিস্? কেনই বা আমাদিগকে ক্লেশ দিতে এলি? যুদ্ধে জয়লাভ করা এ তো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মই, তার একটা গর্ব্ব কি?

ভীম। জ্যেঠামহাশয়, আপনি ক্রোধ করিবেন না, সভামধ্যে সকলের সমক্ষে যারা সেই পাপকর্ম্ম কোরেছিল, তাহারাই এখন আমাদের ক্রোধানলে দগ্ধ হইল, তাই আপনাকে বলিতে এলেম, বাহুবল জানাতেও আসি নাই, অহঙ্কার প্রকাশ করিতেও আসি নাই। আপনার কি মনে নাই, আপনার সন্তানেরা কি কুকর্ম্ম করেছিল? তোর দেখুন, আপনি তাতে সাক্ষী আছেন।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) ওরে দুরাত্মা, তোরা যে গর্হিত কর্ম্ম করেছিস্ তা, এঁরা বৃদ্ধ, এঁদের কাছে এসে তার আবার শ্লাঘা করিস্? তোরা পশু, তোদের পাঁচ জনের স্ত্রী দ্রৌপদী

তাকে তো পাশা খেলায় জিতে দাসী করে ছিলেম, তবে তার কেশাকর্ষণ করিব না কেন? করেছি তো বটে, তা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এঁরা তোদের কি অপরাধ করেছিল, এঁদের কেন মারিলি? মেরেছিস্ মেরেইছিস আমাকে তো এখনো জয় করিতে পারিস্ নে, এখনিই এতো গর্ব্ব? ওরে দুরাত্মা, তোকে যমের বাড়ি পাঠাই এই।

(মারিতে উদ্যত, ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে ধরিয়া বসান। ভীমের ক্রোধ।)

অর্জ্জুন। মেজ্‌দাদা, ক্রোধে প্রয়োজন কি? আমরা এর তো সকলি নষ্ট করেছি, এ কিছুই করিতে পারিল না, তা দুটো দুর্ব্বাক্য কবে, তায় হানি কি?

ভীম। কেন ওর কথা সহ্য করিব? (দুর্য্যোধনের প্রতি) ওরে কুলাঙ্গার, তুই কটু কথা বলিস্? তোকে এখনি দুঃশাসনের পথে পাঠাতেম্। কি বলিব, এঁরা যে এখানে আছেন, তাই বেঁচে গেলি। ওরে মূর্খ, তোর ক্ষমতা কি? তোর সমক্ষেই তো দুঃশাসনের রক্ত খেলেম, তা তুই কি করিলি? কেবল স্ত্রীলোকের মত কাঁদিস্, তাই দয়া কোরে তোকে এখনো কিছু বলি নাই।

দুর্য্যো। ওরে দুরাত্মা পাণ্ডবাধম, তোরা তো আমার দাস, পাশাখেলায় তোদের জিতেছি জানিস্ নে? আমি তো তোর মত মিথ্যা অসার কতগুলো বকি নে, আমি কাযেই করিব, আমার গদায় তোর অস্থি চূর্ণ হবে, তুই পড়ে থাক্‌বি, তোর ভাইরে এসে দেখিবে, এ আমি করিবই করিব, দেখিস্।

ভীম। (হাস্য করিয়া) হাঁ করিবি বৈ কি। দেখিস্, যে করে। কালি গদা প্রহারে তোর শরীর চূর্ণ কোরে তোর মাথায় পা দিয়ে তোর রক্তে আপনার শরীর ভূষিত করিব।

(নেপথ্যে)

ওগো ভীম, ওগো অর্জ্জুন, মহারাজ যুধিষ্ঠির আজ্ঞা করিলেন, "যুদ্ধে বন্ধুবান্ধব কে ২ মরেছে দেখ, তাদের শরীর অন্বেষণ করে দাহাদি করো, বেলা নাই, সৈন্য সকল ফিরাইয়ে শিবিরে এসো"।

উভয়ে। যে আজ্ঞা চলিলেম।

(ভীমার্জ্জুনের প্রস্থান)

(নেপথ্যে)

ওরে অর্জ্জুন, বড় যে যোদ্ধা তুই, এখন পালাইস কোথায়? এত দিন আমি কর্ণের উপরে রাগ কোরে অস্ত্র ধারণ করি নাই, তাই বীর নাই বলিয়াই যুদ্ধে যশোলাভ করেছিলি, জানিস্ নে, আমি অশ্বত্থামা, পাণ্ডব কুলের দাবানল, আমার পিতার অপমান!

ধৃত। (শুনিয়া আহ্লাদে) দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা দ্রোণের বধে অতিক্রুদ্ধ হয়ে আসিতেছে, ও সামান্য নয়, দ্রোণ অপেক্ষাও ওর ক্ষমতা অধিক, তা তুমি ওকে সম্মান কোরে নে এসো গে।

দুর্য্যো। ওকে প্রয়োজন কি? ও আমার কর্ণের মৃত্যু প্রার্থনা করেছিল, ও পরম শত্রু।

ধৃত। না বাপু, তুমি এমন সময় এত বড় বীর অশ্বত্থামা তার সঙ্গে ভেদ কোরো না।

অশ্বত্থামার প্রবেশ।

অশ্ব। মহারাজের জয় হউক্!

দুর্য্যো। আচার্য্যপুত্র, এসো।

অশ্ব। মহারাজ, কর্ণ আগে আপনকার প্রিয়কথা কতই বলেছিল, তার পর তার তো ক্ষমতা দেখিলেন; এখন আর আপনার উদ্বেগ নাই, আমি অস্ত্র ধারণ করিলেন, এই সকল শেষ করি দেখুন্।

দুর্য্যো। (অসহ্য হইয়া) আচার্য্যপুত্র, বলি, কর্ণ রণশায়ী হইল এখন তুমি যুদ্ধ করিবে? তা কেন ভাই, আমিও মরি, তার পর তুমি যুদ্ধ কোরো, কর্ণেতে আর দুর্য্যোধনেতে ভেদ কি?

অশ্ব। (অভিমানে) এখনো কর্ণের প্রতি এত অনুরাগ আমা প্রতি অশ্রদ্ধা! আচ্ছা মহারাজ।

(অশ্বত্থামার প্রস্থান।)

ধৃত। বাপু, একি হইল? এমন সময় এমন লোককে দুর্ব্বাক্য কহিলে?

দুর্য্যো। কেন আমি ওকে কি বলিলেম? মিথ্যাই ব[illegible] কি? আমার কি ক্রোধ হইতে পারে না। কর্ণ আমার সখা, বীর চূড়ামণি, সে আমার অদৃষ্টেই গেছে, তা ও আমার সমক্ষেই তার নিন্দা করে? অর্জ্জুনেতে আর ওতে বিশেষ কি? অর্জ্জুন আমার শত্রু, ও কি নয়?

ধৃত। (সবিষাদে) বাপু তোমার দোষ কি? আমার অদৃষ্টেই এই সকল ঘটিতেছে, এখন আমি কি করি (চিন্তা করিয়া) সঞ্জয়, তুমি যাও, অশ্বত্থামাকে বলো গে, "অশ্বত্থামা, তোমার কি মনে নাই তুমি দুর্য্যোধনের সঙ্গে গান্ধারীর স্তনপান কত কোরেছ, আমি তোমাকে কোলে কোরে মানুষ করেছি, তা দুর্য্যোধন এখন এক-শ ভেয়ের শোকে ব্যাকুল হইয়ে বাৎসল্য ভাবে তোমাকে যা বলেছে তাতে কি তোমার রাগ করা উচিত? যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা কথায় তোমার বাপ অস্ত্র ত্যাগ কোরে অপমানিত হলেন, তা ভেবে, আর আপনার ক্ষমতাও মনে কোরে, যা উচিত হয় কোরো, দুর্য্যোধনের কথায় কিছু মনে কোরো না।"

সঞ্জ। যে আজ্ঞা। (সঞ্জয়ের প্রস্থান)

দুর্য্যো। সারথি, যুদ্ধের রথ আন।

সার। যে আজ্ঞা। (সারথির প্রস্থান)

ধৃত। গান্ধারি, চলো, আমরা শল্যের শিবিরে যাই, দুর্য্যোধন, বাপু তোমার যা ইচ্ছা করো।

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, চেটী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ।

যুধি! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) এ কি! অপার ভীষ্ম সাগরও পার হলেম, প্রবল দ্রোণানলও নির্ব্বাণ হইল,

[illegible]র্ণ কালসর্পও শমতা পেলে, শল্যকেও সংহার করি-
লেম, প্রায় জয়ই হইয়েছে, তা ভীম এখন এমন প্রতিজ্ঞা
করিলেন, তাহাতেই আমাদের জীবনে সন্দেহ জন্মিল।
(কঞ্চুকীর প্রতি) ওহে, সহদেবকে বল গে, 'হয় আজি
দুর্য্যোধনকে মারিব না হয় আপনিই মরিব', ভীম এই
প্রতিজ্ঞা করেছেন শুনে, দুর্য্যোধন পালিয়েছে। এখন শীঘ্র
তাকে অন্বেষণ করিতে নানাপ্রকার লোক নিযুক্ত করো,
যে ধরে দিতে পারিবে তাকে পুরস্কার দিব ঘোষণা করো,
গুপ্ত চর সকল জল স্থল পর্ব্বতগুহা বন প্রভৃতি সর্ব্বত্র
তত্ত্ব করুক্।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ।

যুধি। আরো বল গে, যে স্থানে কোন লোক শঙ্কিত
হইয়ে পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছে, যেখানে কেহ নিদ্রিত
আছে, যেখানে কেহ পীড়িত হইয়ে রহেছে, যেস্থানে মৃগ
পক্ষির শব্দ, কিম্বা যেখানে রাজার পায়ের কোন চিহ্ন
আছে, এই সকল স্থান বিশেষ অন্বেষণ করিতে বলো গে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা। (কিঞ্চিৎ গিয়া) মহারাজ, পাঞ্চা-
লক এসেছেন।

যুধি। আসিতে বল।

পাঞ্চালকের প্রবেশ।

পাঞ্চা। মহারাজের জয় হউক!

যুধি। কেমন হে, কিছু সন্ধান পেলে?

পাঞ্চা। হাঁ মহারাজ, সে দুরাত্মাকে পাওয়া গেছে।

যুধি। (আহ্লাদিত হইয়া) কি! পাওয়া গেছে
দেখিতে পেয়েছ কি?

পাঞ্চা। (হাস্যমুখে) যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করুন্।

দ্রৌপ। (সভয়ে) এখনকি যুদ্ধ হচ্চো?

যুধি। (সভয়ে) ভাই ভীম কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়েছেন

পাঞ্চা। হাঁ মহারাজ, আমি কি মিথ্যা বলিতেছি।

যুধি। (মনে২) আমি ভীমের পরাক্রম বিশেষ জা
তথাপি যুদ্ধের কথা শুনে অন্তঃকরণে আশঙ্কা হইল
(দ্রৌপদীর প্রতি) দেবি, ভয় কি? সে অপমানের নিষ্কৃ
আর কিসে হবে? হয় আমরাই যাই, কি সেই কুলাঙ্গা
দুর্য্যোধনেরই নিধন হয়, যা হয় আজিই একটা শে
হবে। কিন্তু বোধ হয় ভীম আজি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ভ
অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া অবশ্যই তোমার বে
বন্ধন করিবেন (পাঞ্চালকের প্রতি) বাপু পাঞ্চালব
বল শুনি, কিরূপে কোথায় তাকে পাওয়া গেল।

পাঞ্চা। শুনুন্ তবে, আপনি তো শল্যকে বধ করিলে
তার পর সহদেব কর্ণের বংশ ধ্বংস করিতে গেলে
ধৃতক্রুম্ আমাদের সেনা রক্ষা করিতে লাগিলেন, কৃ
কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা সকলি পালালো, এমন সময়ে দুরা
দুর্য্যোধন ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনে যে কোথায় পালালে
আমরা কিছুই জানিতে পারিলেম না।

যুধি। তার পর?

দ্রৌপ। তার পর?

পাঞ্চা। তার পর কৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন তিন জন একত্রে

সমন্তপঞ্চক প্রভৃতি অনেকস্থান পর্য্যটন করিলেন, বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কিছুতেই তাকে না পাওয়া গেলে আমরা বলিতে লাগিলেম, হা বিধাতা, আমাদের অদৃষ্টে কি হইল! ভীম ক্ষণে২ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণও অনেক ক্ষোভ করিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি গ্রাম্যলোক ঊর্দ্ধশ্বাসে এসে বলিল, 'মহাশয় ঐ খানে একটা সরোবর আছে, ঐ সরোবরে দুজনে উলেছে, পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্যে, কিন্তু একজন বৈ উঠে যায় নাই, উঠিবার পায়ের চিহ্ন একজনের বৈ নাই।' আমরা এই কথা শুনে শীঘ্র গে তাই দেখিলেম, কৃষ্ণ বলিলেন হাঁ এ সম্ভাবিত বটে, দুর্য্যোধন জলস্তম্ভবিদ্যা জানে, বোধ হয় এই জল মধ্যেই আছে। ভীম এ কথা শুনেই সিংহনাদ কোরে জলে লম্ফ দে পড়িলেন, পড়ে বলিলেন "ওরে দুর্য্যোধন, তুই ধৃতরাষ্ট্রের কুসন্তান, মহাপাতকী, তুই মিছে লোককে জানাইস্ আপনি বড় মানী, এইতো তোর মান? তুই নির্ম্মল চন্দ্রবংশে জন্মেছিস্, এখনও গদা হাতে রেখেছিস্, আমি দুঃশাসনের রক্ত খেয়েছি তাই আমাকে মারিবি প্রতিজ্ঞা কোরেছিলি, কৃষ্ণকেও মধ্যে২ দুর্ব্বাক্য কহে থাকিস্, তা এখন আমার ভয়ে কোথা লুকায়িয়ে রহিলি? ওরে পশু, ওরে কুলাঙ্গার, এখন তোর অভিমান কোথায়?" ভীম এইরূপ তিরস্কার করিলে সে দুরাত্মা আর জলে লুকিয়ে থাকিতে না পেরে হঠাৎ সিংহনাদ কোরে সরোবরের জল আস্ফলন করিতে লাগিল।

যুধি। তথাপি উঠিল না?

পাঞ্চা। উঠলো বৈ কি, সমুদ্র হইতে যেমন কালকূট উঠেছিল সেইরূপ গদা হাতে জল হইতে উঠিল।

যুধি। ভাল ২, হবে না কেন, ক্ষত্রিয় কি না?

দ্রৌপ। তার পরই কি যুদ্ধ আরম্ভ হইল?

পাঞ্চা। উঠেই বল্লিল, "ওরে ভীম, কি বলিতেছিস্, আমি রাজা দুর্য্যোধন, তোর ভয়ে লুকিয়ে থাকিব? আমি আজিও পাণ্ডব ক্ষয় করিতে পারিলেম না, এই লজ্জায় এখানে বোসে ছিলেম"। এই কথা বোলে তটে এলো, এসে ভূমে গদা রেখে একবার চতুর্দ্দিক দেখিল, আপনার আত্মীয় কাহাকেও না দেখিতে পেয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। ভীম বলিলেন, ওহে কৌরবরাজ, আর বন্ধুবান্ধবের নিমিত্তে শোক করিলে কি হবে? তোমার আর কেহই নাই, পাণ্ডবেরা সকলি আছে বটে কিন্তু সকলি কিছু তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে না, ভয় কি? আমরা পাঁচ ভাই আছি যার সঙ্গে ইচ্ছা যুদ্ধ করো। এই কথায় দুর্য্যোধনের নয়নে জল আসিল, তখন দুর্য্যোধন নয়নজল মুছে বলিল "ওরে ভীম, তুই দুঃশাসনকে মেরেছিস্, অর্জ্জুন কর্ণকে মেরেছে সুতরাং তোরা দুজনই আমার তুল্য শত্রু, কিন্তু তোর সঙ্গেই যুদ্ধ করিব, তুই যুদ্ধ করিতে পারিস্ ভাল।

যুধি। তার পর?

পাঞ্চা। তার পর ভীমের সঙ্গেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল দেখে, কৃষ্ণ আমাকে মহারাজের নিকটে পাঠাইলেন, বলিলেন, "পাঞ্চালক, ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনে দুর্য্যোধন পালিয়ে ছিল, তাতেই আমরা সকলেই ভাবিত ছিলেম,

এখন তাকে পাওয়া গেছে, রাজাকে সম্বাদ বলো গে, আর চিন্তা নাই, ভীম যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন, ক্ষণকালের মধ্যেই শত্রুক্ষয় হবে, এখন মাঙ্গলিক সামগ্রী সকল আয়োজন করুন্, আপনার রাজ্যাভিষেক হইবে, রত্নকলসী সকল জলে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে বলুন্, অনেকদিন আমার প্রিয়সখী দ্রৌপদীর কেশবন্ধন হয় নাই, তাহারও সময় নিরূপণ করুন্, কোন সন্দেহই নাই, পরশুরাম আর ভীম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে জয়লাভের আশঙ্কা কি ?”

দ্রৌপ। (সপরিতোষে) সখা, কৃষ্ণ যা বলেছেন তা অবশ্যই হবে।

পাঞ্চা। না না, আশীর্ব্বাদ নয়, তাঁর আদেশ, আপনারা আয়োজন করুন্।

যুধি। হাঁ, তাঁর আজ্ঞা অবশ্যই পালন করিতে হয়, কে কে আছে রে ?

কঞ্চু। মহারাজ, আজ্ঞা করুন্।

যুধি। ভীম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন,—কৃষ্ণ আজ্ঞা করিলেন,—সকল মঙ্গল কর্ম্মের আয়োজন করিতে বলো।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে, লোক সকল মহারাজ অনুমতি করিলেন রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করো। (আকাশে কর্ণ দিয়া) আঁ। কি বলিলে ? এর মধ্যে সকল প্রস্তুত হয়েছে, ভাল২, যে না বলিতে করে, সেই তো উপযুক্ত লোক। (রাজার প্রতি) মহারাজ সকলি হয়েছে।

যুধি। যাও, পাঞ্চালককে পুরস্কার দিতে বলো গে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা। (পাঞ্চালকের সহিত প্রস্থান)

দ্রৌপ। মহারাজ, ভাল ভীম এমন কথা বলিলেন কেন? 'আমরা পাঁচ ভাই আছি যার সঙ্গে ইচ্ছা যুদ্ধ করো,' তা যদি সে দুর্য্যোধন নকুল সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাইত, তবেই তো বিপদ হইত।

যুধি। তাকি সে পারে? কখনি পারে না, ভীমের অভিপ্রায় ছিল, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা গেছে, বন্ধু নাই বান্ধব নাই, তা যদি এ অপমানের কথায় আর যুদ্ধ না করে, তপোবনে যায়, কি এখনও পিতার দ্বারা সন্ধি প্রার্থনা করে, তা হইলেও আমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়। আর আমরা পাঁচ ভাই আছি কার সঙ্গেই বা সে পারে? সে গদাযুদ্ধ উত্তম জানে, ভীম ভিন্ন আর কার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে?

(নেপথ্যে)

ওহে, তৃষ্ণায় প্রাণ যায়, জল দেও ২।

যুধি। (শুনিয়া) কৈ কে আছ হাঁ, দেখ তো ও কি?

কঞ্চু। এক তৃষ্ণাতুর অতিথি এসেছে।

যুধি। শীঘ্র আনো।

মুনিবেশধারি চার্ব্বাক রাক্ষসের প্রবেশ।

রাক্ষ। (মনে ২) আমি দুর্য্যোধনের বন্ধু পাণ্ডবদিগকে বঞ্চনা করিতে এলেম। (প্রকাশে) ওহে আমার বড় পিপাসা জল দেও, আর একটু বসিবার স্থান দেও।

[যুধিষ্ঠির সমীপে আগমন]

যুধি। (উঠিয়া) মহর্ষি, আসুন ২ প্রণাম করি।

রাক্ষ। এখন ওসব থাকুক্, আগে জল দেও, প্রাণ যায়।

যুধি। হাঁ জল আনে, আপনি এই আসনে বসুন্।

রাক্ষ। (বসিয়া) আপনিও বসুন্।

(যুধিষ্ঠিরের উপবেশন)

যুধি। কে আছে রে, শীঘ্র জল নে আয়। (খাদ্যদ্রব্য ও জল লইয়া দাসীর আগমন) আপনি জল খাউন্।

রাক্ষ। খাই, তুমি কি ক্ষত্রিয়?

যধি। হাঁ মহাশয়, আমি ক্ষত্রিয়ই বটে।

রাক্ষ। যুদ্ধে তোমাদের এই সব জ্ঞাতি মরিতেছে তবে তো তোমাদের অশৌচ হয়েছে। দূর হউক্, আর জল খাব না, এই ছায়াতে একটু বসি, তা হলেই পরিশ্রম শান্তি হবে।

দ্রৌপ। (দাসীর প্রতি) তুমি মুনিঠাকুরকে এটু বাতাস করো।

যুধি। আপনি কোথা গে ছিলেন, এত পরিশ্রম হয়েছে কেন?

রাক্ষ। আমরা মুনি ঋষি লোক, ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ দেখি-তে গেছিলেম, অর্জ্জুনেতে আর দুর্য্যোধনেতে ঘোরতর গদা যুদ্ধ হচ্যে, তাই এই শরৎকালের রৌদ্র অনেকক্ষণ দাঁড়িয়া২ দেখ্‌তে ছিলেম তাতেই বড় ক্লেশ হয়েছে।

কঞ্চু। না না তা কেন? ভীমের সঙ্গেই দুর্য্যোধনের গদা যুদ্ধ হচ্যে।

রাক্ষ। (সক্রোধে) আঃ কি পাপ! না জেনে শুনে কোন কথা বলা উচিত হয় না।

যুধি। কি বৃত্তান্ত, আপনি বলুন্ শুনি।

রাক্ষ। হাঁ বলি, এ বুড়োটা কে?

যুধি। ও প্রাচীন মানুষ, না জেনেই বলেছে আপনি ক্রোধ করিবেন না। বলুন্ অর্জ্জুনের সঙ্গেই দুর্য্যোধনের যুদ্ধ ভীমের সঙ্গে নয়?

রাক্ষ। ভীম অনেকক্ষণ মরেছে, তার পর অর্জ্জুনের সঙ্গে হচ্যে।

(যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর অত্যন্ত রোদন)

কঞ্চু। আপনি কি বলিলেন?

যুধি। (সরোদনে) কি, আমার ভীম গেছে!

দ্রৌপ। হা নাথ কোথা গেলে?

রাক্ষ। (কঞ্চুকীর প্রতি) এঁরা দুজন কে?

কঞ্চু। ইনি রাজা যুধিষ্ঠির,——ইনি দ্রৌপদী।

রাক্ষ। উঃ তবেতো বড় কুকর্ম্ম করিলেম, বলাটা ভাল হয় নাই।

যুধি। (সরোদনে) ভীম যুদ্ধ করিতেছেন শুনে আমাদের অদৃষ্টে কি হয় এই মনে সন্দেহ হয়েছিল, এখন তো যা শুনিবার তাই শুনিলেম, আর প্রাণধারণে প্রয়োজন কি?

রাক্ষ। (মনে ২) আমার তো তাই চেষ্টা। (প্রকাশে) তবে সে বিষয় আর শুনিবার আবশ্যকতা নাই।

যুধি। (সরোদনে) বলুন্ না, আর শুনিবার হানিই বা কি? প্রাণ তো এখনি ত্যাগ করিব, তা বলুন্ শুনি, কি রূপে যদ্ধ হইল।

রাক্ষ। (মনে২) ভীম মরেছে, এই কথাটা এদের সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হয়, এমনি কোরে বলিতে হবে। (প্রকাশে) মহারাজ, তা যদি নিতান্তই শোনেন্, শুনুন্ বলি। প্রথমে ভীমেতে আর দুর্য্যোধনেতে ঘোরতর গদাযুদ্ধ হইতে লাগিল, এই সময় বলরাম ঠাকুর এসে দেখিলেন তাঁর বড়প্রিয়শিষ্য দুর্য্যোধন তাকে ভীম সংহার করে, দেখেই আপনি ক্রোধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, ক্ষণকাল মধ্যে ভীমকে বিনাশ কোরে চলিয়া গেলেন।

যুধি। (উচ্চৈঃস্বরে) হায় কি হইল! ভাই ভীম, কোথা গেলে! (মোহপ্রাপ্তি)।

দ্রৌপ। (উচ্চৈঃস্বরে) হা নাথ কোথা গেলে, তুমি আমার অপমানের জন্যেই কি প্রাণ ত্যাগ করিলে? তুমি আমাকে কত ভাল বাসিতে, সর্ব্বদাই আমাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখিতে, তোমার সেই সকল প্রিয়কথা মনে হইতেছে, তুমি কোথা গেলে। (মোহপ্রাপ্তি)

কঞ্চু। হা কুমার ভীমসেন! (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) মহারাজ, উঠুন্২, শান্ত হউন্। (রাক্ষসের প্রতি) মহর্ষি আপনি মহারাজকে প্রবোধ দিউন্।

রাক্ষ। (মনে২) হাঁ প্রবোধ দিব বৈ কি? এর মরণের চেষ্টা আগে করি। (প্রকাশে) মহারাজ, শান্ত হউন, অধৈর্য্য হবেন না, অবশিষ্ট কথা আরো কিছু আছে শুনুন্।

যুধি। (চৈতন্য পাইয়া) মহর্ষি, আর কি বলিবেন্? বলুন্, যা বলিতে হয়।

রাক্ষ। তার পর ভীম স্বর্গে গেলে অর্জ্জুন সহোদরের

তিনি না এ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা কৈ, আরো পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ তো এই মাত্র আমার চূল বাঁধিবার আয়োজন করিতে বোলে পাঠালেন, তা তাঁর কথাও কি অন্যথা হবে? সখি, তুমি উদ্যোগ কর, চুল বাঁধিতে হবে। হায় আমি শোকে কাতর হইয়ে কি বলিতেছি? কি করিতেছি, কেবল মিছা সময় নষ্ট করিলেম! (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) মহারাজ, শীঘ্র চিতা সাজাইয়া দেও, আর বিলম্ব করিতে পারি নে, শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমি শীঘ্র চিতাতেই পড়ি গে, তুমিও সেই শত্রুর নিকটে গে প্রাণত্যাগ করো, প্রাণ রেখো না, এ শোক সহিতে পারিবে না।

যুধি। হাঁ প্রিয়ে, যথার্থ বলেছ, (কঞ্চুকীর প্রতি) কঞ্চুকী, ও কঞ্চুকী, শীঘ্র চিতা প্রস্তুত কোরে দেও, ইনি সেই চিতানলে এই দুঃসহ শোকানল নির্ব্বাণ করুন। আমাকেও ধনুর্ব্বাণ এনে দেও, আমি যুদ্ধে গিয়া প্রাণ ত্যাগ করি। দূর হউক! আর ধনুর্ব্বাণেই বা প্রয়োজন কি? অর্জ্জনও তো ভীমের গদা লয়ে যুদ্ধ কোরেছিলেন, তা আমি ও তাই লই গে।

রাক্ষ। মহারাজ, বলি, আপনি তো আর শত্রুজয়ে ইচ্ছা করেন না? তবে সেথায় আর যাইবার আবশ্যকতা নাই, যেস্থানে হয়, প্রাণত্যাগ করিলেই তো হয়?

কঞ্চু। (সক্রোধে) কি! এতো মুনির মত কথা নয়!

রাক্ষ। (সভয়মনে) আমাকে জানিতে পেরেছে না কি? (প্রকাশে) না হে, আমি তা বলি নি, বলি কি, মহারাজ সেস্থানে গেলে যদি কোন অপমান হয়, তাই বলিতেছি।

(নেপথ্যে কলরব)

যুধি। কৈ, কেহ কথা শুনিল না! তবে আমি আপ
নিই চিতা রচনা করি।

দ্রৌপ। হাঁ মহারাজ, শীঘ্র করুন্, আর বিলম্ব করিবে
না; বড় কলরব হইতেছে, কি জানি আবার আমাদের
অদৃষ্টে কি ঘটিবে!

যুধি। হাঁ যাই, তুমি মাকে কিছু বোলে যাবে না?

দ্রৌপ। আর কি বলিব! আমার নিমিত্তে তাঁর সকলি
গেল!

যুধি। (সখীর প্রতি) বুদ্ধিমতিকা, তুমি মাকে বলো গে, 'মা
তোমার যে ভীম আমাদের জতুগৃহে রক্ষা করেছিল, আমার
অদৃষ্টেই সে গেল, তা আর একথা তোমাকে আমি কি প্রকা-
রে বলিবো, তার নিমিত্তই আমি প্রাণত্যাগ করিলেম।'

সখী। (সরোদনে) যে আজ্ঞা।

যুধি। কঞ্চুকি, তুমি সহদেবকে বলো গে, যুধিষ্ঠির
তোমাকে এই কথা বোলে প্রাণত্যাগ করিলেন, বলিলেন,
'ভাই সহদেব, বয়সেই আমি তোমার জ্যেষ্ঠ, বিদ্যাবুদ্ধিতে
নয়, আগে জন্মেছি বলেই তুমি আমাকে জ্যেষ্ঠ বোলে
মান্য করিতে, তা ভাই, আমি এখন কৃতাঞ্জলি হইয়ে
তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি ভাই আমার শোক
ত্যাগ কোরে পিতার জলপিণ্ডস্থল হইয়ে থাকো'। আর
নকুলকেও বলো 'নকুল, ভাই তোমাকে আমি বাল্যকাল
বধি প্রতিপালন করেছি, তুমি আমার কথা অবশ্যই

শুনিবে, তুমি আমার শোকে প্রাণত্যাগ কোরো না, কাল-ক্রমে আমাকে বিস্মৃত হইতে পারিবে, তুমি পিতার বংশের অঙ্কুর, তুমি তাঁর শ্রাদ্ধতর্পণ কোরো, যেখানে থাকো তাই, জ্ঞাতিদের বাটীতেই থাকো, যাদবদের গৃহেই থাকো আর বনেই যাও, সাবধানে শরীর রক্ষা কোরো।' যাও, কঞ্চুকি, আমার দিব্য আর বিলম্ব কোরো না।

দ্রৌপ। সখি, তুমি আমার প্রিয়সখী, সুভদ্রাকে বোলো, বাছা উত্তরার এই চারি মাস গর্ব্ভ, তিনি যেন সাবধানে দেখেন শোনেন, যদি একটি সুসন্তান হয় তবেই তো শ্বশু-রের জলপিণ্ডস্থল থাকিবে, আমাদেরও শ্রাদ্ধতর্পণ হইবে।'

যুধি। (সরোদনে) হায়, যে বৃক্ষের শাখা পৃথিবীব্যাপ্ত ল অতি বৃহৎ, বিধাতা এমন বৃক্ষও সমূলে নির্ম্মূল করি-লেন! এখন তার একটি ক্ষুদ্র অঙ্কুর হয়েছে, পরে কি য় তার নিশ্চয় নাই, পিতৃপুরুষেরা এখন তাহারি ছায়া আশ্রয় করিবেন! কৈ, কঞ্চুকি, তুমি এখনো গেলে না? ত দিব্য দিলেম!

কঞ্চু। (রোদন করিতে ২) হায় মহারাজ পাণ্ডু! তুমি কো-থায়? যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, তোমার পাঁচ সন্তান, তাদের দশা শেষে এই হইল! হায় মহাদেবি কুন্তি! া, তুমি ভোজরাজার কন্যা, তোমার ভাইপো বলরাম, তিনি আবার আমাদের কৃষ্ণের ভাই, অর্জ্জুনের সম্বন্ধী, ভীমের গুরু, তা তিনি কি উন্মত্ত হয়েছেন, কি মদ্যপানে মত্ত হইয়ে থাকিবেন, তাতেই তিনি সকল সংহার করিলেন!

(গমনোদ্যত)

যুধি। জয়ন্ধর শোন ২ একটা কথা বোলে রাখি, যদি অদৃষ্টক্রমে ভাই অর্জ্জুন বেঁচে শত্রুক্ষয়ই করিতে পারেন তবে তুমি তাকে বোলো, ভীমকে বলরাম মেরেছেন বটে তা বলরাম আমাদের কৃষ্ণের ভাই, যা হবার হয়েছে ক্রোধ কোরে যেন আবার তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ না করেন যদি দেশে না থাকেন বনে যান যাবেন, আমার নিমিত্তে শোক যেন না করেন্।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

(কঞ্চুকীর প্রস্থান)

যুধি। (অদূরে প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া) হাঁ, এই যে অগ্নি আপনি এসেছেন।

দ্রৌপ। মহারাজ, আমি আগে পড়ি গে।

যুধি। না, না, একেবারেই দুজনকে পড়িতে হবে।

সখী। (সরোদনে) ওগো অগ্নিঠাকুর, ইনি রাজা যুধিষ্ঠির, রাজসূয়যজ্ঞে তোমাকে কতই আহুতি প্রদান করেছেন, এঁর ভাই অর্জ্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ কোরে তোমাকে তুষ্ট করেছেন, ইনি দ্রৌপদী, এঁদের মহিষী, এঁরা দুজনে শোকে তোমাতে পড়েন গে, তুমি রক্ষা কোরো। (অত্যন্ত রোদনে) মহারাজ পড়িবেন না ২!

যুধি। বুদ্ধিমতিকা, বারণ কোরো না! আমি ভাইকে হারায়েছি, আর আমার বেঁচে ফল কি? তুমি শীঘ্র জল আনো, তর্পণ করি।

সখী। যে আজ্ঞা। (জলানয়ন)

যুধি। প্রিয়ে, তুমি তর্পণ করো।

দ্রৌপ। না, তা পারিব না, আমি আগুনে পড়ি, তুমি তর্পণ কোরো।

যুধি। না না, লোকাচার আছে, আগে তর্পণ করিতে হবে। (আপনি জল লইয়া) গুরু ভীষ্মকে অগ্রে এই এক অঞ্জলি জল দিলেম। প্রপিতামহ শান্তনু তাঁকে এই এক অঞ্জলি জল দিলেম, পিতামহ চিত্রবীর্য্য তাঁকেও এক অঞ্জলি জল দিলেম, (সরোদনে) হায় পিতা! এখন তোমার তর্পণের সময়, আমারও এই পর্য্যন্ত, আর তোমাকে তর্পণ করিতে পাবো না, এই এক অঞ্জলি জল দিলেম, মায়ের সঙ্গে পান কোরো। (অত্যন্ত রোদন) ভীম, এখন তোমাকে এক অঞ্জলি জল দি, কিন্তু ভাই, এখন তুমি এ জল খেয়ো না, পিপাসা হইলেও একটু বিলম্ব কোরো, আমি যাই গে একত্র দুজনে খাবো। ভাই ভীম, তুমি আমার উচ্ছিষ্ট বড় ভাল বাসিতে, আমি না খেলে তুমি কখন কিছু খাও নাই, আমি আগে মায়ের স্তন পান করেছি পরে তুমি করেছ, তা ভাই, আমাকে ফেলে কি তুমি একা খাবে? আমি তোমাকে এত ভাল বাসি, তুমি আমাকে বঞ্চিত করিবে? না ভাই তা কোরো না। (দ্রৌপদীর প্রতি) দেবি তুমি এখন তর্পণ করো।

দ্রৌপ। (জলাঞ্জলি লইয়া) মহারাজ, আমি কাকে জল দিব?

যুধি। ভীম তোমার বড় প্রিয় ছিলেন, তাঁকে দেও।

দ্রৌপ। (সজল নয়নে) দিলেম, তাঁর পা ধোয়ার জল হবে।

যুধি। ওহে ভাই ভীম, তুমি তো প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না

কোরেই স্বর্গে গেলে, দ্রৌপদীর কেশ বন্ধন হোলো না, ই
ইনি তোমার প্রিয়া, মুক্তকেশেই তর্পণ করিলেন, কি
তাই তোমাকে এ জল গ্রহণ করিতে হবে।

দ্রৌপ। মহারাজ, আর বিলম্ব কি? তোমার ভা
অনেকদূর গেলেন, শীঘ্র চলুন্।

যুধি। আমার দক্ষিণচক্ষু নাচিতেছে, বোধ হয় যে
ভীম আমার আছে।

(নেপথ্যে মহাশব্দ)

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। (সসম্ভ্রমে) মহারাজ, রক্ষা করুন্ ২ সেই দুরাত্ম
দুর্য্যোধন সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মেখে দ্রৌপদীকে অন্বেষণ করিতে
আসিতেছে।

যুধি। (সবিষাদে) হা বিধাতা, তোমার মনে এই ছিল
ভাই অর্জ্জুন, তুমি এখন কোথা রহিলে! (ভূতলে পতন

দ্রৌপ। নাথ, এখন তোমরা কোথায় রহিলে! (ভূ
তলে পতন)

যুধি। হা অর্জ্জুন, তুমি বীর চূড়ামণি, কর্ণপ্রভৃতি বীর
গণকে বিনাশ করেছ, গন্ধর্ব্বকে পরাস্ত কোরে দুর্য্যোধ
নকে রক্ষা করেছ, এখন আমার এমন্ বিপদ, এখন ভা
তুমি কোথা থাকিলে? এখন কি ভাই তোমার প্রবাস
বাস উচিত? মা তোমাকে এত স্নেহ করিতেন তাঁ
না প্রণাম কোরে, আমার অনুমতি না লয়ে, দ্রৌপদীকে
একবার না বোলে, তুমি প্রবাসে গেলে! (মোহপ্রাপ্তি)

কঞ্চু। (সভয়ে) একি, দুরাত্মা দুর্য্যোধন এদিগেই যে আসিতে লাগিল! তবেইতো বিভ্রাট্। (সখীর প্রতি) বুদ্ধিমতিকা, তুমি দেবীকে চিতার নিকটে লয়ে যাও। (দাসীর প্রতি) বাছা, তুমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেবকে শীঘ্র বলো গে;——হায় কি হইল! এখন ভীম অর্জ্জুন মারা, মহারাজও অচেতন রহিলেন তবে আর কে রক্ষা করিবে?

(নেপথ্যে)

ওগো তোমরা ব্যাকুল হইতেছ কেন, ভয় কি? দ্রৌপদী কোথা বল? দুর্য্যোধন সভামধ্যে যাঁহাকে ইঙ্গিত কোরে আপনার ক্রোড়ে বসাতে হাতদে উরুদেশ চাপুড়ে ছিল, দুঃশাসন যাঁর কেশাকর্ষণ কোরে চুল খুলে দেছিল, সে দ্রৌপদী, তাঁকে কি তোমরা জানো না?

কঞ্চু। দেবি দ্রৌপদি, তোমার অদৃষ্টে কি হইল!

যুধি। (শীঘ্র উঠিয়া) দ্রৌপদি, তোমার ভয় নাই। কৈ কে আছে রে শীঘ্র ধনুক আন। ওরে দুরাত্মা দুর্য্যোধন আয়, বাণে তোর গদা খণ্ড২ কোরে ফেলি। ওরে কুলাঙ্গার, আমি তোর মত ভ্রাতৃশোকে প্রাণধারণ করিব না তোকে সংহার কোরেই অগ্নিপ্রবেশ করিব।

রক্তে অভিষিক্ত ভীমের প্রবেশ।

ভীম। ওহে সৈন্যসকল, ওহে লোকসকল, তোমাদের ভয় কি হে? পালাও কেন? আমি ভূতও নই, রাক্ষসও নই

ামি ক্ষত্রিয়, শত্রুর রক্ত মেখে এসেছি, প্রতিজ্ঞা পূ

রিবো, দ্রৌপদী এখন কোথায়, বলো।

কঞ্চু। দেবি দ্রৌপদি, উঠ২ শীঘ্র চিতাতে পড়ো গে

দ্রৌপ। (উঠিয়া) কৈ, আমাকে তোমরা চিতার নিকটে

। যাও নি! হায় কি হলো, দুরাত্মা স্পর্শ করে যে!

যুধি। কৈ, কেহই ধনুক এনে দিলে না! দূর হউক্

নুকে প্রয়োজন নাই, হাত তো আছে, দুরাত্মাকে ধোরে

াগুণে ফেলে দি। (কটিদেশ বন্ধন)

কঞ্চু। দেবি, চুলগুলো মুখে পড়েছে তাতেই পথ

কতে পাও না, তা আর তো সে আশা নাই, এখন আপ

িই চুল বেঁধে দৌড়ে গে চিতায় পড়ো।

যুধি। না না, দুর্য্যোধনের নিধন হয় নাই, এখন তুমি

াপন হাতে কেশ বন্ধন কোরো না।

ভীম। প্রিয়ে, আমি বেঁচে থাকিতে আপনিই চুল

াধিবে কেন?

(ভয়ে দ্রৌপদীর পলায়ন।)

ভীম। দাঁড়াও ২ ভয় কি, কোথা যাও?

(কেশধারণ চেষ্টা)

যুধি। (ভীমকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া) ওরে দুরাত্মা দুর্য্যোধন,

কাথা যাস্। আমি তোকে ধরিলেম, যা দেখি তোর

মন শক্তি, আর এক পা যা।

ভীম। (সবিস্ময়ে) একি, মহারাজ আমাকে দুর্য্যোধন

াম কোরে ধরিলেন! মহারাজ, ক্ষমা করুন২।

কঞ্চু। (দেখিয়া সহর্ষে) একি, এযে কুমার ভীমসেন!

এ তো দুর্য্যোধন নয়। মহারাজ ২, এ দুর্য্যোধন নয়, কুমার ভীমসেনই দুর্য্যোধনকে বধ কোরে তার রক্ত সর্বাঙ্গে মেখে এসেছেন, তাই চেনা যায় নাই।

দাসী। (দ্রৌপদীকে ধরিয়া) দেবি, উঠ ২ ভয় নাই, সে শত্রু নয়, এ কুমার ভীমসেন, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কোরে তোমার চুল বেঁধে দিতে এসেছেন।

দ্রৌপ। কেন বোন, আর আমাকে মিছে আশ্বাস দিচ্যো?

যুধি। (কঞ্চুকীর প্রতি) জয়ন্ধর, সত্যই কি এ ভীম? আমার শত্রু দুর্য্যোধন নয়?

ভীম। মহারাজ, আর কি সে দুরাত্মা আছে? আপনকার ক্রোধানলে ধৃতরাষ্ট্রের সকল সন্তানই গেছে, অবশিষ্ট যে দুর্য্যোধন ছিল তাকে আমি নিধন কোরে তাহার রক্ত এই রক্তচন্দনের ন্যায় শরীরে মেখে এলেম, দেখুন্।

যুধি। (চক্ষুর্জলে নয়ন নিমীলিত করিয়া) ভাই ভীম আহ্লাদে আমার অনবরত নয়নজল পড়িতেছে, তাতে দেখিতে পাই নে, ভাই, তুমি কি বেঁচে আছ? অর্জুন কি আমার বেঁচে আছেন?

ভীম। হাঁ মহারাজ, আমরা বেঁচে আছি, শত্রুকুলক্ষয় করিলেম আর ভাবনা নাই।

যুধি। ভাই, শত্রুক্ষয় করা এখন থাকুক, তুমি সত্য বলো, তুমিই কি আমার ভীম? তুমিই বকরাক্ষস বধ করেছিলে?

ভীম। হাঁ মহারাজ, আমিই সেই।

যুধি। তুমিই কি জরাসন্ধের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করেছিলে?

ভীম। হাঁ মহারাজ, আমাকে একবার ছেড়ে দিউন্।

যুধি। কেন, আর কিছু অবশিষ্ট আছে না কি?

ভীম। হাঁ মহারাজ, প্রধান কর্ম্মই বাকি আছে, এই দুর্য্যোধনের রক্ত না শুখাতে শুখাতেই দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন কোরে দিতে হবে।

যুধি। যাও ভাই, দুঃখিনী দ্রৌপদীর বেণীসংহার হউক্।

ভীম। (দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া) প্রিয়ে, এই তো তোমার শুভাদৃষ্টে শত্রুকুল ক্ষয় কোরে এলেম।

দ্রৌপ। (সভয়ে উঠিয়া) নাথ এস ২।

ভীম। (সহাস্য মুখে) দেবি, আমাকে দেখে কি তোমার ভয় হয়েছে? ভয় নাই, দুঃশাসন সভামধ্যে তোমার কেশাকর্ষণ করেছিল, তার রক্ত পান করা হয়েছে; দুর্য্যোধন তোমাকে আপন উরুদেশে বসাতে চেয়েছিল, এখন তার উরু চূর্ণ কোরে তার রক্ত মেখে এলেম। (সখীর প্রতি) কৈ সে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের স্ত্রী ভানুমতী এখন কোথায়, বড় যে পরিহাস করেছিল? (দ্রৌপদীর প্রতি) প্রিয়ে, মনে পড়ে কি? আমি বলেছিলেম দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ কোরে তোমার মনোদুঃখ দূর করিব!

দ্রৌপ। হাঁ নাথ, এখন তাই যথার্থই করিলে।

ভীম। তবে এখন চুল বাঁধো।

দ্রৌপ। অনেককাল বাঁধি নি ভুলে গিছি কেমন কোরে

বাঁধিব ? (ভীম দ্রৌপদীর বেণীসংহার করিতে উদ্যত হইলে সখী বন্ধন করিয়া দেয়)

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয় হউক!

অর্জ্জু। মহারাজ, শত্রুকুল ক্ষয় হইল।

যুধি। (দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদে) এই যে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সঙ্গে কোরে এলেন, এস ২ ভাই কৃষ্ণ এস, প্রণাম করি ভাই, তুমি যার সহায় তার জয় হবে না কেন? তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তুমি বাক্য মনের অগোচর, ক্ষণকাল তোমাকে চিন্তা করিলে কোন দুঃখই থাকে না, আমরা সর্ব্বদা তোমাকে চক্ষে দেখিতেছি তা ভাই আমাদের কি আর দুঃখ থাকিবে ?

অর্জ্জু। মহারাজ, প্রণাম করি।

যুধি। এস ২ ভাই কোলে এস।

(আলিঙ্গন)

কৃষ্ণ। মহারাজ, ব্যাস, বাল্মীকি, পরশুরাম, জাবালি প্রভৃতি মহামুনিগণ মহারাজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্তে আসিতেছেন। নকুল, সহদেব, সাত্যকি প্রভৃতি সেনাপতিরা ও অন্যান্য রাজলোক স্বর্ণকলস তীর্থ জলে পরিপূর্ণ কোরে আনিতেছেন। আমি শুনিলেম চার্ব্বাক রাক্ষস এসে মহারাজকে প্রতারণা করেছে, শুনেই অর্জ্জুনকে সঙ্গে কোরে শীঘ্র এলেম।

যুধি। (সবিস্ময়ে) কি চার্ব্বাক রাক্ষস মুনিবেশ ধারণ

কোরে এসেছিল! (সক্রোধে) সে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সখা
…কর্ণ বেটা কোথা গেল?

কৃষ্ণ। নকুল তাকে ধরেছে;——মহারাজ, আজ্ঞা করুন
আর কি করিব।

যুধি। ভাই কৃষ্ণ, তুমি যার প্রতি প্রসন্ন হও তার কি
না কোরে থাক, আর না করিলেই বা কি? দেখ আমার
সকল শত্রু ক্ষয় হইল, আমরা পাঁচ ভাই সকলেই সুস্থ
শরীরে রহিলেম, কোন অনিষ্ট হয় নাই, আমার দুর্বু-
দ্ধিতে দ্রৌপদীর যে দুর্দশা ঘটেছিল, তাও গেল; আর
কি প্রার্থনা করিব ভাই? তবে নিতান্তই যদি প্রার্থন
করিতে বল, তা বরং এই প্রার্থনা করি, দাতালোব
দীর্ঘজীবী হউক, তোমাতে সকলের মতি থাকুক, সজ্জ
নেরা পণ্ডিতের গুণ গ্রহণ করুন, রাজা নিষ্কণ্টকরাজ্য
পালন কোরে সুখী থাকুন।

কৃষ্ণ। তাই হবে।

(সকলের প্রস্থান)

সমাপ্ত।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৭	আসিতেজেন	আসিতেছেন
৯	৮	বিশ্বম্বর	বিশ্বম্ভর
১৪	৪	মেরেফল্যে	মেরেফেল্যে
৩১	৯	চডামণি	চূড়ামণি
৩৩	১৪	ধৃষ্টদ্রুম	ধৃষ্টদ্রুম্ন
২৯	১	দিগে	অন্যদিগে
৫২	৩	দেখ	দেখে
৫৩	৩	হইতেন	হইতে
৫[illegible]	১৪	বেঁছে	বেঁচে
[illegible]	১৮	ধৃতদ্রুম্ন	ধৃষ্টদ্রুম্ন
৭৫	২৩	আস্ফলন	আস্ফালন
৭৭	১৯	রাজ্যাভিষেকর	রাজ্যাভিষেকের
৭৯	১৮	দুর্য্যোধননেতে	দুর্য্যোধনেতে